স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

বর্ষ ৪৯ □ সংখ্যা ৫১ | শিলচর □ শনিবার □ ৬ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ □ ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ □ ২০ জেলহজ ১৪৪৭ হিজরি □ ১২ পাতা □ আট টাকা | www.samayikprasanga.in

শপথ অনুষ্ঠানে এক ফ্রেমে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা।

হিন্দিতে কৌশিক, বাংলা ভাষায় শপথ নিলেন কৃষ্ণেন্দু

টিম হিমন্তের ১২ মন্ত্রীর শপথ, চার নতুন মুখ

অরিন্দম রায়

গুয়াহাটি, ৫ জুন : চার মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিলেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আর সেই মন্ত্রীর তালিকায় শুক্রবার জুড়লো আরও ১২ জনের নাম। মন্ত্রিসভার প্রথম সম্প্রসারণে এদিন ১২ জন মন্ত্রী শপথ নিয়েছেন। নতুন মন্ত্রী হিসেবে যারা শপথ নিয়েছেন, তাঁরা হলেন গোলকগঞ্জের বিধায়ক অশ্বিনী রায় সরকার, নলবাড়ির বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবরুয়া, তামুলপুরের বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমারি, মঙ্গলদৈয়ের বিধায়ক নীলিমা দেবী, জাগীরোডের বিধায়ক পীযূষ হাজরিকা, ঢেকিয়াজুলির বিধায়ক অশোক সিংহল, ধেমাজির বিধায়ক রণোজ পেগু, টিংখংয়ের বিধায়ক বিমল বরা, লক্ষীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায়, পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, কলিয়াবরের বিধায়ক কেশব মহন্ত এবং ডিমৌ কেন্দ্রের বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁই। গুয়াহাটি মহানগরের জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তর্জাতিক কলা মন্দিরে এদিন এক

শপথ নিচ্ছেন মন্ত্রী কৌশিক রায় ও কৃষ্ণেন্দু পাল। শুক্রবার।

এরপর ছয়ের পাতায়

৬ জুলাই বাজেট অধিবেশন

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৫ জুন : অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশন আগামী ৬ জুলাই শুরু হবে। শুক্রবার এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিন হিমন্ত বলেন, রাজ্যের আর্থিক পরিকল্পনা, উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে এই অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনা হবে। অধিবেশনে বাজেট উপস্থাপন করা হবে এবং রাজ্যের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রস্তাবও আলোচনায় আসবে।

এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রীদের বিভাগ বণ্টন, আজ অভিভাবক মন্ত্রী

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৫ জুন : মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হলেও শুক্রবার তাঁদের বিভাগ বণ্টন করা হয়নি এবং এদিন সন্ধ্যায় ক্যাবিনেট বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, এক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তবে শনিবার প্রতিটি জেলার জন্য অভিভাবক মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিভাগ বণ্টন নিয়ে আমাদের আরেকটু সময় লাগবে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করবো আমরা। তবে রাজ্যে বিভিন্ন এলাকায় অতিবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি সমস্যা শুরু হয়েছে এবং আমরা চাই আগে থেকেই একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলা হোক। আমাদের একটি নিয়ম রয়েছে প্রতিটি জেলার একজন অভিভাবক মন্ত্রী থাকেন এবং তিনি এসব বিষয় নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া অনেকটাই সময় নিয়েছে এবং আমরা এখন আর সময় নষ্ট করতে চাই না। শনিবার প্রতিটি জেলার অভিভাবক মন্ত্রীর তালিকা ঘোষণা হবে এবং তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে যাবেন।'

তরঙ্গ ও কৃষ্ণকমল মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৫ জুন : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার রাজনৈতিক সচিব হিসেবে দুই বিধায়ককে শুক্রবার নিয়োগ করা হয়েছে। এরা হলেন নাহরকটিয়ার বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ এবং রাঙাপাড়ার বিধায়ক কৃষ্ণকমল তাঁতি। উল্লেখ্য, মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়ে জল্পনা-কল্পনায় তরঙ্গের নাম চর্চায় ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় তাঁর স্থান হয়নি। পরিবর্তে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। একই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণকমলকেও।

জিডিপি বৃদ্ধি অর্থনীতির মজবুত ভিত্তির প্রমাণ : মোদি

নয়াদিল্লি, ৫ জুন : বিগত ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধির হার ৭.৭ শতাংশ ছোঁয়ায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, এই অভাবনীয় সাফল্য দেশের অর্থনীতির মজবুত ভিত্তি, ধারাবাহিক সংস্কারের সুফল এবং ১৪০ কোটি ভারতবাসীর কঠোর পরিশ্রমেরই প্রতিফলন।

শুক্রবার প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতীয় অর্থনীতি ৭.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি নথিভুক্ত করেছে।

এরপর ছয়ের পাতায়

রাজ্যে আট ঘণ্টায় ১.২ কোটির বেশি গাছের চারা রোপণ

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৫ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বৃহৎ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মাত্র আট ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ের মধ্যে ১.২ কোটির বেশি গাছের চারা রোপণ করে অসম এক ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে, বলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ বেশ কয়েকটি ছবি সহ এই সাফল্যের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বলেন, এই উদ্যোগে অসমের মহিলারা নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় রাজ্যের সবুজায়ন অভিযানে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'অসম এক ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে! মাত্র ৮ ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ে রাজ্যের মানুষ ১.২ কোটির বেশি চারা রোপণ করেছেন। অসমের উদ্যোগী নারীশক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত এই প্রচেষ্টা আমাদের সবুজায়ন কর্মসূচিতে নতুন রেকর্ড গড়েছে।' বৃক্ষরোপণ অভিযানে

এরপর ছয়ের পাতায়

ডিএ বাড়ছে ২ শতাংশ

রাজ্যে চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের পদোন্নতি, সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৫ জুন : রাজ্যের সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য আরও ২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) ও মহার্ঘ সহায়তা (ডিআর) বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল অসম মন্ত্রিসভা। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একইসঙ্গে বিদ্যালয়গুলোয় কর্মরত চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের তৃতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতির পথ সুগম করতেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা ৫৮ শতাংশ হারে ডিএ ও ডিআর পাচ্ছেন। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা বেড়ে ৬০ শতাংশ হবে। বর্ধিত হারে ডিএ ও ডিআর ২০২৬ সালের জুন মাসের বেতন ও পেনশনের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং জুলাই মাসে তা প্রদান করা হবে।

সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য সুখবর। মন্ত্রিসভা বর্তমান ৫৮ শতাংশ থেকে ডিএ ও ডিআর বাড়িয়ে ৬০ শতাংশ করার অনুমোদন দিয়েছে। বর্ধিত ডিএ ও ডিআর জুন ২০২৬-র বেতন ও পেনশনের সঙ্গে জুলাই মাসে প্রদান করা হবে।' রাজ্য সরকারের তরফে বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্তে কয়েক লক্ষ কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মী সরাসরি উপকৃত হবেন। সম্প্রতি কেন্দ্রের ডিএ বৃদ্ধির পর থেকেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশের মধ্যে মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির দাবি উঠছিল। মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত সেই প্রত্যাশা পূরণ করল।

এরপর ছয়ের পাতায়

আত্মনির্ভর অসম : লক্ষ্য পূরণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ মন্ত্রীরা

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৫ জুন : বিকশিত অসম, সুরক্ষিত অসম এবং আত্মনির্ভর অসমের লক্ষ্য পূরণে আগামী পাঁচ বছর তাঁরা যে কাজ করবেন, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে সেই কথাই শোনা গেল নতুন মন্ত্রীদের মুখে। মন্ত্রী হিসেবে শুক্রবার শপথ নেওয়ার আগে সকালে কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দেন বরাক উপত্যকার দুই জনপ্রতিনিধি কৌশিক রায় এবং কৃষ্ণেন্দু পাল। পুজো দেওয়ার পর সাংবাদিকদের কৌশিক বলেন, 'মন্ত্রী হিসেবে যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হবে, সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তা যাতে পালন করতে পারি, তার জন্যই মা কামাখ্যার আশীর্বাদ চেয়েছি। আগামী দিনে আমজনতার সেবা করবোই। অসমের উন্নয়নে প্রতিটি দায়িত্ব পালনে কোনও ত্রুটি রাখবো না।' কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, 'আগামী পাঁচ বছর সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে

এরপর ছয়ের পাতায়

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল এবার থেকে ২ কোটি : হিমন্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৫ জুন : বিধায়কদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল এক ধাক্কায় বাড়িয়ে ২ কোটি টাকা করার অনুমোদন দিল অসম মন্ত্রিসভা। তবে এ বছর এটি হবে দেড় কোটি এবং আগামী বছর এপ্রিল মাস থেকে হবে ২ কোটি। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেক বিধায়ককে জানিয়েছেন, এই তহবিলের একটি অংশ সরাসরি জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে।

বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০১৬ সালের পর এই প্রথম বিধায়ক স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন (এমএলএএলএডি) তহবিল বৃদ্ধি করা হচ্ছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে প্রতিটি বিধায়ক বছরে ১.৫ কোটি টাকা করে পাবেন। ২০২৭-২৮ অর্থবর্ষ থেকে এই বরাদ্দ আরও বাড়িয়ে ২ কোটি টাকা করা হবে। সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'সব বিধানসভা কেন্দ্রের সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মন্ত্রিসভা এমএলএএলএডি তহবিল বাড়িয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে প্রতি বিধায়কের জন্য ১.৫ কোটি টাকা এবং ২০২৭-২৮ থেকে ২ কোটি টাকা করার অনুমোদন দিয়েছে।' তিনি জানান, নতুন ব্যবস্থায় তহবিলের ১০ শতাংশ সরাসরি জনকল্যাণমূলক ও জরুরি প্রয়োজনে ব্যয় করা যাবে। বাকি অর্থ পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যবহার হবে। তিনি বলেন, 'অনেক সময় বিদ্যালয়ে পাখা, কম্পিউটার বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দরকার হয়, নামঘরে বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হুইলচেয়ার বা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ল্যাপটপের প্রয়োজন

এরপর ছয়ের পাতায়

ডিব্রুগড়কে সাজাতে পাঁচ বছরে ৫০০ কোটি দেবে সরকার

মণিপুরের কুকি গ্রামে হামলায় নিহত ৩, আগুন

ইম্ফল, ৫ জুন : মণিপুরে হিংসা থামার নাম নেই। শুক্রবার সকালে দুষ্কৃতীরা হামলা চালাল কাংপোকপি জেলার কুকিদের একটি গ্রামে। সেখানে গুলি করে খুন করা হয়েছে এক দম্পতি-সহ তিনজনকে। পাশাপাশি বেশ কিছু বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত নাগারা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন বন্দুকবাজ এদিন ভোর চারটে বেজে দশ মিনিট নাগাদ লোইবোল খুল্লেন গ্রামে ঢুকে হামলা চালায়। ঘুমন্ত অবস্থায় হামলা চালানোয় পালটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি গ্রামবাসীরা। পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে লেটখনগাম হাওকিপ (৩৪), তাঁর স্ত্রী তিনমারি হাওকিপ (৩০) এবং জঙ্গমিনলান হাওকিপের (৩৪)। সাতটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা।

গোলাগুলি ও অগ্নিসংযোগের খবর পেয়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যদিও ততক্ষণে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত কোনও গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার না

এরপর ছয়ের পাতায়

বার্মিজ সুপারি : চাম্পাইয়ে ইডির অভিযানে উঠে এল শিলচরের ক'জন ব্যবসায়ীর নাম

২০১৩ থেকে ২০২৫, ৯৭০ কোটিরও বেশি টাকার লেনদেন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন : বার্মিজ সুপারি পাচারকারী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে মিজোরামের সীমান্ত শহর চাম্পাইয়ে তল্লাশি অভিযান চালালো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বৃহস্পতিবার চালানো এই অভিযানে চাম্পাইয়ের ৯টি স্থানে তল্লাশি চালানো হয়। অভিযানে এই পাচার বাণিজ্যের সূত্রে ৯৭০ কোটি টাকার চেয়েও বেশি পরিমাণ অর্থের লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। আর বিশাল পরিমাণ এই অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে উঠে এসেছে শিলচরের কয়েকজন ব্যবসায়ী তথা লগ্নিকারীর নাম। ইডির অভিযানের জেরে শিলচর তথা কাছাড় ভিত্তিক বার্মিজ সুপারির কারবারিদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র আতঙ্কের। আশঙ্কা করা হচ্ছে,

এরপর ছয়ের পাতায়

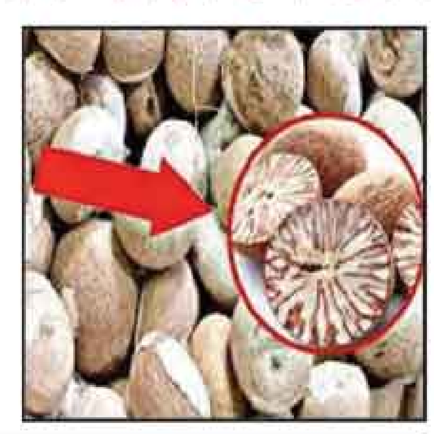

জনসংখ্যার অস্বাভাবিক পরিবর্তন মেনে নেওয়া হবে না : অমিত শাহ

আগরতলা, ৫ জুন : সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কেন্দ্রীয় সরকার আরও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। শুক্রবার ত্রিপুরার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী লঙ্কামুড়া সীমান্ত চৌকিতে বিএসএফ জওয়ানদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং বিহারের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক পরিবর্তন কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।

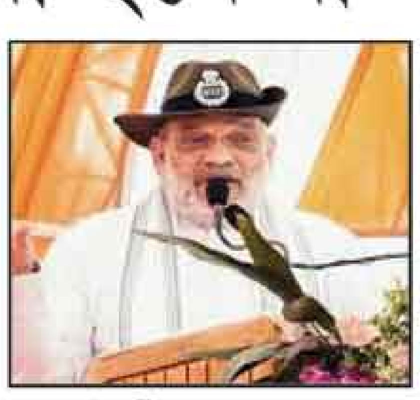

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষায় বিদ্যমান দুর্বলতা এবং ঘাটতিগুলি চিহ্নিত করে সেগুলি দূর করতে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ রুখতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

শাহ বলেন, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং বিহারে জনসংখ্যার পরিবর্তন সহ্য করা হবে না। আন্তর্জাতিক সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করতে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে সরকার প্রয়োজনীয় সব

এরপর ছয়ের পাতায়

প্রস্তুতির অভাবে বিশ্বগুরু হতে পারছে না ভারত : ভাগবত

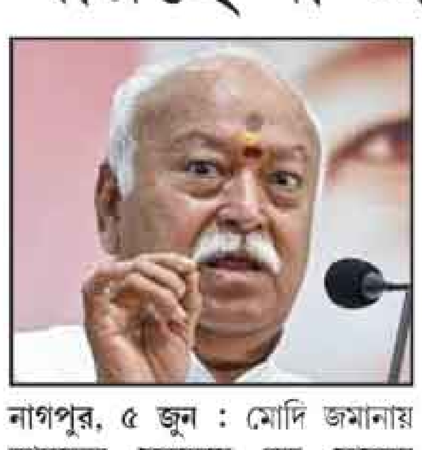

নাগপুর, ৫ জুন : মোদি জমানায় ভারতের সবচেয়ে বড় সাফল্য বিশ্বজুড়ে সম্মানবৃদ্ধি। অন্তত বিজেপি সমর্থকদের এমনটাই দাবি। সেই দাবি অনেকাংশে যে সত্যি তার প্রমাণও রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে দেশেই যান সে দেশেই সমাদৃত হন, সম্মানও পান। তাতেই বিজেপি সমর্থকরা দেশকে 'বিশ্বগুরু' বলে দাবি করা শুরু করেছেন ইদানিং। যদিও আরএসএস এখনও ভারতকে বিশ্বগুরু বলে ভাবতে নারাজ। বরং, সংঘ মনে করছে প্রস্তুতির অভাবেই ভারত বিশ্বগুরু হতে পারছে না।

আরএসএস প্রধানের বক্তব্য, 'ভারতের সময় এসেছে। আজ

এরপর ছয়ের পাতায়

আজ দিল্লিতে 'ককরোচ জনতা পার্টি'র বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ৫ জুন : অনলাইন মিম আর ব্যঙ্গাত্মক ক্যাম্পেইন থেকে সরাসরি রাজপথে! ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান টালমাটাল পরিস্থিতির প্রতিবাদে এবার সরব হতে চলেছে 'ককরোচ জনতা পার্টি'। নেটিজেনদের কাছে পরিচিত এই প্ল্যাটফর্মটি তাদের প্রথম অফলাইন এবং অন-গ্রাউন্ড আন্দোলনের জন্য বেছে নিয়েছে দিল্লির ঐতিহাসিক যন্তর মন্তরকে। শনিবার কেন্দ্রের বিতর্কিত শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে

এরপর ছয়ের পাতায়

কেন্দ্র, রাজ্য ও নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাব তলব

অসমে ঘোষিত চার 'বিদেশি' বহিষ্কারে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ৫ জুন : অসমে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিদেশি হিসেবে ঘোষিত চার মহিলার বহিষ্কার প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। দীর্ঘদিন ধরে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি অবস্থায় থাকা এই চার মহিলার নাগরিকত্ব সংক্রান্ত মামলাগুলিতে মানবিক ও আইনি দিকগুলি যথাযথভাবে বিবেচিত হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত হস্তক্ষেপ করেছে। শুক্রবার আদালত অসম সরকার, কেন্দ্র সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে চার সপ্তাহের মধ্যে

জবাব তলব করেছে। বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের এই নির্দেশে আপাতত স্বস্তি পেয়েছেন সালেহা খাতুন, সর্বানু বেগম, নুরেজা বেগম এবং বাসিরান নেছা। চারজনই ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের রায়ে বিদেশি ঘোষিত হয়ে বর্তমানে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক রয়েছেন অথবা বহিষ্কারের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

আবেদনকারী সালেহা খাতুন (৫০) বর্তমানে গোয়ালপাড়া ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক রয়েছেন। তাঁর দাবি, তিনি নগাঁও জেলার নাগাবান্ধা গ্রামের বাসিন্দা এবং ভারতীয় নাগরিক আহসান আলি ও মৃত করপুলজানের কন্যা। তিনি ট্রাইব্যুনালের সামনে ১৯৭১ সালের পূর্ববর্তী ভোটার তালিকা, এনআরসি লিগ্যাসি তথ্য, গাঁওবুড়া ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যয়নপত্র, পারিবারিক ভোটার নথি এবং তাঁর বোনের সাক্ষ্য সহ একাধিক প্রমাণ পেশ করেছিলেন। কিন্তু পারিবারিক তথ্য, বয়স এবং অন্যান্য বিবরণে কিছু অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে ট্রাইব্যুনাল তাঁর দাবি খারিজ করে দেয়। পরবর্তীতে গৌহাটি হাইকোর্টও সেই সিদ্ধান্ত বহাল রাখে।

এরপর ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশ থেকে অবৈধ প্রবেশের চেষ্টা রুখল বিএসএফ

কলকাতা, ৫ জুন : বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিল বিএসএফ। বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী (বিজিবি) বাংলাদেশিদের এদেশে পাঠানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার সকালে কোচবিহারের ভারত-বাংলাদেশের একাধিক সীমান্ত এলাকায় এই ঘটনায় দেখা গিয়েছে। এই নিয়ে সীমান্ত এলাকায় রীতিমতো উত্তেজনা দেখা দেয়। অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে বিএসএফ জওয়ানদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সাধারণ বাসিন্দারা। বেলা পর্যন্ত নো-ম্যানস ল্যান্ড এলাকায় অনুপ্রবেশকারীদের অপেক্ষা

এরপর ছয়ের পাতায়

সাময়িক প্রসঙ্গ
শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন: ২৪৬৩২২, ২৩০০০৬

AFFIDAVIT

I, Jamila Begum Laskar, W/o Niyam Uddin Laskar, of Vill-Dakshin Mohanpur Pt VII, PO-Dakshin Mohanpur, PS-Sonai, Dist-Cachar, Assam, do hereby declare that my name has been recorded incorrectly as "Moni Begum" and "Monira Begum Laskar" " in the birth certificate of my sons, "Sahar Ahmed Laskar alias Sahan Ahmed Laskar" and , "Sahanaj Hussain Laskar" respectively, instead of my correct name Jamila Begum Laskar. All these names belong to one and the same person, i.e., myself. My correct legal name for all purposes is Jamila Begum Laskar, vide Affidavit dated 28/08/2025 sworn before Notary Public at Silchar.

NAME CHANGE

I, Ajanta Das, W/o – Suhel Rana Das, resident of Tapoban Nagar, Ambikapur G.P., P.O.- Vivekananda Road, P.S.-Silchar, Dist. - Cachar, Assam, Pin – 788007, do hereby solemnly declare that before marriage with Sri Suhel Rana Das, S/o – Jagat Bandhu Das in the year 2008, my name was "Ajanta Roy", D/o – Arun Roy, resident of National Highway, Western Complex, Silchar and after my marriage I adopt the surname of my husband "Das" and my name has changed from "Ajanta Roy" to "Ajanta Das" by an affidavit before the Notary Public, Silchar on this the 4th day of August 2010 and my new name i.e. Ajanta Das has been applicable in all my personal and official documents.

Ajanta Das, Deponent

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ২-এসসিএল-ইএনজিজি-৪০-২০২৬, তারিখ ০১-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র. নং ১। [illegible] টেন্ডার মূল্য: ৪,৮৪,১২,৬১৯.৪৮/- টাকা; বায়না ধন: ৯,৮৮,৩০০.০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ২৫-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে ও খুলবে ২৫-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৫-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।

কর্মাধ্যক্ষ— সাময়িক প্রসঙ্গ

শিলচরের বেহাল রাস্তা সহ অন্যান্য সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ বিভিন্ন সংগঠন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন : শিলচরে বেহাল রাস্তাঘাটের হাল ফেরানো, জমা জলের সমস্যা সমাধান চেয়ে জেলা কমিশনারের কাছে দাবি জানালো বিভিন্ন সংগঠন।

গত ১ জুন ইয়ুথস এগেনস্ট সোশ্যাল ইভিলস (ইয়াসি)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক নাগরিক সভায় এসব দাবি নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এরপর শুক্রবার ইয়াসি, শিলচর জেলা বার সংস্থা, অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার, নাগরিক স্বার্থ রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ, সিআরপিসি, প্রগতিশীল নাগরিক সমন্বয় মঞ্চ, বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, ইউনাইটেড ফোরাম ফর বরাক ভ্যালি ডেভেলপমেন্ট ও ইয়াসি সহ অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিরা যৌথভাবে জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজীব রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার হাতে জেলা কমিশনারের উদ্দেশে স্মারকপত্র তুলে দেন। প্রতিনিধিরা জেলা প্রশাসনের কাছে শহরের সমস্যার কথা তুলে ধরে পূর্ত, এনএইচআইডিএল, পুর নিগম, জল সম্পদ ইত্যাদি বিভাগের অবহেলার দরুন শহরবাসীকে নানা সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করে ক্ষোভ উজাড় করে দেন। রাস্তাঘাটের সমস্যা প্রসঙ্গে তারা বিশেষত কাছাড় কলেজ মোড় থেকে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থার কথা তুলে ধরে শীঘ্রই তা সংস্কারের দাবি জানান। প্রতিনিধি দলে বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনের পক্ষে ছিলেন দুলাল মিত্র, সাধন পুরকায়স্থ, ধ্রুবকুমার সাহা, দীপক সেনগুপ্ত, সুব্রত চন্দ্র নাথ, জয়দীপ ভট্টাচার্য, অনির্বাণ ভৌমিক, বিমল কান্তি দে, সত্যজিৎ গুপ্ত, প্রণব দত্ত, অঞ্জন কুমার চন্দ এবং সঞ্জীব রায় প্রমুখ।

পাঁচগ্রামে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

সাময়িক প্রসঙ্গ, পাঁচগ্রাম, ৫ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও বন মহোৎসব পালন করল পাঁচগ্রাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস। এ উপলক্ষে শুক্রবার পাঁচগ্রাম জিপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। পাঁচগ্রাম জিপিতে ৩৮ হাজার গাছের চারা বিতরণ করা হয়। গোটা হাইলাকান্দি জেলায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার চারা বিতরণ করা হয়েছে। নির্বিচারে বৃক্ষ ছেদন চলছে। এতে বিশ্ব উষ্ণায়ন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অক্সিজেন কমছে এবং কার্বনডাই অক্সাইড বাড়ছে। এতে জনজীবন হুমকির মধ্যে চলে যাচ্ছে। তাই জীবন ও প্রকৃতি বাঁচাতে সবাইকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান পাঁচগ্রাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস কর্মকর্তা তথা আদরকোণা বিট অফিসার সবিনয় পাল। শুক্রবার পলারপার এলপি স্কুলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সাংবাদিকদের তিনি জানান, বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধ করতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি তারা চালিয়ে যাবেন। গ্রিন হাইলাকান্দি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জেলা বন বিভাগ লক্ষ্য স্থির করে কাজ করে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঁচগ্রাম রেঞ্জের আধিকারিক দেবাশিস নাথ, আদরকোণা বিট অফিসার সবিনয় দেব, বিজেপি হাইলাকান্দি জেলা কমিটির প্রাক্তন সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য, বিজেপি শ্রীভূমির জেলা সহপ্রভারী সুরজ সেন, পাঁচগ্রাম থানার ওসি রঞ্জিত শইকিয়া সহ অন্যান্যরা।

পরিবেশ দিবসে ধর্মীয় সংগঠনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও আলোচনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শুক্রবার এমারতে শরয়িয়াহ ও নদওয়াতুত তামির শিলচর টাউন আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এবং কাছাড় বন বিভাগের শিলচর ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিস ও শিলচর সদর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের সহযোগিতায় এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও সচেতনতামূলক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। মুর্শিদুল আলম মেমোরিয়াল সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

দুই পর্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সচেতনতামূলক আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এনামুল হক লস্কর। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাছাড় বন বিভাগের প্রতিনিধি মাসুম উদ্দিন এবং জুবিলি হমার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আবুল হোসেন লস্কর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নজমুল ইসলাম বড়ভুঁইয়া, এনামুল হক লস্কর, স্কুলের অধ্যক্ষ শাহিনা মুমতাজ মজুমদার এবং অন্যান্য বক্তারা। বক্তারা প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ড. নজমুল ইসলাম বড়ভুঁইয়া বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সূচনার ইতিহাস, এর তাৎপর্য এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ড. বড়ভুঁইয়া, বন বিভাগের কর্মকর্তা মাসুম উদ্দিনের হাত ধরে কর্মসূচির সূচনা হয়। পরে উপস্থিত প্রায় সকলেই বৃক্ষরোপণে অংশগ্রহণ করেন।

আয়োজকদের মতে, পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোনও ধর্মীয় সংগঠনের উদ্যোগে এ ধরনের কর্মসূচি এই অঞ্চলে বিরল। ভবিষ্যতে সমাজের অন্যান্য সংগঠনও এ ধরনের গণমুখী উদ্যোগ গ্রহণে অনুপ্রাণিত হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

কৃষি বিভাগ ও কেভিকে-র উদ্যোগে পরিবেশ দিবস ও 'ক্ষেত বাঁচাও অভিযান'

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন : সমগ্র ভারত তথা অসমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১লা জুন শুরু হওয়া 'ক্ষেত বাঁচাও অভিযান'-এর কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবস শুক্রবার কাছাড়ের অরুণাচলে অবস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রাঙ্গণে জেলা কৃষি দফতর ও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে পালিত হয়।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি আধিকারিক ড. রাহুল চক্রবর্তী, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কাছাড়ের জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড. সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ ড. হিমাংশু মিশ্র, জেলা মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিক ভবানী নাথ, ভেটেরিনারি আধিকারিক ড. আনিসুল হামজা, কুমারপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সভাপতি দীপঙ্কর পাল সহ অন্যান্য কৃষি আধিকারিক, কৃষি বিজ্ঞানীরা, স্থানীয় প্রগতিশীল কৃষক ও ছাত্র ছাত্রীরা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, বিতরণ করা হয় পুরস্কার সামগ্রী। পাশাপাশি জেলা কৃষি আধিকারিক ড. রাহুল চক্রবর্তী, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রধান ড. সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস এবং অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করেন।

জেলা কৃষি আধিকারিক জানান, 'ক্ষেত বাঁচাও অভিযান' ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাকৃতিক কৃষি প্রসারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। তিনি বলেন, মাটিকে রক্ষা করা, তৈলবীজ শস্যের চাষ বাড়ানো, বহুফসলি ও সমন্বিত কৃষিকাজে উৎসাহ দেওয়া, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার রোধ, জল সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কম জলে চাষ, ভূগর্ভস্থ জল রক্ষা এবং ভোজ্য তেলের ব্যবহার কমানোই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।

ড. সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কেঁচো সার, গোবর সারের প্রয়োগ, মাটি ও জলের দূষণ রোধ, উপকারী পোকামাকড় সংরক্ষণ এবং কৃষকের উৎপাদন খরচ কমানোও এই অভিযানের লক্ষ্য। রাসায়নিক নির্ভরতা কমিয়ে এনে গোবর, গোমূত্র, জীবামৃত, বীজামৃত দিয়ে চাষ বাড়ানো, এবং জীবামৃত, ঘনজীবামৃত, নিমাস্ত্র, অগ্নিঅস্ত্রের ব্যবহার করে প্রাকৃতিক চাষ ও তৈলবীজ উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়ে কৃষকদের পরামর্শ দেন তিনি।

অন্যান্য বক্তারাও পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার রোধ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জৈব সার প্রয়োগ ও বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে অচিরেই একটি সুস্থ পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। উল্লেখ্য, পরিবেশ রক্ষার্থে জৈবিক সার প্রয়োগ সম্পর্কে জনগণকে লাগাতার সচেতন করে আসছে কৃষি বিভাগ ও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সাথে মাটির অবক্ষয় কমাতে বিভিন্ন সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

মিজোরাম হয়ে মায়ান্মারে পাচার, লায়লাপুরে বাজেয়াপ্ত সার, ধৃত ১

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন : ধলাই থানা এলাকার লায়লাপুরে বাজেয়াপ্ত করা হলো ইউরিয়া সার। সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে একজনকে। ধৃত জাভেদ হোসেন লস্কর (৩৩) শিলচর বেরেঙ্গা তৃতীয় খণ্ডের বাসিন্দা।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার জাভেদ তার বোলেরো পিকআপ ভ্যানে করে সব্জি নিয়ে শিলচর থেকে মিজোরামে যাচ্ছিল। লায়লাপুরে পুলিশ গাড়িটিতে তল্লাশি চালালে পাওয়া যায় সব্জির নিচে লুকিয়ে রাখা ৩২ বস্তা ইউরিয়া সার। এসব বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে জাভেদকে। খবর অু যায়ী শিলচরের এক ডিলারের কাছ থেকে সার নিয়ে পাচার করা হচ্ছিল মিজোরামে। উদ্দেশ্য ছিল মিজোরাম থেকে সেসব প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ান্মারে পাচার করা। এই পাচার বাণিজ্যের

সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের সম্পর্কে বর্তমানে খোঁজখবর চলছে।

শিলচর মণিমালা নার্সারি স্কুলে ব্যতিক্রমী পরিবেশ দিবস উদযাপন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন : শুক্রবার এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যৌথভাবে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করল শিলচর মণিমালা নার্সারি স্কুল ও সামাজিক সংগঠন গ্রিন অরণ্য। এদিন স্কুল প্রাঙ্গণে গ্রিন অরণ্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন মূল্যবান গাছের চারা রোপণ ছাড়াও কচিকাঁচা ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ দিবস পালনের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে অবহিত করতে পরিবেশ দিবস নিয়ে স্লোগান পাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

তৈমুর রাজা চৌধুরীর হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন মণিমালা নার্সারি স্কুলের শিক্ষিকারা।

বন্দে মাতরম সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী তানিস্কা চক্রবর্তী 'মরু বিজয়ের কেতন ওড়াও' এই সংগীতের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে। স্কুলের আরেক পড়ুয়া রেশমি দাশ অপূর্ব এক নৃত্য পরিবেশন করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গ্রিন অরণ্যের সভাপতি বিজেপি নেতা বিমলেন্দু রায় শিলচর শহরের পুরনো এই স্কুলের কচিকাঁচাদের নিয়ে যৌথভাবে পরিবেশ দিবস পালন ও স্কুল প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি সফলভাবে আয়োজন করার জন্য স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিচালন কমিটির সদস্যদের কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি আরও বলেন, বিদ্যালয় হল মানুষ গড়ার কারখানা কিন্তু শহরের এই পুরনো স্কুলের পরিকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় তিনি স্থানীয় বিধায়ক ও এই এলাকার বাসিন্দা তথা রাজ্যসভা সদস্য কণাদ পুরকায়স্থের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্কুলের জমির সমস্যা ও নতুন ভবন নির্মাণের ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এদিনের স্কুলের পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষিকা শিল্পী ভট্টাচার্যের বিশেষ উদ্যোগে দৈনিক *সাময়িক প্রসঙ্গ* পত্রিকার সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সমাজহিতৈষী তৈমুর রাজা চৌধুরীর ৭৫ তম জন্মদিবস কেক কেটে পালন ছাড়াও তাঁকে উত্তরীয় সম্মাননাপত্র দিয়ে সম্মান জানিয়ে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করা হয়। সংবর্ধনার জবাবে সাংবাদিক তৈমুর রাজা চৌধুরী বলেন, গত ২৬ মে তাঁর জন্মদিবস ছিল। কিন্তু দশদিন পর আবারও মণিমালা নার্সারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শিল্পী ভট্টাচার্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কচিকাঁচাদের নিয়ে পুনরায় কেক কেটে জন্মদিন পালন করায় তাঁর কৃতজ্ঞতার কোনও ভাষা নেই। চৌধুরীও তাঁর বক্তব্যে মণিমালা নার্সারি স্কুলের জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনিও বলেন, কোনও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি না থাকলে সরকারি অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েছে। স্কুলের জমির বন্দোবস্তের ব্যাপারে তিনিও বিজেপি নেতা বিমলেন্দু রায়ের নেতৃত্বে জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের দরবারে যাবেন বলে কথা দেন। এদিনের অনুষ্ঠানে স্কুল পরিচালন কমিটির সহসভাপতি সুভাষ দাস, কার্যকরী কমিটির সদস্য অপরেস চক্রবর্তী, তপজ্যোতি ভট্টাচার্য, শিক্ষাবিদ সীমান্ত ভট্টাচার্য, সাংবাদিক-সমাজকর্মী মিলন উদ্দিন লস্কর ছাড়াও গ্রিন অরণ্যের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ চক্রবর্তী, চম্পক দে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অপরেশ চক্রবর্তী ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিল্পী ভট্টাচার্য।

গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শুক্রবার সকাল ১১ টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, পোস্টার প্রতিযোগিতা ও স্লোগান প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। এদিনের অনুষ্ঠানের বিষয় ছিলো 'প্রকৃতি থেকে অনুপ্রেরণা। জলবায়ুর জন্য। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য।' আজকের অনুষ্ঠানের কর্মসূচির মধ্যে ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়েজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরনের ফলের চারা রোপণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পড়ুয়াদের অংশগ্রহণে পোস্টার প্রতিযোগিতা, স্লোগান প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোলজি ও এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স বিভাগও একই সঙ্গে বিশ্ব পরিবেশ দিবস কর্মসূচির আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন ইকোলজি ও এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য ও সভাপতি ছিলেন ডি এস ডব্লিউ ড. জয়দীপ পাল। এদিনের কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিরঞ্জন রায়, নিবন্ধক ড. বিদ্যুৎকান্তি পাল, শৈক্ষিক নিবন্ধক ড. অভিজিৎ নাথ, ডিএসডব্লিউ ড. জয়দীপ পাল, ফিনান্স অফিসার ড. রণবিজয় দাশ, ড. চন্দন পালচৌধুরী, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও ইকোলজি ও এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপিকারা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পড়ুয়ারাও এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মৃদুল মোহন দাস এই দিনটি উদযাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং কীভাবে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভবিষ্যতে পৃথিবীর পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা যেতে পারে এ নিয়ে আলোচনা করেন। এদিন পৃথিবীকে পুনরুদ্ধার করা, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা, দূষণ হ্রাস করা, সবুজ আগামীর নির্মাণ করা ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার মত বিভিন্ন অঙ্গিকার নেওয়া হয়। সবশেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে জেলা ক্রীড়া সংস্থার বৃক্ষরোপণ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 'গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও শিলচর মর্নিং ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুইমিংপুল প্রাঙ্গণে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় বিভিন্ন প্রজাতির ফল, বনজ ও ওষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট বক্তারা পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন, ক্রমবর্ধমান দূষণ, বনভূমি ধ্বংস এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পরিবেশ আজ চরম সংকটের মুখে। এই পরিস্থিতিতে বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা সময়ের দাবি। প্রত্যেক নাগরিককে বছরে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর পাশাপাশি তার পরিচর্যার দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান বক্তারা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে অসমজুড়ে পিপিএফের বৃক্ষরোপণ, সবুজ ভবিষ্যতের বার্তা

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৫ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে অসমের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করল প্রগ্রেসিভ পিপলস ফাউন্ডেশন (পিপিএফ)। ফাউন্ডেশনের 'পিপিএফ গো গ্রিন প্ল্যান্টেশন প্রোগ্রাম'-এর আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও জনপরিসরে একযোগে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকার তুলে ধরা হয়।

গুয়াহাটির সাতগাঁওস্থিত এম এ মারকাজ অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত কর্মসূচিতে পিপিএফের মানবতা সেবা উপ কমিটির সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট আবু ইউসুফ চৌধুরীর নেতৃত্বে বৃক্ষরোপণ করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ভাইস চেয়ারম্যান রফিক আহমদ লস্কর এবং পিএমজি সদস্য নজরুল ইসলাম লস্কর। কাছাড় জেলার গণিরগ্রাম পার্ট ২ এলাকার পিএমশ্রী বেগম আবিদা গার্লস হাই স্কুলেও ছাত্রছাত্রী ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির তত্ত্বাবধানে ছিলেন পিপিএফ জেলা কমিটির সদস্য ড. এম আই বড়ভূইয়া। উপস্থিত ছিলেন পিএমজি সদস্য মনজুরুল হক লস্কর।

হাইলাকান্দির নারায়ণপুর নতুন জেলা কারাগার প্রাঙ্গণেও বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে পরিবেশ দিবস পালিত হয়। পিপিএফ জেলা কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট কামাল হোসেন চৌধুরীর সক্রিয় অংশগ্রহণে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে কারাগার কর্তৃপক্ষও শামিল হন। একই দিনে ইউনিক পাবলিক স্কুলে নজমুল হক বড়ভূইয়া ও অন্যদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

দরং জেলার পেনশনার্স সংঘ ভবনে আয়োজিত কর্মসূচিতে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা আধিকারিক তথা 'দরং রত্ন' ফুলেন্দ্র নাথ সাহারিয়া, ড. অমরেন্দ্র নারায়ণ দেব, ড. জয় কে টি সাহারিয়া সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচির

তত্ত্বাবধানে ছিলেন পিপিএফ জেলা কমিটির সদস্য গফুর আলি। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্তরেও বহু মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। বাইহাটা চারিয়ালির বাসিন্দা ও বিটেক শিক্ষার্থী নাজলিন শইকিয়া, চিরাং জেলার আফরুজা বেগম এবং হাইলাকান্দির বিএমএলটি শিক্ষার্থী সাহান সুমা লস্কর নিজ নিজ এলাকায় বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশ রক্ষার বার্তা তুলে ধরেন। এর আগে এক আবেদনে অ্যাডভোকেট আবু ইউসুফ চৌধুরী সংগঠনের সদস্য, শুভানুধ্যায়ী, ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ নাগরিকদের ব্যক্তিগত কিংবা সম্মিলিতভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি জানান, প্রয়োজন হলে পিপিএফের পক্ষ থেকে ব্যানার, চারা গাছ ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করে সহযোগিতা করা হবে।

পিপিএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুধু চারা রোপণ করাই নয়, সেগুলির যথাযথ সুরক্ষা ও পরিচর্যা নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠনের মতে, পরিবেশ রক্ষার এই প্রয়াস তখনই সফল হবে, যখন রোপণ করা গাছগুলি সুস্থভাবে বেড়ে উঠে দীর্ঘমেয়াদে প্রকৃতি ও সমাজের উপকারে আসবে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে 'পিপিএফ গো গ্রিন প্ল্যান্টেশন প্রোগ্রাম' শুরু করে সংগঠনটি। প্রতি বছর অন্তত এক হাজার চারা রোপণের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে তারা। পিপিএফের দাবি, ধারাবাহিকভাবে সেই লক্ষ্য পূরণও হচ্ছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আয়োজিত এ বছরের কর্মসূচির মাধ্যমে আবারও একটি সবুজ, সুস্থ ও টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

দিনপঞ্জিকা

শনিবার, ২২ জ্যৈষ্ঠ, ইং ৬ জুন, মুং ২০ জেলহজ (ভাং তাং ১৬ জ্যৈষ্ঠ)। অ ২২ জেঠ, ফসলী মল ৬ জ্যৈষ্ঠ (জেঠ), সংবৎ ৬ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক। ৪।৫৪।৩৪ গতে সূর্যোদয়, ৬।১৫।১১ গতে সূর্যাস্ত। ষষ্ঠী তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

বৃষ : স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ। গুরুজনের প্রসন্নতা ও আনুকূল্য লাভ। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

মিথুন : আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব।

কর্কট : আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য লাভ। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

সিংহ : উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। সন্তানের কৃতিত্ব। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

কন্যা : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

তুলা :-কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান।

বৃশ্চিক : ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। নতুন যানবাহন ক্রয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের কৃতিত্ব। স্বাস্থ্য ও কর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ।

ধনু : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি।

মকর : শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

কুম্ভ : নতুন যানবাহন ক্রয়। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ।

মীন : স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

কৌশিক-কৃষ্ণেন্দুর নেতৃত্বে বরাকের উন্নয়ন নতুন গতি লাভ করবে : কমলাক্ষ

মন্ত্রী কৌশিক রায়ের সঙ্গে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। গুয়াহাটিতে।

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ৫ জুন : মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে গঠিত নতুন মন্ত্রিসভা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একইসঙ্গে মন্ত্রী কৌশিক রায় এবং মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালের নেতৃত্বে বরাক উপত্যকার উন্নয়নও নতুন গতি লাভ করবে বলে মন্তব্য করেন কাটিগড়ার বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। শুক্রবার দিসপুরে অনুষ্ঠিত রাজ্যের নবনির্বাচিত মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মাসহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দূরদর্শী নেতৃত্বে অসম ইতোমধ্যে উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয়বারের মতো তাঁর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা রাজ্যের উন্নয়ন, প্রশাসনিক সংস্কার এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

তিনি বলেন, 'বিকশিত অসম গঠনের যে লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান

এরপর সাতের পাতায়

'মোরাল পুলিশিং'! উত্তাল পাথারকান্দি, আটক দুই

আহত কিশোর। দ্বিতীয় ছবিতে প্রতিবাদী সভা জনতার। তৃতীয় ছবিতে ধৃত দুদুমণি সিনহা ও ভাস্কর সিনহা।

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ৫ জুন : একবিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজে আইনের শাসনের বদলে যদি জনতার আদালত বসে, তবে তার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে তারই এক মর্মান্তিক উদাহরণ সামনে এলো পাথারকান্দিতে। হারিয়ে যাওয়া একটি গরুর সন্ধানে বের হওয়া তিন যুবককে গরুচোর সন্দেহে আটক করে বেধড়ক মারধর, শারীরিক নির্যাতন এবং কথিত 'মোরাল পুলিশিং'-এর শিকার করার অভিযোগ উঠেছে একদল স্থানীয় যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হতেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই অভিযোগ ঘিরে সর্বত্র নিন্দার ঝড় উঠেছে। এ ঘটনায় শুক্রবার ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে মামবাড়ি পাথারকান্দি। এ দিন বাইপাসে বৃহৎ প্রতিবাদী সভা, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি আমসুর। পাথারকান্দির বহুল আলোচিত হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে জনমত। ঘটনার কয়েকদিন পর আজ বিভিন্ন সামাজিক ও গণসংগঠনের উদ্যোগে এবং অল আসাম মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আমসু)-এর নেতৃত্বে পাথারকান্দির মামবাড়ি বাইপাস এলাকায় এক বৃহৎ প্রতিবাদী সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি, সমাজসেবী, বিশিষ্ট নাগরিক এবং এলাকার শতাধিক মানুষ উপস্থিত থেকে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং দোষীদের দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতোমধ্যে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন দুদুমণি সিনহা ও ভাস্কর সিনহা। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অভিযুক্তদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে ব্যাপক তল্লাশি ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিবাদী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমসুর সাংগঠনিক সম্পাদক কাজি সাদিক আখতার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আগামীকাল সকাল ১১টায় শ্রীভূমি জেলার সিনিয়র পুলিশসুপারের কাছে বৃহত্তর এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। সেখানে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানানো হবে। প্রতিবাদী সভায় উপস্থিত ছিলেন বরাক কণ্ঠের ডিরেক্টর খয়রুল এনাম, বিশিষ্ট সমাজসেবী শামিম আহমেদ, নুরুল হুদা, পারভেজ মুন্সি, মোঃ ছাদিকুল্লাহ, জামান ট্রাস্টের প্রতিনিধিবৃন্দ, মকবুল হোসেন সহ এলাকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং সাধারণ নাগরিক।

এদিকে, মানবতাবিরোধী ও বর্বরোচিত এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান শাহাদাত আহমেদ চৌধুরী স্বপন। ঘটনার

এরপর সাতের পাতায়

অসম স্কিল ইউনিভার্সিটিতে পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৫ জুন : মঙ্গলদৈ-এর অসম স্কিল ইউনিভার্সিটি শুক্রবার উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করেছে। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অবসরপ্রাপ্ত আইএএস সুভাষচন্দ্র দাস, রেজিস্ট্রার হানিফ নুরানী, ডিন মনোজ কুমার ডেকা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপাচার্য সুভাষচন্দ্র দাস পরিবেশ দূষণের বিষয়টিকে শুধু উদ্‌যাপনের মধ্যে সীমিত না রেখে বৃহত্তর দায়িত্বের মধ্যে আনার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। বলেন, শুধু গাছ লাগালেই চলবে না, তাকে সযত্নে লালন করার মাধ্যমে অর্থপূর্ণ সুরক্ষিত ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। অনুষ্ঠানে রেজিস্ট্রার হানিফ নুরানী ব্যাপকভাবে বৃক্ষ ছেদনের পরিণতিতেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটছে বলে মত ব্যক্ত করেন। তিনি সবুজ ভবিষ্যতের জন্য সবাইকে দায়িত্বশীল হওয়ার আবেদন রাখেন।

কৌশিকের শপথ চলাকালীন লক্ষীপুরে উল্লাস

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ৫ জুন : ভাগ্যবান লক্ষীপুরবাসী। আবারও মন্ত্রী পদে আসীন হলেন লক্ষীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায়। বিগত দিনে প্রায় ত্রিশ বছর লক্ষীপুর থেকে রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত দীনেশ প্রসাদ গোয়ালা। দীনেশ গোয়ালার পর এবার দ্বিতীয়বারের মতো মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন লক্ষীপুরের বর্তমান বিধায়ক কৌশিক রায়। এতে খুশির জোয়ার বইছে গোটা লক্ষীপুরে। শুক্রবার গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক রাজকীয় অনুষ্ঠানে তিনি মন্ত্রী হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ

এরপর সাতের পাতায়

বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন : নতুন করে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি এবং গৃহনির্মাণের সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের অসম রাজ্য কমিটির সম্পাদক চন্দ্রলেখা দাস এক প্রেসবার্তায় বলেন, কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই পেট্রোল, ডিজেল, রন্ধনগ্যাস, জীবনদায়ী ওষুধ ইত্যাদি প্রতিটি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর দাম একাধিক বার ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। এতে থেমে না থেকে ইন্ধনের ব্যয় বৃদ্ধির অজুহাতে রাজ্যে আবারও প্রতি ইউনিট ২৮ পয়সা

এরপর সাতের পাতায়

পুরস্কৃত অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে শিলচরে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের বার্তা

বক্তব্য রাখছেন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অরবিন্দ দাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন : সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের অবাধ ব্যবহার, নর্দমায় বর্জ্য ফেলার প্রবণতা এবং সামান্য বৃষ্টিতেই শহর জুড়ে জলাবদ্ধতার ভয়াবহতা ক্রমশ স্পষ্ট করে দিচ্ছে এক কঠিন বাস্তবতা। পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শুধু কোনও সরকারি দফতরের নয়, বরং সমগ্র সমাজের। বিশেষ করে শিশু ও তরুণ প্রজন্মকে এই আন্দোলনের অংশীদার করে তুলতে না পারলে ভবিষ্যতের লড়াই আরও কঠিন হয়ে উঠবে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শুক্রবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই বার্তা দিলেন অসম দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের শিলচর আঞ্চলিক ল্যাবরেটরি কাম কার্যালয়ের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অরবিন্দ দাস।

শিলচর কার্যালয়ে আয়োজিত

এরপর সাতের পাতায়

মক্কা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য দোয়া আজমলের

সাময়িক প্রসঙ্গ, হোজাই, ৫ জুন : মক্কায় অবস্থান করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করে দোয়া করেছেন এআইইউডিএফ প্রধান তথা বিন্নাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বদরুদ্দিন আজমল। মক্কা থেকে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলে আজমল মুখ্যমন্ত্রীকে বদরপুরের নাম পরিবর্তনের মতো কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ না করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বদরপুরের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

বদরপুরের নাম পরিবর্তন না করার আহ্বান

ঐতিহ্য রয়েছে। সেই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আজমল আরও বলেন, করিমগঞ্জ জেলার নাম

এরপর সাতের পাতায়

জালুকবাড়িতে অগ্নিকাণ্ড, মর্মান্তিক মৃত্যু পরিবারের ৪ সদস্যের

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৫ জুন : গুয়াহাটির জালুকবাড়ি এলাকায় গভীর রাতে সংঘটিত এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একই পরিবারের চার সদস্য জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন পরিবারের বাবা-মা এবং তাঁদের দুই সন্তান। মৃতদের পরিচয় কুদ্দুস আলি, কাজলি বেগম এবং তাঁদের দুই সন্তান।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাত প্রায় ২টার দিকে জালুকবাড়ির জয়মতীনগর এলাকায় একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর আগুনের

এরপর সাতের পাতায়

জনগণ, দলীয় নেতৃত্ব ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

দ্বিতীয়বার মন্ত্রী হিসেবে শপথ কৃষ্ণেন্দু পালের

মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ৫ জুন : অসম মন্ত্রিসভায় দ্বিতীয়বারের মতো মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। শপথ গ্রহণের আগে এক আবেগঘন বার্তায় তিনি রাজ্যের জনগণ, দলীয় নেতৃত্ব, কর্মী-সমর্থক এবং বিশেষ করে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার মানুষের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভারতীয় জনতা পার্টির টিকিটে টানা তৃতীয়বারের মতো পাথারকান্দি থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হওয়া কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, মা কামাখ্যা ও মা কাঁচাকান্তির আশীর্বাদ এবং জনগণের ভালোবাসাই তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনি এই অর্জনকে ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং মানুষের আস্থা ও সমর্থনের প্রতিফলন বলে উল্লেখ করেন।

নিজের বক্তব্যে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিজেপির জাতীয় নেতৃত্ব এবং অসম প্রদেশ বিজেপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, তাঁর দিকনির্দেশনা ও আস্থাই রাজনৈতিক জীবনে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে অসম উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। সেই উন্নয়নযাত্রার অংশ হতে পেরে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছেন। পাশাপাশি দলের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের অবদানও স্মরণ করেন তিনি। পাথারকান্দির জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এলাকার মানুষ সুখে-দুঃখে সবসময় তাঁর পাশে থেকেছেন। তাঁদের ভালোবাসা ও বিশ্বাসই তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি।

নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে রাজ্যের মানুষের সেবায় কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। রাজ্যের উন্নয়ন, জনকল্যাণ এবং একটি সমৃদ্ধ অসম গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করবেন বলেও জানান তিনি।

এ দিকে, শুক্রবার শপথ গ্রহণের আগে সপরিবারে কামাখ্যা দর্শন করে জনগণের কল্যাণ ও রাজ্যের উন্নয়নের জন্য প্রার্থনা করলেন দ্বিতীয় বারের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল। অসমের

এরপর সাতের পাতায়

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ইন্দ্রগড় চা-বাগানে বৃক্ষ রোপণ করছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী সাধনানন্দজি মহারাজ, বাবুল হোড়, শান্তনু দাস ও অজয় ভট্টাচার্য। শুক্রবার।

মোরাল পুলিশিঙে আহতদের খোঁজ নিলেন বিধায়ক আমিনুল

আহতদের খোঁজ নিচ্ছেন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর। শিলচর মেডিক্যালে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ৫ জুন : মোরাল পুলিশিঙে আহতদের খোঁজখবর নিতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছলেন সোনাইয়ের বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর। হাসপাতালে ভর্তি আহত ব্যক্তিদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি এবং ঘটনার সহ চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় বিধায়ক চিকিৎসকদের সঙ্গেও আলোচনা করেন এবং আহতদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য

এরপর সাতের পাতায়

বরাকে গৌহাটি হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চের দাবিতে প্রধান বিচারপতির কাছে স্মারকলিপি

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৫ জুন: বরাক উপত্যকায় গৌহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ের একটি স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবিতে গৌহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতির নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেছে হাইলাকান্দির প্রাক্তন সেনাসদস্যদের সংগঠন 'অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক কল্যাণ মঞ্চ' (মাস্ক)। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, কাছাড়, শ্রীভূমি ও হাইলাকান্দি জেলার সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ ন্যায়ালয়ের স্থায়ী বেঞ্চের অভাবে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। মামলার প্রয়োজনে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে গুয়াহাটি

এরপর সাতের পাতায়

বিশেষজ্ঞদের সাথে দেখা করুন - অ্যাপোলো, চেন্নাই
ইউরো-গাইনোকোলজি ক্লিনিক
Apollo HOSPITALS CHENNAI
সমস্যা / লক্ষণ:
- মাসিকের ব্যাধির চিকিৎসা
- উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা ব্যবস্থাপনা
- ফাইব্রয়েড অপসারণ সার্জারি
- ল্যাপারোস্কোপিক হিস্টেরেক্টমি
- এন্ডোমেট্রিওসিস চিকিৎসা
- রক্তপাত ও প্রস্রাবের সমস্যা
- জরায়ু ফাইব্রয়েড
- আইভিএফ এবং সহায়ক প্রজনন কৌশল
- PCOD

ডঃ মীরা রাগবন
M.D.(Obstetrics & Gynaecology), DNB (O & G), MNAMS, MRCOG (UK)
পরামর্শদাতা - ইউরো-স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ
অ্যাপোলো হাসপাতাল, চেন্নাই

১১ জুন ২০২৬ বিকাল ৪ টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত
অ্যাপোলো হাসপাতাল, চেনাই
অ্যাপোলো ক্লিনিক - শিলচর
বীরবল বাজার, মেহেরপুর, শিলচর
For appointments Call: 7099003112 / 7099090222

আরকাটিপুর ও নতুন দয়াপুরে উচ্ছেদ অভিযান, আজ কাশিপুরে

ভারতমালার ক্ষতিপূরণ আদায়ে তৈরি শতাধিক তাসের ঘর, গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

চলছে প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন : হালকা লোহার কাঠামোর উপর একেবারে পাতলা কাগজের মতো টিন বসিয়ে তৈরি একের পর এক ঘর। মাঝে মাঝে দেখা যায় একই মানের কয়েকটি পাকার ঘর। উধারবন্দের আরকাটিপুর ও নতুন দয়াপুরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযান চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো এমন প্রায় শ'খানেক ঘর। শুক্রবার ভোরের আলো ফুটতে থাকার মধ্যেই পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে প্রচুর সংখ্যক নিরাপত্তাকর্মীর ভিড়ে ছেয়ে যায় আরকাটিপুর ও নতুনদয়াপুর এলাকা। ভারতমালা প্রকল্পের রাস্তার জন্য চিহ্নিত জমির ওপর তৈরি তাসের ঘর সদৃশ ঘরগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ২০টি বুলডোজারও। সকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ শুরু হয় উচ্ছেদ। দেখতে দেখতেই গুঁড়িয়ে যেতে থাকে একের পর একটি ঘর। অভিযান চলে দুপুর প্রায় সাড়ে ১২টা পর্যন্ত। সবমিলিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় প্রায় শ'খানেক ঘর। এদিনের এই অভিযানের পর আগামীকাল শনিবার সংলগ্ন কাশীপুর দ্বিতীয় খণ্ড এলাকায় উচ্ছেদ চালানো হবে বলে জানা গেছে।

এদিনের অভিযানে প্রশাসনের তরফে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ছিলেন ৪ প্রশাসনিক আধিকারিক সীমান্ত বসুমাতারি, মানস প্রতিম বনজাংলা বানিয়া ও আরিফ আহমেদ চৌধুরী। পুলিশ আধিকারিকদের মধ্যে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ দমন) রজত কুমার পাল, সদর থানার ওসি উত্তম অধিকারী সহ অন্যান্যরা। অভিযানকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এমন আশঙ্কা করে প্রচুর সংখ্যক নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হলেও শেষ পর্যন্ত এমন কিছুই হয়নি। কেউই বাধা দিতে বা আপত্তি জানাতে এগিয়ে আসেননি। যার দরুন অভিযান শেষ হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে।

কেন এই উচ্ছেদ অভিযান? প্রশাসনিক এক সূত্র জানান, ভারতমালা প্রকল্পের অধীনে ওই এলাকা দিয়ে রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরই একাংশ জমির মালিক ক্ষতিপূরণের অঙ্ক বাড়াতে নিজেদের জমির উপর এভাবে তাসের ঘর সদৃশ

এরপর সাতের পাতায়

রামানুজ বিদ্যামন্দিরে গ্রন্থমেলার সূচনা

সিলেবাসের বাইরের বই পড়ায় সন্তানদের উৎসাহিত করুন : দীপেন্দু

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন : বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে অভিভাবকদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানালেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট গল্পকার দীপেন্দু দাস। শুক্রবার রামানুজ বিদ্যামন্দির এইচএস স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, সন্তানদের শুধু পাঠ্যবই নয়, সিলেবাসের বাইরের বইও কিনে পড়তে উৎসাহিত করতে হবে।

অধ্যাপক দীপেন্দু দাস বলেন, প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বর্তমান প্রজন্মের কাছে বিনোদনের নানা মাধ্যম সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। ফলে বই পড়ার প্রতি আগ্রহ কিছুটা কমেছে।

এরপর সাতের পাতায়

বিশেষজ্ঞদের সাথে দেখা করুন - অ্যাপোলো, চেন্নাই
ইউরোলজি ক্লিনিক
Apollo HOSPITALS CHENNAI
সমস্যা / লক্ষণ:
- প্রস্রাব বের হওয়া
- প্রোস্টেট বৃদ্ধি
- প্রস্রাব করতে অসুবিধা
- প্রোস্টেট ক্যান্সার
- প্রস্রাবে রক্ত
- লিঙ্গের ক্যান্সার
- কিডনি / প্রস্রাবে পাথর
- মাসিক ক্যান্সার
- প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি / হ্রাস
- টেস্টিকুলার যৌন সমস্যা ক্যান্সার

ডঃ এন. রাগাবন
MS(Gen Surg), FRCSEd, (Surg in General), MD (Uro-Oncology) FRCS (Uro) Intl FRCS (Glasgow)
পরামর্শদাতা- ইউরোলজিস্ট
অ্যাপোলো হাসপাতাল গ্রীমস রোড, চেন্নাই

১১ জুন ২০২৬ বিকাল ৪ টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত
অ্যাপোলো হাসপাতাল, চেনাই
অ্যাপোলো ক্লিনিক - শিলচর
বীরবল বাজার, মেহেরপুর, শিলচর
For appointments Call: 7099003112 / 7099090222

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৫১, শনিবার, ৬ জুন, জ্যৈষ্ঠ ২২, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

জিডিপি-র ঝলকানি ও অর্থনীতির বাস্তবতা

দেশের একদিকে যখন অল্প কয়েকজন শিল্পপতি ও কর্পোরেট গোষ্ঠীর সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক মানুষ সরকারি সহায়তা ও বিনামূল্যের খাদ্য কর্মসূচির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন।

ভারতের অর্থনীতি আজ এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। সরকারি পরিসংখ্যান এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলোর মূল্যায়নে দেশ বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোর অন্যতম। উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, ডিজিটাল অর্থনীতির সম্প্রসারণ এবং শিল্প বিনিয়োগের সাফল্যকে সামনে রেখে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু এই পরিসংখ্যানগত সাফল্যের আড়ালে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র কি একই রকম আশাব্যঞ্জক? অর্থনীতির প্রকৃত স্বাস্থ্য নির্ধারিত হয় কেবল জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিতে নয়, বরং সেই আয়ের সুফল সমাজের কতটা বিস্তৃত অংশের কাছে পৌঁছচ্ছে তার ওপর। আজ দেশের কোটি কোটি মানুষ মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সংকট এবং ক্রমহ্রাসমান ক্রয়ক্ষমতার চাপে জর্জরিত। শিক্ষিত যুবসমাজের একটি বড় অংশ কর্মহীন। খাদ্যপণ্য, জ্বালানি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সাধারণ পরিবারের বাজেটকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি কি সত্যিই মানুষের জীবনমানের উন্নতিতে প্রতিফলিত হচ্ছে?

এই প্রশ্ন আরও জোরালো হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিক শেয়ার বাজারের অস্থিরতা ও আর্থিক কেলেঙ্কারির প্রেক্ষাপটে। শেয়ার বাজার সাধারণ মানুষের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কিন্তু বারবার বাজার কারচুপি, ইনসাইডার ট্রেডিং এবং কর্পোরেট স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিতর্ক সামনে আসায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের আস্থা ধাক্কা খাচ্ছে। যখন বাজারে স্বচ্ছতার অভাব দেখা দেয় এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তখন তা কেবল বিনিয়োগ পরিবেশকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকেও দুর্বল করে। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য। দেশের একদিকে যখন অল্প কয়েকজন শিল্পপতি ও কর্পোরেট গোষ্ঠীর সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক মানুষ সরকারি সহায়তা ও বিনামূল্যের খাদ্য কর্মসূচির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। এই বৈষম্য দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্যও হুমকিস্বরূপ। অর্থনীতিবিদরা যাকে 'কর্মহীন প্রবৃদ্ধি' বা 'জবলেস গ্রোথ' বলে অভিহিত করছেন, তার প্রভাব ইতোমধ্যেই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নকে যদি সত্যিই টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হয়, তবে নীতিনির্ধারণে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা জরুরি। বৃহৎ কর্পোরেট বিনিয়োগ যেমন প্রয়োজন, তেমনই কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, স্টার্টআপ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী উৎপাদন খাতেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে আর্থিক অনিয়মের বিরুদ্ধে দ্রুত এবং নিরপেক্ষ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। ভারতের সামনে সম্ভাবনার দরজা এখনও উন্মুক্ত। বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার, তরুণ জনশক্তি এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই অগ্রগতি তখনই অর্থবহ হবে, যখন তার সুফল দেশের সাধারণ মানুষের জীবনেও প্রতিফলিত হবে। কেবল জিডিপি-র উজ্জ্বল সংখ্যা নয়, কর্মসংস্থান, ক্রয়ক্ষমতা, সামাজিক ন্যায় এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছতাই একটি শক্তিশালী অর্থনীতির প্রকৃত মানদণ্ড।

ভারতের অর্থনীতি আজ এক ঐতিহাসিক মোড়ে দাঁড়িয়ে। কেবল জিডিপি-র সংখ্যার চকমকি দিয়ে একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন মাপা অসম্ভব, যদি তার অন্তরালে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান তলানিতে গিয়ে ঠেকে। শেয়ার বাজারের একের পর এক কেলেঙ্কারি এবং কর্পোরেট তোষণের রাজনীতি দেশের আর্থিক ব্যবস্থার ভেতরের কঙ্কালসার রূপটিকে বারবার নগ্ন করে দিচ্ছে। গুটিকয়েক পুঁজিপতির সম্পদ বৃদ্ধি কখনও একটি সুস্থ গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক সাফল্যের মাপকাঠি হতে পারে না। দেশের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার সামাজিক অস্থিরতা এবং চরম আর্থিক বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে নীতিগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। সরকারকে কর্পোরেট- নির্ভরতা কমিয়ে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান তৈরি এবং বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। সংখ্যার আড়ালে সত্যকে চাপা দেওয়ার এই রাজনৈতিক প্রবণতা বন্ধ না হলে, ভারতের অর্থনৈতিক বুদ্‌বুদ যে কোনও সময় ফেটে যেতে পারে, যার চড়া মাসুল দিতে হবে এ দেশেরই সাধারণ নাগরিকদের।

দিশাহীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় : কিছু ভাবনা

ড. আবুল হাসান চৌধুরী

কবির অতুলপ্রসাদ সেনের ভাষায়,
'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান,
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান,
জগদ্‌জনে মানিবে বিস্ময়।'

কবির এ স্বপ্ন কবে সফল হবে? হয়তো এটা হিন্দি টেলিভিশন শো 'কৌন বনেগা ক্রৌড়পতি'র কোটি টাকার প্রশ্ন। কেউ কেউ বলে থাকেন, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের জন্য বিশ্বের সেরা মানবিক সংবিধান গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে এ স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। একাংশের মতে, ২০১৪ সালের মে মাসে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এ স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। কারণ, মোদিজির প্রধান লক্ষ্য ভারতকে বিশ্বগুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাস্তবে কবি অতুলপ্রসাদ সেনের এ স্বপ্ন আমাদের দেশে সম্পূর্ণ অধরাই রয়েছে, এমনটি বোধহয় ভুল হবে না। বর্তমান পরিস্থিতির সাপেক্ষে অনেকটা এদিকেই নির্দেশ করছে বলে মনে হয়।

শান্তি স্থাপনের নামে অখণ্ড ভারতকে ধর্মীয় সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে দু'ভাগ করে ভারত ও পাকিস্তান নাম দিয়ে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং পরস্পর শত্রুদেশ সৃষ্টি করে সাতসমুদ্র তেরো নদীর অপারে চলে গেল বেনিয়ারা। বানিয়ে গেল দুই খণ্ডিত দেশে কোটি কোটি সংখ্যালঘু জনগণকে এক ধরনের জিম্মি। আর ফলস্বরূপ দেশভাগের ক্ষতের উপর রোপণ করে গেল বিদ্বেষের এক মহীরুহ। মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর বিখ্যাত India Wins Freedom গ্রন্থে সর্বকালের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা দেশভাগের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। কেবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণে জাতীয় কংগ্রেসের গড়িমসি করার পরিপ্রেক্ষিতে জিন্নার অপরিণামদর্শী দাবি দেশভাগ কোটি কোটি ভারতবাসীর কপালে অনভিপ্রেত দুঃখ নিয়ে এল। দেশভাগের প্রস্তাব গ্রহণকালে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সামনে সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক হানাহানির কথা উল্লেখ করলে তিনি তা অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দেন এবং এহেন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে কঠোর হস্তে দমন করা হবে বলে সবাইকে আশ্বাস দেন। কিন্তু বাস্তবে যে সেরূপ কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তা আমাদের প্রায় সবারই জানা। বরং খণ্ডিত ভারতে সাম্প্রদায়িক হানাহানি উপমহাদেশে এক বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। আর এমন সময়ে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় এগিয়ে এলে অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধীকে এক সময় আততায়ীর গুলির আঘাতে প্রাণ দিতে হয়। ১৯৪৮ সালের ২৬ জানুয়ারি কার্যকর হলো স্বাধীন ভারতের মহান সংবিধান। দেশের জনগণের যার যেমন ধর্মীয় বিশ্বাস, জাত-পাত, বর্ণ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সমস্ত প্রকারের অধিকারকে স্বীকৃতি দিল এ নতুন জাতীয় সংবিধান। ধর্মীয় তথা ভাষিক সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষা কবচ হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হলো নির্দিষ্ট ধারাসমূহ। বাবাসাহেব ড. বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে রচিত হলো বিভেদের মাঝে মহামিলনের এক অতুলনীয় মহান দলিল। কোটি কোটি মুসলিম এ দেশে হয়ে গেলেন সংখ্যালঘু। তাদের পরিচয় হলো রিলিজিয়াস মাইনোরিটি, যদিও তারা এ দেশে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী।

স্বাধীনতার পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এ দেশ শাসনের সুযোগ লাভ করে এবং এ দল গত পঁচাত্তর বছরের বেশিরভাগ কাল দেশের কেন্দ্রে, এমনকী বিভিন্ন রাজ্যে সরকার পরিচালনা করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, অনেক সাফল্য থাকলেও হিন্দু-মুসলিম এই দুই প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে থাকা বিভেদের নিরসন করতে পারেনি। বরং একাংশ সুবিধাবাদী রাজনৈতিকের ন্যস্তস্বার্থ রক্ষার্থে তা এখন ধীরে ধীরে বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়িয়ে সারা দেশের জনগণের মধ্যে এক অবিশ্বাসের বাতাবরণ দৃঢ় করে চলেছে বললে বোধহয় ভুল হবে না। সত্য কথা বলতে গেলে, কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের প্রকৃত কোনও উন্নয়ন না করে কৌশলে তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেছে। ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্য ধর্মীয় পণ্ডিতদের সামনে নত মস্তক করে দেশের কোটি কোটি সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বলা যায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেমন কোনও উন্নয়নের প্রয়াস করেনি। ধর্ম রক্ষার দোহাই দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেছে তারা। এ কলমচির এখনও স্মরণে আছে, হাইস্কুলের ছাত্রাবস্থায় সত্তর-আশির দশকে রমজান মাসে ক্লাসের পিরিয়ড অর্ধেক করে দেওয়া হতো এবং শনিবারের রুটিন শুক্রবারে নিয়ে জুম্মার আগেই স্কুল ছুটি দেওয়া হয়ে যেত। আর এতেই সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজ কত খুশি হতো! দেশে মুসলিমদের জন্য পৃথক পার্সোনাল ল' এবং ল' বোর্ড গঠন ও পরিচালন এসব ছিল মুসলিম তোষণ। এসবের বিনিময়ে সংখ্যালঘুরা ঢালাওভাবে বিশেষ রাজনৈতিক দলকে ভোট দিত। অনেক সময় তথাকথিত মুসলিম পণ্ডিতরা বিশেষ রাজনৈতিক দলকে ভোট দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষদের উদ্দেশে ফতোয়া জারি করতেন। ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা এতে বেজায় খুশি হতেন। প্রায়শ কৃষিনির্ভর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সুরক্ষার জন্য প্রধানত এমন রাজনৈতিক দলকে পছন্দ করত। একমাত্র মাদ্রাসা, মসজিদ, পার্সোনাল ল' আর কৃষিকাজ এটাই যেন সংখ্যালঘুদের প্রাপ্য অধিকার। আর এতেই সন্তুষ্ট থাকতেন তারা। কিছুটা দেবী অন্নপূর্ণার কাছে ঈশ্বরী পাটনির চাওয়া বর 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। সংখ্যালঘু রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন অনেকটা দলদাসের মতো। নিজ সম্প্রদায়ের মানুষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, রাস্তাঘাট, পানীয়জল, বিদ্যুৎ সুবিধা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে তারা প্রায়শ নির্বিকার থাকতেন।

সংখ্যালঘুদের শিক্ষার উন্নয়নে ভারত সরকার National Commission for Minority Educational Institution Act, 2014 পাস করে দেশের ছয়টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যেমন—মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ও পার্সি এদের এ আইনের অধীনে সুবিধা লাভের ব্যবস্থা করে। ড. মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সাচার কমিটি গঠন করে দেশে মুসলিমদের শৈক্ষিক, আর্থিক, সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করার জন্য দেশব্যাপী একটি সমীক্ষা চালানো হয়। সেখানে পাওয়া যায়, এ দেশে সব ধর্ম-জাতি-গোষ্ঠীর চেয়ে পিছিয়ে সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজ। অথচ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষভবে ধর্মীয় কট্টরপন্থীরা দেশে মুসলিম তোষণের বারবার অভিযোগ উত্থাপন করছিল। যাক, সরকার এ ছয়টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রি-মেট্রিক, পোস্ট-মেট্রিক, মেরিট স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে। যদিও পরবর্তীকালে নতুন সরকার পরিচালন ব্যবস্থায় ত্রুটি দেখিয়ে এসব স্কলারশিপ বন্ধ করে দিয়েছে। কর্মসংস্থানহীন অনেক সংখ্যালঘু যুবক কাজের আশায় পশ্চিম এশিয়ার দেশসমূহে পাড়ি দিয়েছে।

দেশভাগের পর থেকে এ দেশে সংখ্যালঘু বিশেষভাবে মুসলিমরা একাংশ সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন সংগঠনের ঘৃণার শিকার হয়ে আসছে। বিভিন্নভাবে সংখ্যালঘুদের কোণঠাসা করার নীচ প্রয়াস দেশব্যাপী দীর্ঘদিন থেকে চলছে। আর এসবের পেছনে পরোক্ষ মদত রয়েছে বর্তমানে ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলের একাংশের, যারা রাষ্ট্রবাদ ও সমতার নামে সংখ্যালঘু বিশেষভাবে মুসলিমদের লক্ষ্য বানিয়ে ফেলেছেন বললে বোধহয় ভুল হবে না। মুসলিমদের ধর্মীয় রীতি, সংস্কৃতি একাংশ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষের মোটেই পছন্দ নয় বলে মনে হয়। তাই তারা সমতার নামে বা বাহানায় ছলে-বলে, কৌশলে মুসলিম সমাজকে চাপের মধ্যে রাখতে পছন্দ করেন। স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু ন্যারেটিভ তৈরি করা হয়েছে। যেমন, মুসলিম পুরুষরা চারটি বিবি রাখে, নাবালিক মেয়েদের বিয়ে করে, প্রচুর বাচ্চার জন্ম দেয়, স্ত্রীলোকদের সন্তান জন্ম দেওয়ার মেশিন ভাবে, মুসলিম পুরুষরা কথায় কথায় বউকে তালাক দেয়, নিকাহ হালালা করে, নারীর বুদ্ধি পুরুষের অর্ধেক ভাবে, কালো বোরখার আঁধারে বন্দি থাকে মুসলিম নারী, মুসলিম নারীর কোনও স্বাধীনতা নেই, এরা গো-হত্যা করে মাংস খায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকী মৌলবাদী, জেহাদি, মোগলদের বংশধর ইত্যাদি বলে অপবাদ দেওয়া হয়। এসবের মধ্যে আংশিক সত্যতা থাকলেও তা মূলত মিথ্যার আধারের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর ন্যস্তস্বার্থের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে অপমানিত করার একটি সূক্ষ্ম চক্রান্ত বলা যেতে পারে। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে দক্ষিণ ভারত থেকে প্রকাশিত 'দলিত ভয়েস' পত্রিকায় সম্পাদক ভিটি রাজশেখর এ বিষয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে সতর্ক করে গেছেন। সংখ্যালঘু নির্যাতন এ উপমহাদেশে একটি বহুচর্চিত বিষয়। আর এর প্রধান কারণ অনভিপ্রেত দেশভাগ। বিশেষভাবে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে দেশে দক্ষিণপন্থী দলের শাসনে সংখ্যালঘু বিশেষভাবে মুসলিমদের নাভিশ্বাস উঠেছে বলে অনেকের ধারণা। গেল কয়েক বছরে একটার পর একটা ইস্যু সমগ্র ভারতীয় মুসলিম সমাজের মনে ভয় ও আতঙ্কের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার দিকে এগিয়ে চলেছে। এমনিতেই দেশভাগের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি বিরাট বৌদ্ধিক সমাজ অপারে রয়ে গেছে বা চলে গেছে। ফলস্বরূপ সেই বৌদ্ধিক ক্ষতি থেকে ভারতের মুসলিমরা এখনও বেরিয়ে আসতে পারছে না। দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের মধ্যে মুসলিমরা আধুনিক শিক্ষা, বিশেষভাবে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল সায়েন্স ইত্যাদি জ্ঞানের অতি প্রয়োজনীয় শাখায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে বা তাদের এভাবে রাখা হয়েছে। যদিও সংখ্যালঘু আর সংখ্যাগুরু সকলকেই ভারতের মহান সংবিধান সমঅধিকার দিয়েছে। আর আইনের চোখে সব নাগরিকের অধিকার সমান। জাতপাতে অবিশ্বাসী সংখ্যালঘুরা পড়াশুনোয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, কর্মসংস্থান, রাজনীতি ইত্যাদি কোনও ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের কোনও সুবিধা পায় না। সর্বোপরি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের মোকাবিলা করতে হয় বিদ্বেষের চোরাস্রোত। এমনকী বর্তমানে ট্রেনে, বাসে, রাস্তায়ও সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। প্রায়শ তাদের বিনা দোষে হেনস্তার শিকার হতে হয়। অনেক সময় দুষ্কৃতীদের হাতে প্রাণও চলে যায়। এককথায়, দেশের সংখ্যালঘু মুসলিমরা এক বিরাট সংকটের মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করছেন বলা যায়। ইতোমধ্যে হয়তো কোনও পাঠক মনে মনে ভাবছেন যে, আরে মশাই, সংখ্যালঘুদের সংকটের জন্য কি দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় দায়ী? ঠিকই ধরেছেন—আসলে সংখ্যালঘুরা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মেরেছে বললে ভুল হবে না। আমাদের দেশ ভারত শুধু একটা গণতান্ত্রিক দেশ নয়, বরং একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্য, সকলের সমান উন্নতি অবশ্যই কাম্য। তাই পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলস্রোতে তুলে আনার প্রয়াস কখনও তোষণ হতে পারে না। কিন্তু কোনও সমাজ যদি নিজের প্রাচীন ও রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়ে ধরে পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে এগোতে না চায়, তা হলে সেটা আত্মঘাতী পদক্ষেপ ছাড়া আর কী? কারণ, যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া যে কোনও সমাজের বিকাশ অসম্ভব। মুসলিমদের মনে রাখা উচিত, একটি সুবৃহৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তারা এর অংশবিশেষ মাত্র। বরং, ক্রমাগত অনগ্রসরতার জন্য তাদের প্রগতি ব্যাহত হচ্ছে এবং এক সময় তারা দেশ ও জাতির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

একটি বিষয় মনে রাখা অতিশয় প্রয়োজন, আমাদের দেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ কল্যাণকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আর গণতন্ত্রে সংখ্যাধিক্যের ইচ্ছাই প্রায় ক্ষেত্রে চূড়ান্ত রূপ পায়। ভারত দারুল ইসলাম বা দারুল হর্ব নয়, বরং এটা দারুল আমন, মানে শান্তির দেশ। তাই দেশে শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সংখ্যালঘু মুসলিমদেরও দায়িত্ব অনেক। এ সমাজের দুর্ভাগ্য, মুসলিম জনগণ এখনও ধর্মীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়, যারা সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশতে অনেকটা অপরাগ, তাদের দ্বারা একশো শতাংশ পরিচালিত বললে বোধহয় ভুল হবে না। আধুনিক বিজ্ঞান, রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজবিজ্ঞান, এ দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল তথা ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে বিশ্বাসী মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজ এখনও অনেকটা সামগ্রিকভাবে এ সম্প্রদায়ের কাছে ব্রাত্য বলা যায়। এ বিষয়ে ভারতবিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান, ড. রফিক জাকারিয়া তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে মুসলিম সমাজকে তাঁদের সময়ে সতর্ক করে গেছেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সংখ্যালঘু মুসলিমদের উচিত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের স্বাভিমানের প্রতি খেয়াল রাখা। আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত, আমরা ভারতীয় মুসলিম। এ দেশ আমাদের মাতৃভূমি, আবার এ দেশ আমাদের পিতৃভূমি। দেশের নাগরিক হিসেবে সব ধর্ম-জাতির মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের চলতে হবে। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে, যেমন—তিন তালাক, বহুবিবাহ, গো-মাংস ইত্যাদির ওপর সময় নষ্ট না করে শিক্ষাদীক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য পরিষেবা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে আরও বেশি করে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আর এসব বিষয়ে সংখ্যাগুরু সমাজের সাহায্য নিতে আমাদের নিঃসংকোচে এগিয়ে আসা উচিত। মুসলিমরা যাতে অন্যান্য সব সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে, সে-বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে। এ দেশে মুসলিমদের ধর্মান্ধতার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর অঙ্গনে ভারতীয় হিসেবে সমাজ, দেশ ও জাতির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে স্বপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের দেশে প্রায় বিশ কোটি মুসলিম জনগণের বাস। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উচিত এ বিশাল জনসমুদ্রকে অবমূল্যায়ন না করা। এরা এ দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং বিরাট জনসম্পদ। এ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে দেশকে এগিয়ে নেওয়া যায় এ বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি সব পর্যায়ে জোর দেওয়া উচিত। বিশিষ্ট হিন্দু চিন্তাবিদ এম এস গোলওয়ালকর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঞ্চ অফ থট্‌স'-এ ভারতীয় মুসলিম ও খ্রিস্টানদের নিজেদের ভারতীয় হিসেবে গর্ব করার এবং এ দেশের মহাপুরুষ তথা কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তাই পরস্পর বিদ্বেষ নয়, বরং সংখ্যালঘু আর সংখ্যাগুরু উভয় সম্প্রদায়ের একমাত্র যৌথ প্রয়াসে গড়ে তুলবে উন্নত ভারত এবং এ দেশ হবে বিশ্বগুরু।

আমাদের দেশে প্রায় বিশ কোটি মুসলিম জনগণের বাস। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উচিত এ বিশাল জনসমুদ্রকে অবমূল্যায়ন না করা। এরা এ দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং বিরাট জনসম্পদ। এ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে দেশকে এগিয়ে নেওয়া যায় এ বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি সব পর্যায়ে জোর দেওয়া উচিত। বিশিষ্ট হিন্দু চিন্তাবিদ এমএস গোলওয়ালকর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঞ্চ অফ থট্‌স'-এ ভারতীয় মুসলিম ও খ্রিস্টানদের নিজেদের ভারতীয় হিসেবে গর্ব করার এবং এ দেশের মহাপুরুষ তথা কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তাই পরস্পর বিদ্বেষ নয়, বরং সংখ্যালঘু আর সংখ্যাগুরু উভয় সম্প্রদায়ের একমাত্র যৌথ প্রয়াসে গড়ে তুলবে উন্নত ভারত এবং এ দেশ হবে বিশ্বগুরু।

ইরানে স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে শাণিত স্বর, বিশ্বময় বন্দিত মারজানে সত্রাপি

তেহরান ৫ জুন : বৃহস্পতিবার প্রয়াত হয়েছেন মারজানে সত্রাপি। কিন্তু প্রকৃত শিল্পীর মতোই মৃত্যুর পরেও তিনি 'জীবিত' রয়ে গিয়েছেন ইরানের আকাশে-বাতাসে। 'পার্সোপোলিস'-র স্রষ্টা হিসেবে তিনি বিশ্ববন্দিত। কিন্তু নারীর অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নির্ভীক এক কণ্ঠস্বরই তাঁর সামগ্রিক পরিচয়। সেই পরিচয় জাগতিক মৃত্যুতে মুছে যাওয়ার নয়। বরং তাঁর কাজ ও জীবন আগামী দিনেও ইরানের জনতাকে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়ার শক্তি জোগাবে। ১৯৬৯ সালে ইরানের রাশতে শহরে তাঁর জন্ম। বাল্যাবস্থায় যে ইরানকে দেখেছিলেন সেটা বদলে যায় তাঁর দশ বছর বয়সেই। ১৯৭৯-র বিপ্লবের পর তিনি দেখতে থাকেন কী করে তাঁর দেশটা ধর্মতান্ত্রিক ইসলামিক রাজতন্ত্রের ধাক্কায় বদলে যাচ্ছে! যার ফলে ১৯৯৪ সালে তিনি স্থায়ীভাবে ফ্রান্সে চলে যান। তখন তাঁর বয়স ২৫। মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থেকেছেন তিনি। এবং নিজস্ব শিল্পভাষায় তুলে ধরেন 'ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি'র ছবি। লেখা হয় আত্মজৈবনিক গ্রাফিক নভেল 'পার্সেপলিস'। এই বই সারা পৃথিবীতে বন্দিত হয়েছে। বিক্রি হয়েছে লক্ষ লক্ষ কপি। ঠিক কী ছিল বইটির বিশেষত্ব? আয়াতোল্লা খামেনেইর আমলে কাটানো কৈশোরের ছবি সেখানে এঁকেছেন সত্রাপি। কীভাবে এক কিশোরীর চোখের সামনে বদলে যাচ্ছে জন্মভূমি, সেখানকার রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নারীস্বাধীনতার খর্বায়নের এক বিশ্বস্ত দলিল 'পার্সেপলিস'। পরবর্তী সময়ে ফরাসি নির্মাতা ভিনসেন্ট পারোনোর সঙ্গে মিলে তিনি তৈরি করেন ওই কাহিনির এক অ্যানিমেটেড চিত্ররূপ। সাদা-কালো সেই অ্যানিমেশন ছবিটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি পুরস্কারে পুরস্কৃতও হয়। এরই পাশাপাশি সক্রিয় মানবাধিকার কর্মীও ছিলেন তিনি। ইরানের নারী ও বন্দিদের ওপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে বরাবরই সোচ্চার থেকেছেন। ২০২৫ সালে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'লিজিয়ঁ দ'অনর' দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু সত্রাপি তা নিতে রাজি হননি। ২০২৫ সালেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর স্বামীর। এই মৃত্যু মেনে নিতে পারেননি তিনি। সেই বিষণ্ণতাই যেন ২০২৬-এ সত্রাপিকে নিয়ে পাড়ি দিল না ফেরার দেশে। এই মুহূর্তে তাঁর স্বদেশ আমেরিকা ও ইজরায়েলের হামলায় দীর্ণ। মারা গিয়েছেন আয়াতোল্লা খামেনেই। আপাতত যুদ্ধবিরতি কোনওমতে টিকে থাকলেও যে কোনও মুহূর্তে ফের দাউদাউ জ্বলে উঠতে পারে ধ্বংসের আগুন। এমন এক সময়ে সত্রাপি চলে গেলেন। রেখে গেলেন তাঁর শিল্পভাষা, প্রতিবাদের স্বর।

শান্তিনিকেতনে পর্যটকদের জন্য সপ্তাহে ছ'দিন 'হেরিটেজ ওয়াক'

বোলপুর, ৫ জুন : শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের জন্য সুখবর। এবার থেকে বৃহস্পতিবার বাদে প্রতিদিন 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' আশ্রম প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখতে পারবেন পর্যটকরা। সপ্তাহে মাত্র তিন দিনের পরিবর্তে সপ্তাহে ছ'দিন 'হেরিটেজ ওয়াক' শুরু হচ্ছে। তবে পর্যটকদের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।

বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, সমস্ত রকম সুরক্ষার পরিকল্পনা করে পর্যটকদের সুবিধার্থে সপ্তাহে ছ'দিন হেরিটেজ-ওয়াক শুরু করা হচ্ছে। এতে আরও মানুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রমকে জানতে পারবেন, বিশ্বভারতী ঘুরে দেখতে পারবেন। এটা সবার জন্যই খুশির বিষয়। প্রতি সোম, মঙ্গল, শুক্র ও শনিবার বেলা সাড়ে ৩টা ও বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত পর্যটকরা 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন আশ্রম ঘুরে দেখতে পারবেন। প্রতি বুধবার সকাল ১১টায় হেরিটেজ-ওয়াক হবে। ফের বিকেল সাড়ে ৩টা ও সাড়ে ৪টা পর্যটকদের জন্য খোলা থাকবে আশ্রম। আর প্রতি রবিবার সকাল ১০টায় ও ১১টায়, বিকেল সাড়ে ৩টায় ও সাড়ে ৪টায় পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখানো হবে ঐতিহ্যবাহী আশ্রম প্রাঙ্গণ। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা থেকেই 'হেরিটেজ-ওয়াক' জন্য টিকিট সংগ্রহ করা যাবে। এখনও অনলাইনে টিকিট সংগ্রহের পরিষেবা চালু হয়নি। তবে দ্রুত অনলাইনেও টিকিট সংগ্রহ করার পরিষেবা চালু করতে চলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। মাথাপিছু টিকিটের মূল্য তিনশো টাকা। পড়ুয়াদের কোনও দল ঘুরতে এলে মাথাপিছু টিকিট মূল্য ৫০ টাকা। একক কোনও পড়ুয়ার জন্য টিকিট মূল্য ৫০ টাকা। বিদেশি পর্যটকদের জন্য মাথাপিছু টিকিটের মূল্য এক হাজার টাকা। এক-একটি দলে সর্বাধিক ২৫ জন পর্যটককে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণের আরাম' শান্তিনিকেতনকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তক্‌মা দেয় ইউনেস্কো। এই মুহূর্তে বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এই তক্‌মার অধিকারী। তাই শান্তিনিকেতন জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ঐতিহ্যবাহী ভবন, ভাস্কর্য, সম্পদ রক্ষা করা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে বাড়তি চ্যালেঞ্জ। তবে ইউনেস্কোর তরফে পর্যটকেরা বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান যাতে ঘুরে দেখতে পারেন, তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করার নির্দেশিকাও রয়েছে। সেই মতো ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যটকদের জন্য প্রথমবার খুলে দেওয়া হয়েছিল বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস। তবে সপ্তাহে মাত্র দু'দিনের জন্য। শনিবার অর্ধদিবস ও রবিবার পূর্ণ দিবস পর্যটকরা হেরিটেজ-ওয়াক করতে পারছিলেন। পরে তা একদিন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। শুক্রবার অর্ধদিবস পর্যটকরা আশ্রমে প্রবেশ করতে পারছিলেন। এবার শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার বাদে সপ্তাহের ছ'দিন শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের জন্য খোলা থাকবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্যবাহী আশ্রম প্রাঙ্গণ। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, পরিকাঠামো নিয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতাদর্শগত পার্থক্য বরাবরই ছিল। শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর এখানে শুরু হয় ব্রহ্ম উপাসনা। পাশাপাশি পঠন-পাঠন শুরুর চিন্তাভাবনা করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেইমতো ১৯০১ সালে শুরু হয় বিদ্যালয় অধ্যয়ন। প্রথমে এর নাম ছিল 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিশ্বভারতী' নামকরণ করেন। ১৯১৮ সাল থেকে বিশ্বভারতী সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তবে ১৯২১ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীর জন্ম হয়। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আহ্বান করেন রবীন্দ্রনাথ। শুরু হয় বিশ্বভারতীর পথচলা। এখানে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শান্তিনিকেতন গৃহ, উপাসনা গৃহ, ছাতিমতলা, আম্রকুঞ্জ, ঘণ্টাতলা, চৈতি গৃহ, পাঠভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন, প্রখ্যাত শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের ভাস্কর্যসমূহ পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ।

২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণের আরাম' শান্তিনিকেতনকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দেয় ইউনেস্কো। এই মুহূর্তে বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এই তকমার অধিকারী। তাই শান্তিনিকেতন জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ঐতিহ্যবাহী ভবন, ভাস্কর্য, সম্পদ রক্ষা করা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে বাড়তি চ্যালেঞ্জ।

পলকে

প্রত্যাখ্যানের বদলা

মোহালি, ৫ জুন : পঞ্জাবের মোহালি শহরে ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড। অফিসের মধ্যে ঢুকে সহকর্মীদের সামনে কুপিয়ে খুন করা হল এক তরুণীকে। হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত তার প্রাক্তন প্রেমিক ও সহকর্মী। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, তরুণী সম্পর্ক ভাঙায় প্রতিশোধ নেয় অভিযুক্ত। সহকর্মীরা বাঁচানোর চেষ্টা করলেও পেরে ওঠেনি। হাড়হিম করা এই খুনের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতা পাটিয়ালার বাসিন্দা ৩০ বছরের ডিম্পল। অভিযুক্ত ৩৯ হরজিন্দর সিং মান ওরফে হ্যারি। উভয়ে একটি কুরিয়ার সংস্থায় চাকরি করতেন। কর্মসূত্রেই তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যদিও একসময় তা ভেঙে যায়। এই বিচ্ছেদ মানত পারেননি হ্যারি। তিনি ডিম্পলের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করে সম্পর্ক জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। যদিও তরুণী রাজি হননি। এই অবস্থায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন অভিযুক্ত। এর পরেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভরা অফিসে পিছন থেকে তরুণীকে আক্রমণ করেন।

মন্দিরে ক্ষমাপ্রার্থনা

ছত্তরপুর, ৫ জুন : দাম্পত্য কলহের জেরে তুমুল অশান্তি। শেষ পর্যন্ত মদ্যপ স্বামীকে পিটিয়ে খুন করলেন স্ত্রী। এই ঘটনা মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুরের। অভিযুক্ত তরুণীর নাম নীলম কুশওয়াহ। তিনি লাঠি দিয়ে পিটিয়ে স্বামী দীনদয়ালকে খুন করেন! মৃতদেহের পাশে আট ঘণ্টা বসে থাকার পর স্থানীয় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। স্বামীর সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে চার বছর আগে বাপের বাড়িতে চলে আসেন নীলম। গত ১ জুন মদ্যপ অবস্থায় দীনদয়াল হাজির হন সেখানে। নীলমের অভিযোগ, জোর করে দরজা খুলে ঘরে ঢোকেন স্বামী। এর পর ছেলেকে উলটো করে ঝুলিয়ে দেন। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন নীলাম। সন্তানকে বাঁচাতে একটি লাঠি দিয়ে দীনদয়ালকে আঘাত করেন তিনি। প্রথম আঘাতেই পড়ে যান স্বামী। এর পর নীলম তাকে একটানা আঘাত করতে থাকেন। গুরুতর আঘাতের কারণে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দীনদয়ালের।

‘নিখুঁত ভাবে’

ওয়াশিংটন, ৫ জুন : গবেষণা চলছিল বহু বছর ধরেই। অবশেষে এল প্রত্যাশিত সাফল্য। মানবভ্রূণের জিনবিন্যাস ‘নিখুঁত ভাবে’ বদলে দিতে সক্ষম হলেন বিজ্ঞানীরা। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন বিজ্ঞানীরা প্রায় নির্ভুল ভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের মানবভ্রূণের ডিএনএ কাঠামোর রদবদলে সক্ষম হয়েছেন। এমন ধারার গবেষণার ‘নীতিগত বৈধতা’ নিয়ে অবশ্য বিতর্ক রয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই। বিজ্ঞানীদের একাংশের মতে, ভ্রূণের জিনকাঠামো ওলট-পালট করে গর্ভপাত, বন্ধ্যাত্ব, অ্যালঝাইমার, ক্যান্সার-সহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার কারণ নির্ণয় এবং তার নিরাময় সম্ভব। এছাড়া কোনও শিশু কেন জটিল রোগ নিয়ে জন্মায় তা বুঝতেও এই গবেষণা অত্যন্ত জরুরি। যদিও জিন বিজ্ঞানীদেরই একাংশের আশঙ্কা, এর ফলে ভ্রূণের ডিএনএ পরিবর্তন করে ‘ডিজাইনার শিশু’ জন্ম দেওয়ার প্রবণতা তৈরি হতে পারে। ইউরোপের অনেক দেশেই তাই এ সংক্রান্ত গবেষণার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমনকী, জিনের কাঠামো বদল করা ভ্রূণ কোনও মহিলার জরায়ুতে প্রবেশ এখনও ব্রিটেনে বেআইনি।

অবৈধ ‘হিসিং’

সিডনি, ৫ জুন : অস্ট্রেলিয়ার কর্তৃপক্ষ নিউ সাউথ ওয়েলস অঙ্গরাজ্যে এক বাণিজ্যিক প্রজননকারীর কাছ থেকে ১ লক্ষের বেশি অবৈধ বিদেশি তেলাপোকা বাজেয়াপ্ত করেছে। এর মধ্যে কিছু তেলাপোকা মানুষের হাতের তালুর সমান বড় ছিল। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বাজেয়াপ্ত করা তেলাপোকাগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় ২ লাখ অস্ট্রেলীয় ডলার। এগুলোর মধ্যে ছিল মাদাগাস্কার হিসিং তেলাপোকা এবং দুবিয়া তেলাপোকা। অস্ট্রেলিয়ায় এই দুই প্রজাতির তেলাপোকা আমদানি, পালন, প্রজনন বা বিক্রি করা আইনত নিষিদ্ধ। সিডনি থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত বাথার্স্ট এলাকার এক প্রজননকারীর কাছ থেকে এসব তেলাপোকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। কর্তৃপক্ষের মতে, এটি অস্ট্রেলিয়ায় অবৈধ বিদেশি অমেরুদণ্ডী প্রাণী বাজেয়াপ্তের সবচেয়ে বড় ঘটনা। তারা সতর্ক করেছে, এসব বিদেশি পোকামাকড় রোগ ছড়াতে পারে এবং স্থানীয় বন্যপ্রাণী ও কৃষির জন্য হুমকি তৈরি করতে পারে। বাজেয়াপ্ত করা তেলাপোকাগুলো সাধারণত পোষা সরীসৃপ প্রাণীর খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে এগুলো অবৈধ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ সেগুলো ধ্বংস করে ফেলবে বলে জানিয়েছে।

চিন-পাকিস্তানের চিন্তা বাড়িয়ে ভারতকে সু-৫৭-র প্রস্তাব পুতিনের

মস্কো, ৫ জুন : রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়ে দিলেন, তারা ভারতকে সু-৫৭ সরবরাহ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। এই মুহূর্তে নয়াদিল্লি পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমানের সন্ধানে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই এমন প্রস্তাব পুতিনের। সেইসঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন, ভারতকে উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিও হস্তান্তর করতে রাজি মস্কো।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় পুতিন বলেন, এর আগেও ভারতকে যৌথভাবে সু-৫৭ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিল রাশিয়া। কিন্তু ২০১৮ সালে ভারত সেই প্রকল্প থেকে সরে এসেছিল। পুতিনের কথায়, আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা জানিয়েছিল, এখন আপনারা আপনাদের মতো এগিয়ে যান। পরে দেখা যাবে। হয়তো আমরা যুক্ত হতেও পারি। সেক্ষেত্রে বিমান আমরা একসঙ্গেই নির্মাণ করতে পারতাম। এবার আমরা নিজেরাই সেই বিমান তৈরি করেছি। তবে এবার আমরা ভারতের সঙ্গেও কাজ করতে আমরা প্রস্তুত। পুতিনের এহেন মন্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। পুতিন আসলে পশ্চিমি বিশ্বকে কটাক্ষ করে এটা বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় কোনও সীমাবদ্ধতা থাকার অর্থ হয় না। প্রসঙ্গত, রাশিয়ার সুখোই ডিজাইন ব্যুরোর সু-৫৭ বিমানটি আকাশ, স্থল ও সমুদ্রের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার ক্ষমতা রাখে। প্রতিকূল আবহাওয়া ও ইলেকট্রনিক যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও দিন-রাত সর্বক্ষণ যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে এই বিমান।

সেইসঙ্গেই কম দৃশ্যমানতাতেও সমান কর্মক্ষম পঞ্চম প্রযুক্তির এই বিমান। এমন বিমান ভারতের ভাঁড়ারে এলে যে চিন ও পাকিস্তানের ঘুম ছুটবে তাতে নিশ্চিত বিশেষজ্ঞ মহল। এদিকে, আমেরিকা শুল্কবাণ ইস্যুতেও ‘বন্ধু’ ভারতের পাশেই দাঁড়িয়েছে রাশিয়া। সাংবাদিক সম্মেলনে পুতিন বলেন, বিশ্বের সেরা অর্থনীতিগুলির মধ্যে অন্যতম ভারত। সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি হয়েছে সেখানে। আগামী দিনে ব্যাপক বৃদ্ধি দেখা যাবে ভারতীয় অর্থনীতিতে। এটা আচমকা একদিনে হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত সরকারের কঠোর পরিশ্রমের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। পুতিন আরও বলেন, জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সঙ্গেই ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করছে। সেটা অত্যন্ত উপযোগী পদক্ষেপ।

চন্দ্রনাথ রথ খুনে আত্মসমর্পণ উত্তরপ্রদেশের ‘গ্যাংস্টার’-র

লখনউ, ৫ জুন : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনে অভিযুক্তের আত্মসমর্পণ। উত্তরপ্রদেশে বালিয়ার আদালতে আত্মসমর্পণ করে সে। অভিযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিং ওরফে মনুকে ১৪ দিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিং ওরফে মনু দীর্ঘদিন ধরে নানা অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। চন্দ্রনাথ রথ খুন ছাড়াও তার বিরুদ্ধে কমপক্ষে ১২টি মামলা রয়েছে। গত ২৫ মে থেকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। এদিকে, চন্দ্রনাথ রথ খুনে সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওই ফুটেজে জ্ঞানেন্দ্রকে দেখা যায়। একাধিকবার তদন্তকারী আধিকারিকরা তার বাড়িতে হানা দেয়। পরিবারের সদস্যদের জেরাও করা হয়। তার ফলে চাপে পড়ে যায় জ্ঞানেন্দ্র। এরপরই আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত অভিযুক্ত। জ্ঞানেন্দ্রর স্ত্রীর দাবি, আমাদের স্বামীকে ফাঁসানো হচ্ছে। সিবিআই এবং আইনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৬ মে (বুধবার) রাতে নিজাম প্যালেস থেকে বেরিয়ে ফিরছিলেন শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। তাঁকে পিছু ধাওয়া করে মধ্যমগ্রামে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালানো হয়। মাত্র ৫০ সেকেন্ডের ‘অপারেশনে’ খুন আপ্তসহায়ক। জখম চন্দ্রনাথের গাড়িচালক। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, চন্দ্রনাথের গাড়ি অনুসরণ করেই হামলা চালানো হয়েছে।

অপরাধের ধরন দেখে অনুমান, দীর্ঘদিন রেকির পর এই অপরাধ করা হয়েছে। ভিনরাজ্যের পেশাদার খুনি বা শার্প শুটার দিয়ে ঘটানো হয়। এই ঘটনার সঙ্গে স্থানীয় দুষ্কৃতী যোগের সম্ভাবনাও রয়েছে। তদন্তকারীদের মতে, খুনের পর অলিগলি দিয়েই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। এলাকায় পরিচিত কেউ জড়িত না থাকলে তা সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। ধরপাকড়ও করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। তবে কেন শুভেন্দুর প্রাক্তন আপ্তসহায়ককে খুন হতে হল, তা নিয়ে এখনও ধন্দে পুলিশ।

ট্রাম্পের সঙ্গে প্রতি দুইদিনে একবার কথা হয় : নেতানিয়াহু

তেল আভিভ, ৫ জুন : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক এখনো অত্যন্ত মজবুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি উল্লেখ করেন, মাঝে মাঝে কিছু বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলেও তাদের দু'জনের মধ্যে নিয়মিত ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। নেতানিয়াহু জানান, তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে প্রতি দুইদিনে একবার কথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা সকালে দ্বিমত পোষণ করতে পারি, আবার বিকেলের মধ্যেই ঐকমত্যে পৌঁছে যেতে পারি। ঘনিষ্ঠ মিত্রদের মধ্যে সব বিষয়ে সবসময় একমত হওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি লেবাননে ইজরায়েলের সামরিক অভিযান নিয়ে ট্রাম্প নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কড়া ভাষায় কথা বলেছিলেন বলে খবর প্রকাশিত হয়। এরপরই নেতানিয়াহু এই সাক্ষাৎকার দেন। তিনি স্বীকার করেছেন, দুই নেতার মধ্যে কৌশলগত বিষয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে, তবে মূল বিষয়গুলোতে তারা একমত। নেতানিয়াহু বলেন, ট্রাম্প ও আমার কিছু সাধারণ লক্ষ্য রয়েছে। আমরা সেগুলো অর্জন করতে চাই। তিনি আরও জানান, ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে না দেওয়া নিয়ে দুই দেশের অবস্থান একই। ইরানকে ইজরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের জন্যই বড় হুমকি বলে বর্ণনা করেছেন নেতানিয়াহু। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বর্তমান ইরানের সরকার দুর্বল হয়ে পড়ায় সেখানে সরকার পরিবর্তন হতে পারে।

তিনি বলেন, ভেতরে ভেতরে অনেক ফাটল তৈরি হয়েছে। কখন এটা ধসে পড়বে তা আগে থেকে বলা কঠিন। রোমানিয়া বা বার্লিন প্রাচীরের পতনের মতো ঘটনা কেউ আগে থেকে অনুমান করতে পারেনি। হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল পরিবহন ব্যাহত হওয়া নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে নেতানিয়াহু বলেন, যারা এই রুটের ওপর নির্ভরশীল তারা ইতোমধ্যে বিকল্প পথ তৈরি করছে। তিনি দাবি করেন, যুদ্ধের কারণে যে ঘাটতি তৈরি হয়েছে তা অন্যান্য রুট দিয়ে পূরণ করা সম্ভব।

আন্নামালাইয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদে সিলমোহর বিজেপির

চেন্নাই, ৫ জুন : দিন চারেকের লুকোচুরি খেলা শেষ। শেষ পর্যন্ত কে আন্নামালাইয়ের বিজেপি ছাড়ার জল্পনায় সরকারি সিলমোহর পড়ে গেল। শুক্রবার আন্নামালাইয়ের জন্মদিন। সেদিনই সরকারিভাবে বিজেপি জানিয়ে দিল তামিলনাড়ুর প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছে দল। যার অর্থ, যে মুখকে কেন্দ্রে রেখে তামিলজয়ের স্বপ্ন দেখছিল, সেই মুখই এবার তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল।

আসলে তামিলানড়ু বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই বিজেপির সঙ্গে ঠোকাঠুকি চলছিল আন্নামালাইয়ের। সিবিএসই-র শিক্ষা নীতিতে তিন ভাষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তের ব্যাপক বিরোধিতা করতে দেখা যায় তাঁকে। শুধু তাই নয়, নির্বাচনের আগে এআইডিএমকে-র সঙ্গে বিজেপির জোটের বিরোধিতায় সরব হন তিনি। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব থেকে তাঁকে সরিয়ে দায়িত্বে দেওয়া হয় নাইনার নাগেন্দ্রনকে। এমনকী নির্বাচনে দল তাঁকে টিকিটও না দিয়ে কার্যত বসিয়ে দেয়। এই ঘটনায় বিতর্ক মাথাচাড়া দিলে সাংবাদিক বৈঠক করে আন্নামালাই জানিয়েছিলেন, তিনি নিজেই ভোটে না লড়ার সিদ্ধান্ত নেন।

যদিও গত কয়েকমাসে একাধিকবার বিজেপির সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ান বিজেপির এই প্রাক্তন সভাপতি। এই পরিস্থিতিতেই শুরু হয় আন্নামালাইয়ের বিজেপি ত্যাগের জল্পনা। আন্নামালাইয়ের ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, বিজেপিতে কোনও ভবিষ্যৎ দেখছেন না তিনি। তাছাড়া তামিলনাড়ুতে বিজয়ের জয়ের পর আন্নামালাইয়ের ধারণা আগামী দিনে তামিল রাজনীতি অন্য খাতে বইবে। তাতে নতুন করে রাজনীতি শুরু করার পরিসর তৈরি হয়েছে। আর তাতে তিনি নিজে বিজয়ের বিকল্প মুখ হতে পারেন।

কিউবার প্রেসিডেন্টের ওপর নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রের

হাভানা, ৫ জুন : কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ-কানেল সহ তার পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট দিয়াজ-কানেল ছাড়াও আরও চারজন ব্যক্তি ও পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রয়েছেন প্রেসিডেন্টের স্ত্রী লিস কুয়েস্তা পেরাজা, কাস্ত্রো পরিবারের দুই সদস্য এবং কিউবার

বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনী মন্ত্রণালয়। কিউবা সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। ৬৬ বছর বয়সি মিগুয়েল দিয়াজ-কানেল ২০১৮ সাল থেকে কিউবার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি দেশটির সাবেক নেতা রাউল কাস্ত্রোর কাছ থেকে এ পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ওয়াশিংটন দীর্ঘদিন ধরে কিউবার কমিউনিস্ট নেতাদের ওপর চাপ বাড়ানোর যে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে, দিয়াজ-কানেলের বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞা তারই সর্বশেষ পদক্ষেপ। এর আগে গত মাসেই কিউবার তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রী, একাধিক সামরিক কর্মকর্তা এবং গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তা সহ ১১ জনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ সময় সাংবাদিকদের বলেন, যুক্তরাষ্ট্র চায় কিউবা একটি চমৎকারভাবে পরিচালিত দেশে পরিণত হোক।

ইন্ডি জোট ছাড়ল স্ট্যালিনের ডিএমকে

চেন্নাই, ৫ জুন : কংগ্রেসের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি আগেই হয়ে গিয়েছিল। এবার ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গেও একপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলল এমকে স্ট্যালিনের ডিএমকে। আগামী ৮ জুন দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতৃত্বের যে বৈঠক হওয়ার কথা, সেই বৈঠকে যোগ দেবে না তামিলনাড়ুর প্রধান বিরোধী দল। ডিএমকের সাফ কথা, যে বৈঠকে কংগ্রেস থাকবে, সেখানে তারা থাকবে না। আসলে তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরই বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র সমীকরণ বদলে গিয়েছে। তামিলনাড়ুতে অভিনেতা বিজয়ের দল ১০৮টি আসন পেয়ে বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে আসার পর ৫টি আসন পাওয়া কংগ্রেস, ডিএমকে-র হাত ছেড়ে বিজয়কে ‘শর্তসাপেক্ষে’ সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনের আগে জোটের সুবিধা নিয়ে জেতে কংগ্রেস। কিন্তু নির্বাচনের পরে পরিস্থিতি বুঝে তারা জোট ভেঙে বেরিয়ে যায়। ডিএমকে-র সঙ্গে কোনও আলোচনা পর্যন্ত করেনি হাত শিবির। তাতে স্ট্যালিনের দল এতটাই ক্ষুব্ধ যে, কংগ্রেসকে এবার তারা একপ্রকার অচ্যুতের তালিকায় ফেলে দিতে চাইছে।

ইবোলা : ডিআর কঙ্গোয় সৎকারকারী দলের ওপর হামলা

কিনসাসা, ৫ জুন : মধ্য আফ্রিকার দেশ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকান অব কঙ্গোর (ডিআরসি) কিভু প্রদেশে ইবোলায় মৃত রোগী সৎকারের একটি দলের ওপর হামলা চালিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। এর ফলে সৎকারকারী দল একটি কফিন ফেলে চলে যেতে বাধ্য হয়, যা নতুন করে সংক্রমণ ছড়ানোর শঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে বলে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় একটি হাসপাতালের প্রধান রয়টার্সকে বলেছেন, সোমবার প্রাদেশিক রাজধানী বুকাবুর প্রায় ৩০ কিলোমিটার উত্তরে এএফসি/এম২৩ বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত কাটানা শহরে ওই হামলার ঘটনা ঘটে। হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল ‘সেইফ অ্যান্ড ডিগনিফায়েড ব্যুরিয়াল টিম’। এই দলের সদস্যরা অত্যন্ত সংক্রামক মরদেহগুলো বিশেষ প্রোটোকল মেনে দাফন করার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত, যাতে করে সংক্রমণ ছড়াতে না পারে। বুধবার অনলাইনে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, সৎকারকারী দল কফিন ফেলে চলে যাওয়ার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ওই মরদেহটি নিজেদের হাতে ধরেন। এ ধরনের ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত মৃতদেহ স্পর্শ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, যা থেকে নতুন করে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার বড় আশঙ্কা থাকে। তবে ঠিক কী কারণে তারা হামলা করেছিলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তা স্পষ্ট করেনি। কর্মকর্তারা যখন ইবোলার ‘বুন্দিবুগিও’ স্ট্রেইনের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন, তখন এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা জনগণের মধ্যে চরম অবিশ্বাসের বিষয়টিকেই সামনে আনছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে সৎকারকারী দল এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা ক্রমাগত হামলার শিকার হচ্ছেন। এমনকী ভুক্তভোগীদের আত্মীয়-স্বজনেরাও মৃত্যুর আসল কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাদের ওপর চড়াও হচ্ছেন।

একই ধরনের আরেক ঘটনায় গত সোমবার ইতুমি প্রদেশের রাজধানী বুনিয়ায় একটি কবরস্থানে স্থানীয় বাসিন্দারা সৎকারকারী দলের ওপর হামলা চালায়। বুনিয়া এলাকাতেই বুন্দিবুগিও স্ট্রেইনের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। স্থানীয় এক সাহায্যকর্মীর তথ্য অনুযায়ী, ওই হামলায় অন্তত চারজন আহত হন। গত ১৫ মে কঙ্গোয় ১৭তম ইবোলা প্রাদুর্ভাব ঘোষণা করার পর থেকে এ পর্যন্ত ৩৬৩ জন আক্রান্ত এবং ৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে। সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্যে আরও ১৯ জন নতুন আক্রান্ত এবং দুইজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর ফলে ইতুমি প্রদেশের ৩৬টি স্বাস্থ্য জোনের মধ্যে ১৭টিতেই এখন এই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে উত্তর কিভু ও দক্ষিণ কিভুর বিভিন্ন এলাকাতেও নতুন আক্রান্তের সন্ধান মিলছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আক্রান্তদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং ভাইরাসের বিস্তার রোধে ইবোলা-কবলিত তিনটি প্রদেশজুড়ে ৩০টি স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা করছে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)। তবে কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথাও জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ইতুরির রামপারা এলাকায় আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা ৩২ জন ব্যক্তিকে ২১ দিন পর্যবেক্ষণে রাখার পর তারা ইবোলামুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় তৈরি হল ভ্যাকসিন

লন্ডন, ৫ জুন : ভবিষ্যতে মহামারী প্রতিরোধ এবং নিত্যনতুন ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রুখে দিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি ভ্যাকসিন তৈরি করেছেন গবেষকেরা। ব্রিটেনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি জানিয়েছে, ইতিহাসে এই প্রথম কোনও ভ্যাকসিনের প্রধান উপাদান সম্পূর্ণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে নকশা করা হয়েছে এবং তা মানুষের শরীরে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ভ্যাকসিনটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা করোনাভাইরাসের সব ধরনের (ভ্যারিয়েন্ট) বিরুদ্ধে কাজ করবে, এমনকী প্রাণীদের সংক্রমিত করে এমন সব ভাইরাস, যা ভবিষ্যতে কোনও মহামারীর কারণ হতে পারে, সেগুলোর বিরুদ্ধেও কাজ করবে। গবেষণাটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও গবেষক দল ইতোমধ্যেই ইনফ্লুয়েঞ্জা (ফ্লু) এবং ইবোলার জন্য আলাদা ভ্যাকসিন তৈরির কাজ শুরু করেছে। সাধারণত ভ্যাকসিন আমাদের শরীরকে শেখায় কীভাবে কোনও সংক্রমণ সনাক্ত করে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। কিন্তু কিছু ভাইরাস খুব দ্রুত তাদের রূপ পরিবর্তন বা রূপান্তর (মিউটেশন) করতে পারে, যার ফলে প্রচলিত ভ্যাকসিনগুলো দ্রুত কার্যকারিতা হারায়। এ কারণেই কোভিড এবং শীতকালীন ফ্লু-র ভ্যাকসিন নিয়মিত হালনাগাদ করতে হয়।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোনাথন হীনি বলেন, আমরা সবসময় ভাইরাসের চেয়ে পিছিয়ে থাকি। তিনি আরও বলেন, আমরা এখন ভাইরাসের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকার চেষ্টা করছি, যাতে করে নতুন কোনও ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বা মহামারী শুরুর আগেই সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। যেভাবে কাজ করে এই প্রযুক্তি, সাধারণত কোনও ভাইরাসের বর্তমান স্ট্রেইন বা ধরন ব্যবহার করে ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়। তবে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা সম্ভাব্য ভাইরাস-জনিত হুমকির খোঁজে চালানো নজরদারি কর্মসূচি থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন করোনাভাইরাসের পরিচিত জেনেটিক কোড সংগ্রহ করেন। এই জেনেটিক কোডগুলো একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। এরপর সেই এআই একটি ‘সুপার-অ্যান্টিজেন’ নকশা করে। এই অ্যান্টিজেন মানুষের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে এমনভাবে প্রশিক্ষিত করে, যাতে ভাইরাস রূপ পরিবর্তন করলেও শরীর নিজেই এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। এমনকী ভাইরাসটি যদি প্রাণী থেকে মানুষের শরীরেও ছড়িয়ে পড়ে, তবুও এটি কার্যকর থাকতে পারে। ভ্যাকসিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল অ্যান্টিজেন। কারণ, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এটিকে লক্ষ্য করেই আক্রমণ করতে শেখে।

অধ্যাপক হীনি বলেন, মানুষের কল্যাণে এই প্রযুক্তির ব্যবহার সত্যিই আশ্চর্যজনক। তিনি বলেন, এর উদ্দেশ্য হল এমন ভ্যাকসিন তৈরি করা যা আমাদের কেবল আজকের ভাইরাস থেকেই রক্ষা করবে না, বরং ভবিষ্যতের যে কোনও ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বা রোগ থেকে সুরক্ষা দেবে। মহামারী মোকাবিলার প্রস্তুতিতে এটি একটি মৌলিক পরিবর্তন।

মালবাহী জাহাজে হামলা, প্রাণ হারালেন আজারবাইজানের ৫ নাগরিক

বাকু, ৫ জুন : আজভ সাগরে দু'টি মালবাহী জাহাজে হামলার ঘটনায় পাঁচজন আজারবাইজানি নাগরিক নিহত এবং আরো তিনজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে আজারবাইজানের বিদেশ মন্ত্রণালয়। আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যভাগে অবস্থিত এই সাগরের কোনও উপকূল বা স্থল সীমানা নেই। এর বদলে মহাসাগরীয় স্রোতের বৃত্তাকার ঘূর্ণন দিয়ে এর চারপাশের সীমানা নির্ধারিত হয়। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রাশিয়ার তাগানরগ উপসাগরে হামলার শিকার জাহাজ দু'টির ক্রুদের মধ্যে মোট ২৫ জন আজারবাইজানি নাগরিক ছিলেন। তবে জাহাজগুলো আজারবাইজানের মালিকানাধীন নয়। এর আগে শুক্রবার ইউক্রেন দাবি করে, তাদের ড্রোন রাশিয়া-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের উপকূলীয় জলসীমা এবং মারিউপোল ও বেরডিয়ানস্ক বন্দরে থাকা পাঁচটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে। ইউক্রেনের ড্রোন বাহিনীর কমান্ডার রবার্ট ব্রোভডি এক বিবৃতিতে বলেন, হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল কয়েকটি মালবাহী জাহাজ ও একটি তেলবাহী জাহাজ। তার দাবি, এসব জাহাজ ইউক্রেনীয় শস্য পরিবহন এবং সামরিক সরঞ্জাম ও জ্বালানি সরবরাহে ব্যবহৃত হচ্ছিল। তিনি আরও বলেন, জাহাজগুলোর পরিচয় গোপন করতে তাদের নাম মুছে ফেলা হয়েছিল এবং রাডার বন্ধ রাখা হয়েছিল। তবে হামলার বিষয়ে রাশিয়ার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

সাহারা মরুভূমিতে ট্রাক বিকল, জলশূন্যতায় ৪৯ জনের মৃত্যু

বামাক, ৫ জুন : নাইজারের সাহারা মরুভূমির প্রত্যন্ত অঞ্চলে যান্ত্রিক ক্রটির কারণে একটি ট্রাক বিকল হয়ে পড়ার পর ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে। তীব্র তাপদাহ ও জল সংকটে অন্তত ৪৯ জন যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। নাইজারের আগাদেজ গভর্নর অফিস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিহতরা মালি থেকে নিজ দেশে একটি ধর্মীয় উৎসব শেষে ফিরছিলেন। যাত্রাপথে আলজেরিয়া সীমান্তের কাছাকাছি এবং নাইজার-মালি সংযোগস্থল হিসেবে পরিচিত ‘আসামাকা’ সীমান্ত পারাপার কেন্দ্র থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পশ্চিমে তাদের বহনকারী ট্রাকটি বিকল হয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার পর যাত্রীরা চালক ও সহকারীদের সঙ্গে মিলে গাড়িটি মেরামতের চেষ্টা করেন। তবে চরম মরুভূমির পরিবেশ, অস্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং জলের কোনও উৎস না থাকায় তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ক্রমে জলশূন্যতা ও তীব্র তৃষ্ণায় একে একে প্রাণ হারান অন্তত ৪৯ জন।

একের পাতার পর

রাজ্যে চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের

এদিন কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা (প্রাদেশিকীকৃত বিদ্যালয়) পরিষেবা (সংশোধনী) বিধি, ২০২৬-এ সংশোধনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিদ্যালয়গুলিতে কর্মরত গ্রেড-৪ বা চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের গ্রেড-৩ পদে পদোন্নতির প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট কাঠামোর আওতায় আনা হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, গ্রেড-৪ কর্মীদের পদোন্নতির সুযোগ নিশ্চিত করতে মন্ত্রিসভা অসম মাধ্যমিক শিক্ষা (প্রাদেশিকীকৃত বিদ্যালয়) পরিষেবা (সংশোধনী) বিধি, ২০২৬-এ সংশোধনের অনুমোদন দিয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মরত গ্রেড-৪ কর্মীদের গ্রেড-৩ পদে পদোন্নতির পদ্ধতি নির্ধারিত হবে। দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যালয়গুলিতে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের জন্য পদোন্নতির একটি সুস্পষ্ট ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার দাবি ছিল। এতদিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ নিয়ে অস্পষ্টতা থাকলেও নতুন সংশোধনের ফলে সেই প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও নিয়মবদ্ধ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ডিএ বৃদ্ধি যেমন কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের আর্থিক স্বস্তি দেবে, তেমনি পদোন্নতি সংক্রান্ত নতুন বিধান সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মজীবনের সুযোগও বাড়াবে। ফলে মন্ত্রিসভার এই দুই সিদ্ধান্তকে সরকারি কর্মচারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আত্মনির্ভর অসম : লক্ষ্য পূরণের

কাজ করবোই। মা কামাখ্যার আশীর্বাদ ছাড়া কাজ করা সম্ভব নয়। তাই যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হবে, তা যাতে পালন করতে পারি, মা কামাখ্যার কাছে তারই কামনা করেছি। আগামী পাঁচ বছরে অসমকে মুখ্যমন্ত্রী আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন, তারও কামনা করেছি মা কামাখ্যার কাছে।'

এদিকে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবরুয়া সাংবাদিকদের বলেন, 'গত পাঁচ বছর বিকশিত-সুরক্ষিত অসমের জন্য কাজ করেছি। এবারের নির্বাচনে এনডিএ-র ১০২ জন প্রার্থীকে জিতিয়েছেন রাজ্যবাসী। তাই আগামী পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিকশিত-সুরক্ষিত এবং আত্মনির্ভর অসমের লক্ষ্য পূরণে কাজ করতে হবে। এবং করবোই।' প্রথমবারের জন্য বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ায় বেজায় খুশি নীলিমা দেবী। শপথ নেওয়ার পর তিনি বলেন, 'মন্ত্রী হওয়ার আশা কখনই করিনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীর আদর্শে কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে। বিধায়ক হিসেবে নিজ কেন্দ্রের উন্নয়নে কাজ করতাম, কিন্তু এখন গোটা অসমের দায়িত্ব পেয়েছি। তাই কাজ করতেই হবে। মহিলাদের উন্নয়নে গত পাঁচ বছরে যথেষ্ট কাজ হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে আরও কাজ হবে।' মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দৈমারি বলেন, 'মন্ত্রিসভায় বিপিএফ-র দু'জন রয়েছেন। তাই অসমের পাশাপাশি বিটিসি-কেও সমানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করবো। রাজ্যবাসীর উন্নয়নে বড় পরিকল্পনার পাশাপাশি স্বপ্ন রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। আর মুখ্যমন্ত্রীর সেই স্বপ্ন সাকারে যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হবে, তা পালনে কাজ করবোই।' মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন, 'বিকশিত-সুরক্ষিত এবং আত্মনির্ভর অসমের স্বপ্ন দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী পাঁচ বছরে মুখ্যমন্ত্রীর সেই স্বপ্ন সাকারে দিনরাত কষ্ট করবোই। সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতেই হবে।'

অন্যদিকে মন্ত্রী সুশান্ত বরগোহাঁই বলেন, 'মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার মুহূর্তটি সর্বদাই মনে থাকবে। মন্ত্রিসভায় সামিল করে আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন সাকারে কাজ করতেই হবে। ২৪ ঘণ্টা কাজ করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর মুখ্যমন্ত্রীর মত দিনরাত কাজ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত আমি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অসংখ্য সুরক্ষিত করতে কাজ করবো।' তিনি বলেন, 'আগে দু-একজনকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বিভাগের মন্ত্রীদের কেউই চিনতেন না। কিন্তু এখন সব বিভাগই গুরুত্বপূর্ণ। সব বিভাগকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই যে বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হবে, তা পালন করবোই।' মন্ত্রী বিমল বরা বলেন, '২০১৬ সাল থেকে বিজেপির যাত্রা শুরু হয়েছে রাজ্যে। গত পাঁচ বছরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আমলে যথেষ্ট উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে এখন অসম। আগামী পাঁচ বছরেও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে।' মন্ত্রী অশ্বিনী রায় সরকার বলেন, 'মন্ত্রিসভায় স্থান পাব, তা কখনই ভাবিনি। টিভির পর্দায় শুনেছি গতকাল। মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়াটা বড় কথা। তাই মন্ত্রীর দায়িত্ব যখন পেয়েছি, তখন কাজ করতেই হবে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করবো।' তিনি বলেন, 'ধুবড়ি জেলা থেকে অনেক বছর পর কেউ মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন। তাই অন্যান্য জেলার সঙ্গে আগামী পাঁচ বছরে ধুবড়ি জেলার উন্নয়নেও কাজ হবে। উপকৃত হবেন জেলার সবাই। তবে যারা খারাপ মানুষ, তাঁদের আরও খারাপ হবে।'

টিম হিমন্তের ১২ মন্ত্রীর শপথ

গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে টিম হিমন্তের ১২ জন মন্ত্রীকে পদ এবং গোপনীয়তার শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য। সবমিলিয়ে ১৬ জন মন্ত্রীকে নিয়ে আগামী কয়েক বছর কাজ চালিয়ে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে মন্ত্রিসভার প্রথম সম্প্রসারণের পরও দু'টি মন্ত্রীর পদ খালি থেকেই যাচ্ছে। সম্ভবত আগামী দিনে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে সেই দু'টি খালি পদও পূরণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

গত ১২ মে বিজেপির দু'জন, অসম গণ পরিষদের একজন এবং বিপিএফ-র একজন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর গত কয়েকদিনে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়ে কম জল্পনা-কল্পনা হয়নি। গত বৃহস্পতিবার যাবতীয় জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অসম গণ পরিষদের একজন বিধায়ককে নিয়ে মোট ১২ জন নতুন মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করার আগেই স্থির করা হয়েছিল শপথ গ্রহণের সময়। কর্মসূচি অনুযায়ী এদিন দুপুর ১২.৪৫ মিনিটে শুরু হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। নতুন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে ছিল ব্যাপক আয়োজন। দুপুর ১২.৪৫ মিনিটে শপথ গ্রহণ শুরু হলেও সকাল ১০টা থেকে অতিথিরা আসতে শুরু করেন জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তর্জাতিক কলা মন্দিরে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে। দুপুর সাড়ে ১২টার মধ্যেই পুরো প্রেক্ষাগৃহ ভরে যায়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা ছাড়াও বিজেপি, অসম গণ পরিষদ, বিপিএফ-র বিধায়ক, সাংসদ, প্রাক্তন সাংসদ, প্রাক্তন বিধায়ক, নতুন মন্ত্রীদের আত্মীয়-স্বজন, বিভিন্ন সত্রের সত্রাধিকার এবং বিভিন্ন মঠের মহারাজরাও উপস্থিত ছিলেন। দুপুর ১২.৪০ মিনিটে রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্যকে নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এরপর 'বন্দে মাতরম', 'জন গণ মন' এবং 'অ মোর আপনার দেশ' গান দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। ঠিক ১২.৪৫ মিনিটে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে প্রথমে অসমিয়া ভাষায় শপথ নেন অশ্বিনী রায় সরকার। তারপর অসমিয়া ভাষায় শপথ নেন অশোক সিংহল। এরপর ধুতি-পাঞ্জাবি পরিধান করে সংস্কৃত ভাষায় শপথ নেন বিমল বরা। এদের পর যথাক্রমে বিশ্বজিৎ দৈমারি, জয়ন্ত মল্লবরুয়া, কৌশিক রায়, কেশব মহন্ত, কৃষ্ণেন্দু পাল, নীলিমা দেবী, পীযূষ হাজরিকা এবং রণোজ পেগু শপথ নেন। শেষে শপথ নেন সুশান্ত বরগোহাঁই।

নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে বরাক উপত্যকার জনপ্রতিনিধি কৌশিক রায় হিন্দি ভাষায় শপথ নেন। শপথের শুরুতেই তাঁর সমর্থকরা 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনির পাশাপাশি কৌশিক রায় জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে থাকেন। শপথের শেষে নিজেও 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনি দেন মন্ত্রী কৌশিক রায়। বরাক উপত্যকার আরেক জনপ্রতিনিধি কৃষ্ণেন্দু পাল বাংলা ভাষায় শপথ নেন। শপথের শুরুতে তাঁর সমর্থকদের 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনিতে পুরো পরিবেশ মুখরিত হয়ে ওঠে। পীযূষ হাজরিকা শপথ নেওয়ার সময়ও শ-শ সমর্থক চিৎকার করে একই জয় ধ্বনি দিতে থাকেন। শপথের শেষে মুখ্যমন্ত্রীকে পা ছুঁয়ে নমস্কার করেন পীযূষ। কেশব মহন্ত, জয়ন্ত মল্লবরুয়া, নীলিমা দেবী এবং সুশান্ত বরগোহাঁই শপথ নেওয়ার সময়েও তাঁদের সমর্থকরা 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনি দিতে থাকেন। নতুন মন্ত্রীদের এদিন পদ এবং গোপনীয়তার শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য। সবমিলিয়ে এদের নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে ৯ জন অসমিয়া, একজন সংস্কৃত, একজন বাংলা এবং একজন শপথ নেন হিন্দি ভাষায়। শেষে ১৬ জন মন্ত্রীকে নিয়ে ফটো তোলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপাল। দুপুর ১.১৭ মিনিটে শেষ হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। এদিকে, শপথ গ্রহণের আগে বরাকের দুই মন্ত্রী কৌশিক রায় এবং কৃষ্ণেন্দু পাল সকালে কামাখ্যা মন্দিরে গিয়ে পূজার্চনা করেন। উল্লেখ্য, প্রথমে চারজন এবং এদিনের ১২ জনকে ধরে মোট ১৬ জন মন্ত্রীকে নিয়ে আগামী কয়েক বছর কাজ চালিয়ে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। আর এই ১৬ জন মন্ত্রীর মধ্যে দু'জন মহিলাও রয়েছেন। নতুন মুখ হিসেবে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই হয়েছে পাঁচজনের। বাদবাকি ১১ জন পুরনো মন্ত্রীর ওপর আস্থা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হলেও পুরনো মন্ত্রীদের মধ্যে বাদ পড়েছেন চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, প্রশান্ত ফুকন এবং রূপেশ গোয়ালা।

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল

হয়। এই ধরনের প্রয়োজনে দ্রুত সহায়তা দেওয়ার জন্যই তহবিলের একটি অংশ সংরক্ষিত রাখা হবে।' একই বৈঠকে ডিব্রুগড়কে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আগামী পাঁচ বছরে অতিরিক্ত ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ, পৃথক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন এবং বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের পদোন্নতির পথ সুগম করার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগের মেয়াদে ডিব্রুগড়কে অসমের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এবার তার পরিকল্পিত, টেকসই এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য পৃথক প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ডিব্রুগড় ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সকে কেন্দ্র করে ২০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা এলাকা নিয়ে স্টেট ক্যাপিটাল রিজিয়ন গঠিত হবে। তবে এর প্রশাসনিক সীমানা ডিব্রুগড় জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে ডিব্রুগড়ের পরিকল্পিত নগর ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে আগামী পাঁচ বছরে ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানান, এই অর্থ জেলার রাস্তা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, সরকারি ভবন বা অন্যান্য চলমান উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়মিত ব্যয়ের বাইরে অতিরিক্ত বরাদ্দ হিসেবে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, 'এই ৫০০ কোটি টাকার প্যাকেজ সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে ডিব্রুগড়ের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে। আগামী পাঁচ বছরে ধাপে ধাপে এই অর্থ খরচ করা হবে।' নতুন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে আপাতত ডিব্রুগড়ের বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন দায়িত্ব পালন করবেন এবং তিনি মন্ত্রীর সমমর্যাদা পাবেন। ডিব্রুগড়ের কমিশনার প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্বে থাকবেন। জেলা পরিষদ, ডিব্রুগড় পুরনিগম এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগের প্রতিনিধিরা পদাধিকারবলে সদস্য থাকবেন। দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার জন্য একজন মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) নিয়োগ করা হবে। এদিন মন্ত্রিসভা অসম মাধ্যমিক শিক্ষা (প্রাদেশিকীকৃত বিদ্যালয়) পরিষেবা (সংশোধনী) বিধি, ২০২৬-এ সংশোধনেরও অনুমোদন দেয়। এর ফলে বিদ্যালয়গুলিতে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের তৃতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতির জন্য সুস্পষ্ট বিধান তৈরি হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় বহু কর্মচারী বছরের পর বছর একই পদে থেকে গিয়েছিলেন। নতুন সংশোধনের মাধ্যমে তাঁদের পদোন্নতির পথ পরিষ্কার হল। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন আগামী ৬ জুলাই থেকে শুরু হবে এবং ২১ দিন চলবে। তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্য ভোট-অন-অ্যাকাউন্টের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে, ফলে অনেক উন্নয়নমূলক প্রকল্প সীমিত অর্থে চলছে। জুলাইয়ের শেষ নাগাদ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পাস হলে ১ আগস্ট থেকে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্তগুলো অনুমোদিত হয়। এছাড়াও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের পর এটাই ছিল তাঁর প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক এবং নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দ্বিতীয়। প্রথম থেকেই এবারের ক্যাবিনেট পাঁচ বছরের বড়সড় পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে এবং মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই মেয়াদ হবে অসমের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময়।

জিডিপি বৃদ্ধি অর্থনীতির মজবুত

অন্যদিকে, জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকে (চতুর্থ ত্রৈমাসিক) বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮ শতাংশ। এই অর্থনৈতিক পারফরম্যান্স বাজার বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাসের চেয়েও অনেক ভালো বলে মনে করা হচ্ছে। পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে আসার পরেই প্রধানমন্ত্রী মোদি সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ এক পোস্টে লেখেন, ভারতের উন্নয়নের গতি অত্যন্ত শক্তিশালী ও স্থিতিশীল রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৭.৭ শতাংশ এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ৭.৮ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির হার ভারতীয় অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ শক্তির এক অকাট্য প্রমাণ। মোদি আরও আশ্বস্ত করেন, তাঁর সরকার দেশবাসীর জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করতে (ইজ অফ লিভিং), ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশকে আরও উন্নত করতে (ইজ অফ ডুইং বিজনেস) এবং যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরিতে কোনও খামতি রাখবে না।

রাজ্যে আট ঘণ্টায় ১.২ কোটির

অংশগ্রহণকারী মহিলাদের অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'অসাধারণ এই কৃতিত্ব অর্জনের জন্য আমার সকল বোনদের আন্তরিক অভিনন্দন।' এই বৃহৎ বনায়ন কর্মসূচিতে রাজ্যজুড়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত লক্ষাধিক মহিলা, বিভিন্ন সরকারি দফতর, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং স্বেচ্ছাসেবীরা অংশগ্রহণ করেছেন। অসম সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণ, সবুজ আচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এদিকে, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গুয়াহাটিতে তাঁর বাসভবনে একটি রুদ্রাক্ষের চারা রোপণ করেছেন।

জনসংখ্যার অস্বাভাবিক পরিবর্তন

ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এই প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চাভিলাষী 'স্মার্ট বর্ডার' প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি জানান, প্রকল্পটি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং খুব শীঘ্রই দেশের সাত আটটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে (পাইলট প্রকল্প হিসেবে) চালু করা হবে। পরবর্তীতে সফল হলে ধাপে ধাপে অন্যান্য সীমান্ত এলাকাতেও এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, স্মার্ট বর্ডার প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত সেন্সর প্রযুক্তি, আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা, স্মার্ট ফেন্সিং, ড্রোন পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বিত নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলা হবে। এর ফলে সীমান্তে সন্দেহজনক গতিবিধি দ্রুত সনাক্ত করা এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আরও সহজ হবে। তিনি বলেন, স্মার্ট বর্ডারের ধারণাটি দেশের সাত আটটি স্থানে পাইলট প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়িত হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দক্ষতার সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী ও দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ, আন্তঃসীমান্ত অপরাধ, মাদক পাচার এবং মানবপাচার সহ বিভিন্ন নিরাপত্তাজনিত বিষয় নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে এসেছে। সেই প্রেক্ষাপটেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্ত ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে বদ্ধপরিকর বলেও তিনি জানান। উন্নত নজরদারি ব্যবস্থা, স্মার্ট ফেন্সিং এবং বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সীমান্তকে আরও নিরাপদ ও সুরক্ষিত করার লক্ষ্যেই কাজ চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ত্রিপুরা সফরের সময় অমিত শাহ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করেন। দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষায় বিএসএফের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি জওয়ানদের মনোবল আরও বাড়ানোর আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ, আন্তঃসীমান্ত অপরাধ, মাদক পাচার এবং মানবপাচার সহ বিভিন্ন নিরাপত্তাজনিত বিষয় নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মণিপুরের কুকি গ্রামে হামলায়

করলেও কুকিরা আঙুল তুলেছে নাগা সশস্ত্র গোষ্ঠীর দিকে। উল্লেখ্য, মণিপুরের কাংপোকপি জেলায় বসবাসকারীদের বেশিরভাগই কুকি জনজাতির। তবে এখানে নাগা উপজাতিরও বাস রয়েছে।

প্রসঙ্গত, কুকি সম্প্রদায়ের সংগঠন কুকি ইনপি মণিপুর শুক্রবার ভোরের হামলার নিন্দা করেছে। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, কোনও পরিস্থিতিতেই নিরস্ত্র মানুষের উপর এই হামলা মানা যায় না। স্থানীয় নির্দল বিধায়ক হাওখোলেট কিপজেন এই হামলার ঘটনার নিন্দা করেছেন। এদিকে, হামলার ঘটনায় আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করে মানুষের আস্থা ফেরানোর চেষ্টা করছে প্রশাসন।

বার্মিজ সুপারি : চাম্পাইয়ে

চাম্পাইয়ের পর থাবা পড়তে পারে এ জেলায়ও।

চাম্পাইয়ে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে ইডির আইজল সাব-জোনাল অফিস থেকে। অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনের অধীনে রেম রেম অ্যান্ড বেকি স্টোর্স-র স্বত্বাধিকারী লালনেমি, এসএনভি স্টোর্স-র স্বত্বাধিকারী সাংনেইহাভেলা, সিএস স্টোর্স-র স্বত্বাধিকারী থাংকানমুঙ্গা, এনএস এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী রথুয়ামলুইয়া, এস এন্ড আর হার্ডওয়ার স্টোর্সের স্বত্বাধিকারী লালরেমাউইয়া, জেএইচ ফ্যামিলি এন্টারপ্রাইজ-র স্বত্বাধিকারী লালদুয়া, মামি স্টোর্স-র স্বত্বাধিকারী জনুনসাঙ্গা এবং জসানপুই নামের অন্য একজনের আবাসিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে মোট ৯টি স্থানে তল্লাশি চালানো হয়।

মায়ানমার থেকে অবৈধভাবে ভারতে সুপারি পাচারের সঙ্গে জড়িত চক্রের বিরুদ্ধে এর আগে তদন্ত করেছিল সিবিআই। তদন্তের পর এনিয়ে সিবিআইর ইম্ফল শাখার দুর্নীতি দমন কোষ থেকে নথিভুক্ত করা হয় এজাহার। এর সূত্র ধরে এবার অভিযান চালিয়েছে ইডি। ইডির তদন্তে উঠে এসেছে যে, পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত মায়ান্মারের বাসিন্দারা কোনও শুল্ক না দিয়েই জোখাওথার ও চাম্পাই সীমান্ত দিয়ে তিয়াউ নদী পেরিয়ে অবৈধভাবে সুপারি নিয়ে আসে ভারতে। এরপর সেসব সমঝে দেওয়া হয় মিজোরামের সহযোগীদের হাতে। মিজোরামের সহযোগীরা চাম্পাইয়ে তাদের গুদামে সেসব মজুত করার পর সুবিধা বুঝে পৌঁছে দেয় অসমের কাছাড় সীমান্তের লাগুয়া মিজোরামের ভাইরেংটি পর্যন্ত। ভাইরেংটি থেকে এরপর কাছাড়ের উপর দিয়ে পাচার করা হয় অন্যত্র।

ইডির দাবি, পাচার বাণিজ্যের যাবতীয় অর্থ জোগান দিয়ে থাকেন শিলচর ভিত্তিক কিছু ব্যবসায়ী তথা অর্থলগ্নিকারী। এই ব্যবসায়ীরা 'ব্যাঙ্কিং চ্যানেল'-র মাধ্যমে মিজোরামের সহযোগীদের কাছে অর্থ পাঠান। মিজোরামের সহযোগীরা ভারতীয় মুদ্রায়ই এসব অর্থ প্রদান করে মায়ান্মারের সুপারি সরবরাহকারীদের। পরবর্তীতে সীমান্তবর্তী এলাকার মুদ্রা বিনিময়কারীদের মাধ্যমে এসব অর্থ রূপান্তরিত করা হয় মায়ান্মারি মুদ্রা 'কিয়াত'-এ। ইডির তদন্তে আরও উঠে এসেছে যে, ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে চাম্পাই জেলায় সুপারি পরিবহনের জন্য জাল নথির মাধ্যমে ২৫১.১৯ কোটি টাকার এসজিএসটি এবং ৮৬.২৫ কোটি টাকার সিজিএসটি সংক্রান্ত ই-ওয়ে বিল তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়া পাচারের জন্য জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে ভুয়ো প্ল্যান্টেশন সার্টিফিকেট এবং কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স নথিও। এই পাচার বাণিজ্যে মিজোরামের যারা জড়িত পরিবহন থেকে ধরে পাচারের ব্যবস্থা করিয়ে দেবার বিনিময়ে তাদের কমিশন নির্ধারিত হয় প্রতি কেজি সুপারি কিছু ২ থেকে ১৫ টাকা। সবমিলিয়ে বৃহস্পতিবারের অভিযানে ইডি তথ্য পেয়েছে যে, ২০১৩ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত এই কারবারের সূত্রে লেনদেন করা হয়েছে ৯৭০-র কোটির চেয়েও কিছু বেশি পরিমাণ টাকা।

এদিকে, চাম্পাইয়ে ইডির তল্লাশি অভিযানের খবর পেয়ে শিলচর তথা কাছাড়ের যারা বার্মিজ সুপারি পাচার সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত, তাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। এবার এ জেলায়ও থাবা পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই আশঙ্কার জেরে বাঁচার জন্য শুরু হয়েছে দৌড়ঝাঁপ। এবার জল কোন্ দিকে গড়ায়, দেখার বিষয় তা-ই।

প্রস্তুতির অভাবে বিশ্বগুরু হতে

যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বের সব সমস্যার, সব সংকটের সমাধান ভারত করে দিতে পারে। কিন্তু প্রস্তুতির অভাবে আমরা বিশ্বগুরু হতে পারছি না।' নাগপুরে সংঘসেবকদের প্রশিক্ষণ শিবিরে মোহন ভাগবত বলেন, 'ভারত বিশ্বগুরু হবে। ভারতকে আমরা বিশ্বগুরু বানাবই। এটা বহুদিন ধরেই বলে আসছি। কিন্তু প্রস্তুতির অভাব আমাদের আটকে দিচ্ছে।'

সংঘপ্রধানের সাফ কথা, 'আমাদের আরও শক্তিশালী হতে হবে। এটা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, বিশ্ব সেই দেশকেই সম্মান করে, যে দেশের শক্তি বেশি।' মোহন ভাগবতের কথায়, 'ভারত সত্যি কথা বলে, কিন্তু শুধু সত্যি কথা বলাটাই যথেষ্ট নয়। সত্যি বা ঠিকটা যে সবাই গ্রহণ করবে, তেমন কোনও মানে নেই। শক্তিশালী হলে তবেই অন্য দেশগুলি সম্মান দেবে। আজ গোটা বিশ্ব নতুন পথের সন্ধানে। সেই পথের সন্ধান একমাত্র ভারতই দিতে পারে। কিন্তু সেটার জন্য আরও প্রস্তুতি নিতে হবে। আরও শক্তিশালী হতে হবে।'

এখন প্রশ্ন হল, আরএসএস প্রধানের এই বার্তা কার উদ্দেশে? যেখানে বিজেপি নেতারা দিনরাত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই বিশ্বগুরু বলে প্রচার করছেন, সেখানে সংঘ বলছে এখনও ভারত বিশ্বগুরু হওয়ার জন্য প্রস্তুতই হতে পারেনি। তা হলে কোথাও গিয়ে সংঘ আর বিজেপির মধ্যে দ্বিমত প্রকাশ্যে চলে আসছে না তো?

আজ দিল্লিতে ককরোচ জনতা

আওয়াজ তুলবেন সংগঠনের সদস্যরা। সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে তাঁরা সোচ্চার হবেন।

শনিবারের প্রতিবাদ কর্মসূচির আগে দিল্লির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে উত্তেজনা বাড়ছে। এই প্রসঙ্গে সিজিপি-র মুখপাত্র সৌরভ দাস বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের পক্ষপাতি এবং আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে যে, দিল্লি পুলিশ অনুমতি দেবে। তবে যদি অনুমতি না-ও পাওয়া যায়, তবুও আমরা যন্তর মন্তরে আমাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাব।' এই ঘোষণা কেন্দ্র বা দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এই আন্দোলনের মূল মুখ, সিজিপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে আমেরিকার বোস্টন থেকে শনিবারই দিল্লি ফিরছেন। গত ১ জুন তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই কর্মসূচির ডাক দেন। জানা গেছে, অনলাইন ক্যাম্পেইনের ব্যাপক জনপ্রিয়তার পর এই প্রথমবার সশরীরে ভারতে ফিরছেন অভিজিৎ। নিজের তৈরি করা এই মঞ্চের প্রথম অফলাইন লড়াইকে সফল করতে তিনি মরিয়া।

অসমে ঘোষিত চার 'বিদেশি'

অন্যদিকে, সর্বানু বেগমও বর্তমানে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক রয়েছেন। নিরক্ষর গৃহকর্মী হিসেবে পরিচিত সর্বানুর দাবি, তিনি দরং জেলার বরকুড় গ্রামের বাসিন্দা এবং তাঁর পিতা মৃত মিয়া হোসেনের নাম ১৯৭১ সালের আগের ভোটার তালিকায় রয়েছে। তিনি নিজের পরিচয় ও বংশসূত্র প্রমাণে একাধিক নথি ও সাক্ষ্য পেশ করলেও নামের বানানে সামান্য পার্থক্য 'সর্বানু', 'সরভানু' বা 'সাহারভানু' এবং স্বামীর নাম সংক্রান্ত একটি ভোটার তালিকার অসঙ্গতির ভিত্তিতে তাঁর আবেদনও খারিজ করা হয়। নুরেজা বেগমের ক্ষেত্রে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল একতরফাভাবে তাঁকে বিদেশি ঘোষণা করে। নুরেজার দাবি, তিনি নিরক্ষর এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী একজন নারী। ট্রাইব্যুনালের নোটিশ পাওয়ার পর তিনি হাজির হয়ে একটি রেজিস্টারে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু পরে ট্রাইব্যুনাল তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে বিদেশি ঘোষণা করে। গৌহাটি হাইকোর্টও সেই সিদ্ধান্ত বহাল রেখে মন্তব্য করে, নোটিশ পাওয়ার পর তিনি মামলার বিষয়টি বুঝেছিলেন এবং যথাযথ আইনি পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য তিনি নিজেই দায়ী। বাসিরান নেছার মামলায় তিনি ১৯৬৫ এবং ১৯৮৯ সালের ভোটার তালিকা, যেখানে যথাক্রমে তাঁর দাদু ও বাবার নাম রয়েছে, তা ট্রাইব্যুনালে পেশ করেছিলেন। পাশাপাশি স্থানীয় গাঁওবুড়ার প্রত্যয়নপত্রও জমা দেন, যেখানে তাঁকে জাকির হোসেনের কন্যা এবং পরে ওসমান গণির স্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্তে জানায়, তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক যথাযথভাবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পরে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ করেন যে, ট্রাইব্যুনাল তাঁর দাখিল করা নথিপত্র যথাযথভাবে বিবেচনা করেনি। এর আগে ২০২০ সালে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে গৌহাটি হাইকোর্টে পুনর্বিবেচনার আবেদন করার অনুমতি দিলেও সেখান থেকে তিনি কোনও স্বস্তি পাননি। এই চারটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ অসমে বিদেশি সনাক্তকরণ এবং ডিটেনশন ক্যাম্প সংক্রান্ত বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মানবাধিকার কর্মী ও আইনজীবীদের একাংশের মতে, নিরক্ষর ও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের ক্ষেত্রে নথিপত্রের সামান্য অসঙ্গতিকে ভিত্তি করে নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। এই মামলাগুলিতে আবেদনকারীদের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেছেন আইনজীবী ফুজাইল আহমদ আইয়ুবি। তাঁর বক্তব্য, ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল অনেক ক্ষেত্রে উপস্থাপিত নথি ও প্রমাণ যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, যার ফলে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকরাও বিদেশি ঘোষিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ছেন। বস্তুত, ওই চার মহিলার ভাগ্য এখন সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। তবে এই মামলা ইতোমধ্যেই একটি বড় প্রশ্ন সামনে এনে দিয়েছে, নথির সামান্য ভুল কি একজন মানুষের নাগরিক পরিচয় কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে গোটা দেশ।

বাংলাদেশ থেকে অবৈধ

করতে দেখা গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের থাকতে দেওয়া হবে না। রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কড়া বার্তা দিয়েছে বিজেপি। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের সীমান্ত এলাকাগুলোতে তৈরি হয়েছে হোল্ডিং সেন্টার। অনুপ্রবেশকারীদের পাকড়াও করলে বাংলাদেশে সরাসরি 'ডিপোর্ট' করা হবে। সেই কথাও ঘোষণা করা হয়েছে সরকার গঠন হওয়ার পরেই। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের পাকড়াও করা হচ্ছে। এবার সেই আবহে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা এদিন রুখে দিল বিএসএফ। কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা, মাথাভাঙার শীতলকুচি, দিনহাটা এলাকার সিতাই সীমান্ত দিয়ে এদিন অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছিল।

রবীন্দ্রসদন কলেজে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৫ জুন : বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ৫ জুন (শুক্রবার) বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করা হয় শ্রীভূমি শহরের রবীন্দ্রসদন মহিলা কলেজে। কলেজের প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. সব্যসাচী রায়। পাশাপাশি কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রীরা কলেজ প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন। এরপর কলেজের ড. সুজিৎ চৌধুরী সভাকক্ষে একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভায় মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জ কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক সৌমিত্র চৌধুরী। পিপিটির মাধ্যমে পরিবেশিত মনোজ্ঞ বক্তৃতায় মুখ্য অতিথি পরিবেশ দূষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন ও গ্রিনহাউস অ্যাফেক্ট, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত নানা বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেন। তিনি কলেজের ছাত্রীদের পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতাকে একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. সুধীর চক্রবর্তী, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক কিশলয় চক্রবর্তী, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. রাজদীপ চন্দ ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সঞ্জয়কুমার শীল বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও সার্বিকভাবে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ড. সুধীর চক্রবর্তী ভারতীয় দর্শন ও ধর্মগ্রন্থে নিহিত পরিবেশ সচেতনতার বিভিন্ন নিদর্শন তুলে ধরেন, কিশলয় চক্রবর্তী পৃথিবীতে মানবজীবনের অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। ড. রাজদীপ চন্দ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভারতে প্রবর্তমান পরিবেশ সচেতনতার ধারার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। সঞ্জয়কুমার শীল প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়াতে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্রীদের অবহিত করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ পরিবেশন করেন সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা তথা কলেজের ইকো ক্লাবের আহ্বায়িকা ড. অপর্ণা ধর, তিনিই সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানটির সফল রূপায়নে উপস্থিত সকলের প্রতি আয়োজকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক তথা কলেজের এনএসএস কোষের আহ্বায়ক এল মার। অনুষ্ঠান আয়োজনে অন্যান্য গুরুদায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ড. সুস্মিতা বড়ুয়া ও গণজ্ঞাপন বিভাগের অধ্যাপক ড. হোসেন আহমদ বজলুন নুর। উল্লেখ্য, কলেজের ইকো ক্লাব, এনসিসি ও এনএসএস-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানমালায় পরিবেশ সচেতনতামূলক পোস্টার প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয় যেখানে ছাত্রীদের দ্বারা অঙ্কিত ৩০টি পোস্টার স্থান পায়।

উইমেন্স কলেজ শিলচরে পরিবেশ দিবস পালন
এনএসএস সেলের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন : পরিবেশ-সচেতনতা, সবুজায়ন এবং টেকসই উন্নয়নের বার্তাকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার উইমেন্স কলেজ, শিলচরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। কলেজের এনএসএস সেলের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল আকর্ষণ ছিল কলেজ প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ অভিযান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুজিত তেওয়ারি, উপাধ্যক্ষ ড. শান্তনু দাস, এনএসএস সেলের আহ্বায়ক ড. প্রতীতি সিংহ, ড. সুজয় দাস, আকাশদীপ রায়-সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা, এনএসএস স্বেচ্ছাসেবী এবং ছাত্রীরা। কলেজ প্রাঙ্গণে একাধিক চারা রোপণ করা হয়। শুধু চারা লাগিয়েই কর্মসূচি শেষ হয়নি, রোপিত চারাগুলির নিয়মিত পরিচর্যারও অঙ্গীকার করেন অংশগ্রহণকারীরা। অধ্যক্ষ ড. সুজিত তেওয়ারি বলেন, পরিবেশ রক্ষা কোনও এক দিনের কর্মসূচি নয়, এটি প্রতিদিনের অভ্যাস ও দায়িত্ব। তাঁর কথায়, একটি গাছ লাগানো মানে মানবতার ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ শুধু পাঠদান নয়, পরিবেশ-সচেতন নাগরিক তৈরি করাও তার বড় দায়িত্ব। ছাত্রীদের টেকসই জীবনযাপন গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কলেজের পড়ুয়ারাই সমাজে পরিবেশ-সচেতনতার দূত হয়ে উঠতে পারে।

উপাধ্যক্ষ ড. শান্তনু দাস এবং এনএসএস আহ্বায়ক ড. প্রতীতি সিংহ পরিবেশ সংকট মোকাবিলায় সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। পরীক্ষার মধ্যেও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ও আগ্রহকে তাঁরা বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। তাঁদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তন, তাপপ্রবাহ, নগর দূষণ এবং সবুজ কমে যাওয়ার মতো বাস্তব চ্যালেঞ্জের সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব আরও বেড়েছে। কলেজ সূত্রে জানানো হয়েছে, ক্যাম্পাসকে আরও সবুজ ও পরিবেশবান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

রবিবার শ্রীভূমি বিএড কলেজে অঙ্কন প্রতিযোগিতা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৫ জুন : একাদশ শহিদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতা আগামী ৭ জুন রবিবার সকাল ১০টা থেকে শ্রীভূমি বিএড কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পূর্বনির্ধারিত দু'টি তারিখে প্রতিযোগিতাটি স্থগিত করা হয়েছিল। এবার নতুন তারিখে প্রতিযোগিতাটি চারটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে। সকালবেলায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিকেলে থাকবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

১৯শে মে চেতনা উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতাটি সফল করতে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে। সকল প্রতিযোগী, অভিভাবক এবং শুভানুধ্যায়ীদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

শিক্ষক আতিকুর রহমান চৌধুরী প্রয়াত

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ৫ জুন : লালা শিক্ষা খণ্ডের অধীন রামভাই প্যাটেল জনকল্যাণ এমই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তথা উত্তর জঙ্গাবাদ দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামের প্রবীণ শিক্ষক তথা বিশিষ্ট নাগরিক আতিকুর রহমান চৌধুরী আর নেই। তিনি শুক্রবার রাত ৯.৩০ মিনিটে শিলচরের এক বেসরকারি হাসপাতালে স্বল্পকালীন রোগে ভোগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। মৃত্যুর সময় তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, এক বিবাহিত মেয়ে, এক চিকিৎসক পুত্র ডাঃ সারোয়ার জাহান চৌধুরী, দুই ভাই, বোন সহ অনেক আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী। উল্লেখ্য, তিনি ২০১৬ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক। তাঁর প্রয়াণে পরিচিত মহলে শোক বিরাজ করছে। শনিবার গ্রামের বাড়ির সামনেই তাঁর জানাজার নামাজ সম্পন্ন হবে। তবে জানাজার সময় এ সংবাদ পাঠানো পর্যন্ত জানা যায়নি।

বরাকে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চের দাবি, প্রধান বিচারপতিকে স্মারকপত্র প্রদান

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৫ জুন: হাইলাকান্দি জেলার প্রাক্তন সেনা সদস্যদের সংগঠন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক কল্যাণ মঞ্চ (মাস্ক)-এর পক্ষ থেকে গৌহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতির কাছে বরাক উপত্যকায় গৌহাটি হাইকোর্টের একটি স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবিতে একটি স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কাছাড়, শ্রীভূমি (করিমগঞ্জ) ও হাইলাকান্দি জেলার জনগণ দীর্ঘদিন ধরে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চের অভাবে চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছেন। উচ্চ ন্যায়ালয়ে মামলার প্রয়োজনে নাগরিকদের প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে গুয়াহাটি যাতায়াত করতে হয়। এতে আর্থিক, শারীরিক ও সামাজিক নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে দরিদ্র মামলাকারী, প্রবীণ নাগরিক, মহিলা, চিকিৎসাধীন রোগী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দারা অধিক ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে সাধারণ মানুষ তাদের সাংবিধানিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি প্রতিকার গ্রহণ করতে পারছেন না।

স্মারকপত্রে আরও বলা হয়েছে, বরাক উপত্যকা একটি বৃহৎ ও জনবহুল এলাকা। এখানে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক রিট পিটিশন, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা, ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ, জনস্বার্থ মামলা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয় গৌহাটি হাইকোর্টে উপস্থাপিত হয়। ফলে এই এলাকা থেকে আসা মামলাগুলি উচ্চ ন্যায়ালয়ের সামগ্রিক মামলার চাপের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বহন করে। এতে আরও বলা হয়, ন্যায়বিচার লাভের অধিকার ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু ন্যায়বিচার লাভের জন্য যদি সাধারণ মানুষকে দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল যাত্রা করতে হয় তাহলে সেই অধিকার কার্যত সীমিত হয়ে পড়ে। বরাক উপত্যকায় একটি স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা হলে বিচারপ্রাপ্তি আরও সহজ, দ্রুত ও জনমুখী হবে। স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, মেঘালয়, মণিপুর ও ত্রিপুরায় পৃথক উচ্চ ন্যায়ালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশে গৌহাটি হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ বিদ্যমান রয়েছে। অথচ উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা, বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকা এবং বিপুল মামলার চাপ থাকা সত্ত্বেও বরাক উপত্যকায় এখনও কোনও স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়নি যা ন্যায়সঙ্গত নয়। এতে বলা হয়েছে, ১৯৫৬ সালের স্টেটস রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্টের ৫১ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কোনও রাজ্যের অভ্যন্তরে উচ্চ ন্যায়ালয়ের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির সমর্থন ও সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্মারকপত্রে অবিলম্বে বরাক উপত্যকায় গৌহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ের একটি স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেছেন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক কল্যাণ মঞ্চের সভাপতি সামসুল হক বড়ভূইয়া এবং সম্পাদক প্রেমলাল দেবনাথ। স্মারকপত্রটি ই-মেইলের মাধ্যমে গৌহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ের মুখ্য বিচারপতির কাছে পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বরাক উপত্যকার বিভিন্ন দল ও সংগঠন মুখ্য বিচারপতির উদ্দেশে একই দাবি সম্বলিত স্মারকপত্র প্রদান করে আসছে। এদিকে, গত ২ জুন হাইলাকান্দির শ্রীকিষান সারদা কলেজে এ ব্যাপারে জেলার সচেতনমহলের উপস্থিতিতে এক নাগরিকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। যদি সরকার এই গণদাবিতে সাড়া না দেয় তাহলে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করার পর জেলার সর্বস্তরের নাগরিকদের নিয়ে বরাক উপত্যকার অন্যান্য দল ও সংগঠনের সহযোগিতায় বৃহত্তর গণআন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে বলে মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে।

ধুবড়িতে বন্যা প্রস্তুতি বিষয়ে জেলা পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধুবড়ি, ৫ জুন : জেলা কমিশনার মেঘা নিধি দাহাল -এর সভাকক্ষে বন্যা প্রস্তুতির উপর একটি জেলা পর্যায়ের সভা শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, ইমকুম আই আজুকুম; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ ধ্রুবজ্যোতি দাস, কমিউনিটি কমিশনার বিলাসীপাড়া ডাঃ প্রীতি লেখা ডেকা এবং সংশ্লিষ্ট সকল দফতরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

আসন্ন বন্যা মরসুমে জরুরি কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে জেলা কমিশনার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন করেছেন। আসন্ন বন্যা মরসুমে জরুরি কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসক প্রশমন তহবিল এবং অনুদান তহবিলের মতো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের প্রাপ্যতা পর্যালোচনা করেছেন। বিদ্যালয় পরিদর্শককে জেলার বিদ্যালয়গুলির ভৌত অবস্থা মূল্যায়ন করতে, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মেরামতের প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে এবং অবিলম্বে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক উল্লেখ করেন যে প্রতিটি বিভাগে ন্যূনতম মেরামত তহবিল উপলব্ধ রয়েছে এবং সমস্ত বিভাগ, বিশেষ করে স্বাস্থ্য, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং বিদ্যালয়গুলিকে অবিলম্বে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবস্থা মূল্যায়ন করতে হবে। জেলা কমিশনার বন্যাপ্রবণ সীমান্ত এলাকায় জরুরি উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে (বিএসএফ) সম্পৃক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সড়ক বিভাগকে বিশেষ করে গ্রামীণ সড়কগুলোর মতো খারাপ অবস্থার রাস্তা মেরামতের কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লালা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বৃক্ষরোপণ ও আলোচনাসভা

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ৫ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস লালা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শুক্রবার একাধিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং সবুজায়নের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। বক্তব্য রাখেন লালা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ অমলেন্দু দাস এবং ব্লক প্রোগ্রাম ম্যানেজার (বিপিএম) মঞ্জির আহমদ চৌধুরী। বক্তারা পরিবেশ রক্ষায় সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য কর্মচারীদের অংশগ্রহণে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়। পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

নগাঁওয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ৫ জুন : ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কলংপার শাখা, শিবানী মহিলা সমিতির উদ্যোগে আজ নগাঁও শহরের শিবনগর কলংপারে সারাদিনব্যাপী বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। সকালে কলং নদীর পারে চারা রোপণ করার পরে একটি সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতে সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্র নাথ হাজরিকা, কবি কমল শর্মা, আশোকরাম ভট্টাচার্য, নবকুমার মহন্ত, জয়ন্তী বরা, দীপ্তি হাজরিকা অংশগ্রহণ করে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। নগাঁও গার্লস মহাবিদ্যালয়ের চেন্টার ফ'র সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগে মহাবিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ মান নিরুপণ কোষ, ডব্লিউডব্লিউএফ এবং প্রান্তরু সংরক্ষণী অসমের সহযোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে মহাবিদ্যালয়ের চিন্তা জুরণি কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সভায় বিশিষ্ট সাংবাদিক মৃণাল তালুকদার অংশগ্রহণ করে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. কুলেন চন্দ্র দাস স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে নগাঁও জেলা কমিশনার দেবাশিস শর্মা বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় পরিবেশ কর্মী ধরণী শইকিয়াকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে নগাঁওয়ের বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের বিশ্ববিদ্যালয়ের নগাঁওয়ের স্থায়ী চৌহদ, রাইদঙীয়াতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্ট সমিতির সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র বরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাতে সংঘের পদাধিকার ভবেন্দ নাথ ডেকার শুভেচ্ছা মুলক বার্তা পাঠ করেন সংঘের নগাঁও জেলা শাখার সম্পাদক বিপুল শইকিয়া। সভায় সংঘের যুগ্ম সম্পাদক তোযেশ্বর বরা, ট্রাস্ট সমিতির সম্পাদক ড. দীপক বরা, উপাচার্য ড. অশোক কুমার বরা, নিবন্ধক ড. শরৎ হাজরিকা অংশগ্রহণ করেন। সভার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে ৮০০টির অধিক বিভিন্ন প্রকারের গাছের চারা রোপণ করা হয়। অন্যদিকে, কলিয়াবর উন্নয়নখণ্ডের অধীনস্থ উত্তর পুবথরীয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। নগাঁও জেলা কমিশনার দেবাশিস শর্মা একটি গাছ রোপণ করে দিবসের শুভারম্ভ করেন। এ উপলক্ষে তিনি বলেন, গাছের চারা রোপণ করার পরেই দায়িত্ব শেষ হয় না। গাছের চারা পরিচর্যার দায়িত্বও পালন করতে হয়। অনুষ্ঠানে খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিক, গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য যোগাসন স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্য, পাথারকান্দির পড়ুয়াদের সংবর্ধনা

রাজ্য যোগাসন স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্য অর্জনকারী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা প্রদানকালে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও যোগগুরু পঙ্কজ দেব।

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ৫ জুন : অসম রাজ্য যোগাসন স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে পাথারকান্দির নাম উজ্জ্বল করল প্রণবানন্দ যোগ বিদ্যালয় পাথারকান্দি শাখার ১০ জন পড়ুয়া। প্রথমবারের মতো অসমে আয়োজিত এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় তারা বিভিন্ন একাধিক বিভাগে প্রথম, তৃতীয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে তারা জেলার ক্রীড়া ও যোগাসন জগতে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। গত ৩০ ও ৩১ মে শ্রীভূমি প্রণবানন্দ যোগ মহাবিদ্যালয় এবং শ্রীভূমি জেলা যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় অসম রাজ্য যোগাসন স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিযোগীদের সঙ্গে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নিয়ে প্রণবানন্দ যোগ বিদ্যালয় পাথারকান্দি শাখার প্রতিযোগীরা তাদের প্রতিভা, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে বিচারকদের মুগ্ধ করে। যোগগুরু পঙ্কজ দেবের দক্ষ প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্বে অংশগ্রহণকারী ১০ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে অসামান্য সাফল্য অর্জন করে। ইউরো কিডস বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বর্ণিতা দে ও মানব পাল। একই বিভাগে মাহি রায় তৃতীয় এবং ধীরাজ দত্ত ষষ্ঠ স্থান লাভ করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। অন্যদিকে, সাব-জুনিয়র বিভাগে যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অর্জন করে যুবরাজ সিং ও অহনা দাস। একই বিভাগে জয়দিত্য নাথ, নুজা সিং এবং শ্রেয়া দাস যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দেয়। এছাড়া জুনিয়র বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে অর্জুন সিং। এই সাফল্যের বিশেষ তাৎপর্য হল, বিজয়ীদের মধ্যে পাঁচজন পড়ুয়া পাথারকান্দির চিলড্রেন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষার্থী। তাদের এই অনন্য কৃতিত্বে গর্বিত হয়ে বুধবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে যোগগুরু পঙ্কজ দেবের পাশাপাশি কৃতী পাঁচ শিক্ষার্থীকে ফুল, উত্তরীয় ও স্মারক প্রদান করে বিশেষভাবে সম্মানিত করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং সহপাঠীরাও এই সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। এদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যোগগুরু পঙ্কজ দেব বলেন, এই সাফল্য শুধুমাত্র কয়েকজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অর্জন নয় বরং পাথারকান্দির যোগচর্চার ধারাবাহিক অগ্রগতির প্রতিফলন। আগামীদিনে এই প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের নিয়ে জেলা ও রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। সঠিক প্রশিক্ষণ ও সুযোগ পেলে এরা জাতীয় পর্যায়েও সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, যোগব্যায়াম কেবল একটি শারীরিক অনুশীলন নয় এটি মানুষের শরীরকে সুস্থ রাখার পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণ, একাগ্রতা এবং আত্মিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান প্রজন্মকে সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের পথে পরিচালিত করতে যোগচর্চার বিকল্প নেই। পাথারকান্দির পড়ুয়াদের এই সাফল্যে অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে আনন্দের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের এই অর্জন আগামীদিনের যোগসাধকদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

তিনের পাতার পর

কৌশিক-কৃষ্ণেন্দুর নেতৃত্বে বরাকের

সরকার কাজ করছে, সেই লক্ষ্যে নতুন মন্ত্রীরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন। রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চল যাতে সমানভাবে উন্নয়নের সুফল পায়, সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।'

বরাক উপত্যকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, বরাকের প্রতিনিধিত্বকারী দুই অভিজ্ঞ নেতা কৌশিক রাই ও কৃষ্ণেন্দু পাল পুনরায় মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন। তাঁদের দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং এলাকার প্রতি দায়বদ্ধতা বরাক উপত্যকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। তিনি আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে যেমন বিকশিত অসম এগিয়ে যাবে, তেমনি কৌশিক রায় ও কৃষ্ণেন্দু পালের হাত ধরে বরাক উপত্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে। আগামী দিনে বরাকবাসী উন্নয়নের আরও বড় সুফল ভোগ করবেন বলে আমি আশাবাদী।' নবগঠিত মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ আশা প্রকাশ করেন যে, জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সরকার উন্নয়ন ও সুশাসনের ধারাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং অসমকে দেশের অন্যতম অগ্রণী রাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

কৌশিকের শপথ চলাকালীন লক্ষীপুরে

করেন। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তিনি রাজ্যের বিজেপি দলের মধ্যে সর্বাধিক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। তাঁর এই বিশাল জয়ের পর থেকেই লক্ষীপুরের বিজেপি কার্যকর্তা ও সাধারণ মানুষ আশাবাদী ছিলেন যে তিনি মন্ত্রী হবেন। মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন। এবার তিনি রাজ্যের মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাবেন বলে আশাবাদী লক্ষীপুরের জনগণ। লক্ষীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায় মন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করেছেন সেই খুশিতে শুক্রবার সকালে চিরিপুলে জড়ো হয়ে বাজি ফটকা পুড়িয়ে আনন্দ-উল্লাসে লিপ্ত হন দলের কর্মী সমর্থক সহ স্থানীয় জনগণ। কৌশিক রায় জিন্দাবাদ, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, রাজ্য সভাপতি দিলীপ শইকিয়া জিন্দাবাদ, রাষ্ট্রীয় সভাপতি নীতিন নবীন জিন্দাবাদ ইত্যাদি স্লোগানে আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে উঠে।

চিরিপুলের বিজেপি নেতা পাণ্ডব পাল সহ উচ্ছ্বসিত দলীয় কার্যকর্তারা জানান, আগের কার্যকালে কৌশিক রায় শেষের দিকে মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন। তাই এবার প্রথম থেকে মন্ত্রী হওয়ায় লক্ষীপুর অঞ্চলের উন্নয়ন আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে। মন্ত্রী পদে স্থান পাওয়ায় তারা খুব আনন্দিত। তাই তারা আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠেছেন। একইসঙ্গে ক্যাবিনেটে স্থান দেওয়ায় অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, বিজেপি নেতৃত্বের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তারা। অধিকাংশ প্রথমসারির নেতাই শপথবাক্য পাঠের সাক্ষী হতে চলে গেছেন গুয়াহাটি। তাই তারা আসার পর বিভিন্ন স্থানে আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে। লক্ষীপুর থেকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তির জন্য আনন্দিত লক্ষীপুরের সর্বস্তরের জনগণ। আগামী পাঁচ বছর লক্ষীপুরে অপ্রত্যাশিত উন্নয়ন হবে বলে আশাবাদী সর্বস্তরের মানুষ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে শিলচরে

অনুষ্ঠানে এদিন তিনি বলেন, পরিবেশ রক্ষার বৃহৎ কর্মযজ্ঞে সাধারণ মানুষ এবং ছাত্রসমাজের সহযোগিতা অপরিহার্য। বিভাগের সীমিত জনবল দিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকার পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই সচেতন নাগরিক সমাজই হতে পারে এই সংগ্রামের প্রকৃত চালিকাশক্তি।

বর্তমান পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি আক্ষেপ করে বলেন, নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ হয়নি। এক সময় যে প্লাস্টিককে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ হিসেবে দেখা হয়েছিল, মানুষের অসচেতন ব্যবহারে তা আজ পরিবেশের অন্যতম অভিশাপে পরিণত হয়েছে। বহু মানুষ এখনও নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য না ফেলে নর্দমায় ফেলে দিচ্ছেন। ফলে নিকাশি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হচ্ছে এবং অল্প বৃষ্টিতেই শহরের বিভিন্ন অংশে কৃত্রিম বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও বড় সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।

অরবিন্দবাবুর কথায়, পরিবেশ দিবস কেবল একটি আনুষ্ঠানিক উদযাপন নয়, এটি মানুষের মধ্যে দায়বদ্ধতার বোধ জাগিয়ে তোলার একটি সুযোগ। সেই কারণেই তিনি সকলের উদ্দেশে আহ্বান জানান, 'বিশ্বব্যাপী ভাবুন, স্থানীয়ভাবে কাজ করুন'। তাঁর মতে, পরিবেশ সচেতনতা যদি বছরের একটি দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়, তবেই বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে পরিবেশ সচেতনতার পাশাপাশি সম্প্রতি আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্রও তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন পিএমশ্রী নরসিং এইচএস স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ রতন পাল, দুই শিক্ষক মৃণালকান্তি দে, নিরুপম দেবসহ বিশিষ্ট অতিথিরা।

মনোপ্রিয়া দেবের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন বিভাগীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রিয়ঙ্কা দে। স্মারক হিসেবে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় চারা গাছ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিভাগের আধিকারিকদের সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত 'এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' সভাকক্ষকে এক বিশেষ আবেগময় আবহে ভরিয়ে তোলে।

মুখ্য অতিথির ভাষণে রতন পাল বলেন, পৃথিবীকে রক্ষা করা আজ মানবসমাজের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিরাপদ রাখতে হলে নিজেদের জীবনযাপন ও চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনতেই হবে। তিনি উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে বরাক নদীতে বর্জ্যের পরিমাণ উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ ও সংঘাতের ঘটনাও পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাঁর মতে, সচেতনতাই এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ। পরিবেশ দিবসকে শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক দিবস হিসেবে না দেখে প্রতিটি দিনকে পরিবেশ সুরক্ষার অঙ্গীকারের দিন হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ও বিভাগের অন্যান্য আধিকারিকরাও পরিবেশ রক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতার গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

এর আগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন এইচএস স্কুলেও পৃথক কর্মসূচির আয়োজন করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। সেখানে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের উপস্থিতিতে চারা রোপণ করা হয়। পাশাপাশি পরিবেশ বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ২৪ মে অনুষ্ঠিত অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। এ গ্রুপে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেছে সায়নী দাশগুপ্ত, হর্ষদীপ দে এবং কায়রা চৌধুরী। বি গ্রুপে সেরা তিনজন হল মাহিরা রহমান লস্কর, স্বস্তিকা দে এবং প্রিয়াংশা যাদব। সি গ্রুপে বিজয়ী হয়েছে ফারহান লস্কর, রিক্তিতা পাল এবং অনিন্দিতা চক্রবর্তী। ডি গ্রুপে প্রথম তিনটি স্থান অর্জন করেছে লিপি দাস, তন্ময় সাহা এবং প্রীতি দাস। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন ক্যামেলিয়া সেন। পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকার এবং আগামী প্রজন্মকে সচেতন করে তোলার বার্তাই দিনভর কর্মসূচির মূল সুর হয়ে ওঠে।

সিলেবাসের বাইরের বই পড়ায়

তবে বইয়ের বিকল্প নেই উল্লেখ করে তিনি অভিভাবকদের পরামর্শ দেন, সন্তানদের বই পড়তে উৎসাহিত করার পাশাপাশি বই পড়ার পর তাদের সঙ্গে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে। এতে বইয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং জ্ঞানচর্চার পরিধিও বিস্তৃত হবে।

তিনি আরও বলেন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে স্কুল-কলেজের পাঠক্রমেও বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। একই সঙ্গে বর্তমান সময়ে গ্রন্থমেলার আয়োজনকে অত্যন্ত ইতিবাচক উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর মতে, বইমেলা শুধু বই কেনাবেচার ক্ষেত্র নয়, এটি সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও মননশীলতার বিকাশেরও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দীপ্তিমান বিশ্বাস। তিনি জানান, প্রতিষ্ঠানের রজতজয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে এই গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৫ সালে বিদ্যালয়টি ২৫ বছরে পদার্পণ করেছে এবং সে উপলক্ষে বছরব্যাপী নানা গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অধ্যাপক দীপেন্দু দাস ফিতা কেটে গ্রন্থমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। শনিবার দুপুর ৩টা পর্যন্ত চলবে এই মেলা। সহযোগী আয়োজক 'বাতায়ন' পুস্তক বিপণির কর্ণধার গোবিন্দ কংসবণিক আশা প্রকাশ করেন, বইপ্রেমী ও শিক্ষার্থীরা মেলায় উপলব্ধ বিভিন্ন ধরনের বই থেকে উপকৃত হবেন এবং পাঠাভ্যাসের প্রসারে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মোরাল পুলিশিঙে আহতদের

প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, দুর্ঘটনা বা যে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার শিকার মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি এবং তাঁদের চিকিৎসায় কোনও ধরনের অবহেলা যাতে না হয়, সেদিকে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আহতদের পরিবারের সদস্যরাও এই সময় নিজেদের বিভিন্ন সমস্যার কথা বিধায়কের কাছে তুলে ধরেন। তিনি ধৈর্য সহকারে তাঁদের কথা শোনেন এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। বিধায়কের এই মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন হাসপাতালের রোগী, স্বজন এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, সঙ্কটের সময় জনপ্রতিনিধির এই উপস্থিতি আহত ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সাহস ও আশার সঞ্চার করেছে।

'মোরাল পুলিশিং'! উত্তাল পাথারকান্দি

প্রেক্ষিতে শুক্রবার বিকেলে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ, দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আব্দুল মুমিনুর রশিদ চৌধুরী সামিম এবং জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জেলা সিনিয়র পুলিশ সুপার নীলা দোলে-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধিদলটি ঘটনার নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও দ্রুত তদন্ত নিশ্চিত করার পাশাপাশি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়।

উল্লেখ্য, ঘটনার তিন দিন পর পাথারকান্দি থানায় ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হওয়ার পর শুরু হয়েছে জোরদার পুলিশি তদন্ত। প্রশাসনের তরফে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত মামবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা হাজিরা বেগমের একটি গরু গত ১ জুন সন্ধ্যার পর বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরুটির কোনও খোঁজ না মেলায় পরিবারের লোকজন আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজাখুজি শুরু করেন। হারিয়ে যাওয়া গরুর সন্ধানে হাজিরা বেগমের ছেলে জিলাল আহমদ, দেবরের ছেলে আমির হোসেন এবং ননদের ছেলে ইসলাম উদ্দিন বিভিন্ন গ্রামে খোঁজ চালাতে থাকেন। এক পর্যায়ে তারা পার্শ্ববর্তী নালুগাঁও মণিপুরিবস্তি এলাকায় পৌঁছে যান। সেখানেই ঘটে যায় বিপত্তি। অভিযোগ অনুযায়ী, স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি ওই তিন যুবককে গরুচোর সন্দেহে আটক করে। এরপর কোনও ধরনের যাচাই-বাছাই বা পুলিশের শরণাপন্ন না হয়ে তাদের ওপর শুরু হয় নির্মম নির্যাতন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় উঠে এসেছে, যুবকদের ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় তাদের। পরিবারের সদস্যরা জানান, ঘটনার সময় আহতদের একজন ফোনে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ শুনে তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যান। কিন্তু সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ দেখতে পান। অভিযোগ, আহতদের উদ্ধার করতে গেলে পরিবারের সদস্যদেরও হেনস্তা ও হামলার মুখে পড়তে হয়। খবর পেয়ে পাথারকান্দি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে পাথারকান্দি অসামরিক হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু আহতদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় প্রথমে তাদের করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে আমির হোসেন ও ইসলাম উদ্দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা গভীর উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এদিকে, ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর বিষয়টি রাজ্যজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, এক যুবক হাতে বন্দুক সদৃশ একটি বস্তু নিয়ে আহতদের দিকে তেড়ে যাচ্ছেন। ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর ঘটনাটিকে ঘিরে নতুন করে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আহতদের পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন এয়ারগান ব্যবহার করে একাধিকবার গুলি চালায়। এতে আমির হোসেন ও ইসলাম উদ্দিন গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনার তিনদিন পর বৃহস্পতিবার পাথারকান্দি থানায় একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়। মামলায় নালুগাঁও এলাকার শ্যামল সিনহা, প্রমেশ সিনহা, বামবল সিনহা, ছেতই সিনহা ও লাকি সিনহা সহ মোট ১৩ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাথারকান্দি মহকুমার পুলিশ সুপার অনির্বাণ শর্মা জানান, ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে পুলিশ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে এবং দ্রুত আইনের আওতায় আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। কোনও অপরাধীকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

দ্বিতীয়বার মন্ত্রী হিসেবে শপথ

রাজনৈতিক অঙ্গনে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হল অসম সরকারের নবনিযুক্ত মন্ত্রী এবং পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল শপথ গ্রহণের আগে আশীর্বাদ নিতে পৌঁছে যান শক্তিপীঠ মা কামাখ্যার পবিত্র ধামে। সপরিবারে মা কামাখ্যার দর্শন করে তিনি রাজ্যের শান্তি, সমৃদ্ধি, জনগণের কল্যাণ এবং তাঁর উপর অর্পিত নতুন দায়িত্ব সফলভাবে পালনের জন্য দেবীর চরণে প্রার্থনা নিবেদন করেন। মন্দিরে পূজা-অর্চনা ও পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনের সময় এক আবেগঘন মুহূর্তেরও সাক্ষী থাকেন উপস্থিত ভক্ত ও সমর্থকরা।

ভারতমালার ক্ষতিপূরণ আদায়ে

ঘর তৈরি করে ফেলেন। যদিও ক্ষতিপূরণ দেবার আগে ব্যাপারটা যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায়,ঘরগুলো তৈরি হয়েছে পরবর্তীতে। আগে সেসব এলাকায় কোনও ঘরই ছিল না। এরপর সেসব ঘর উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রশাসনিক সূত্রটি জানান, অতি কম খরচে তৈরি ঘরগুলোতে থাকতেন না কেউই। আসলে এসব ঘর কারও বসবাসের উপযুক্ত ছিল না, তৈরিও হয়নি সেই উদ্দেশ্যে। লক্ষ্য ছিল ঘরগুলোর বিনিময়ে মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ আদায়।

এদিকে, এক বিশেষ সূত্রের খবর অনুযায়ী, তাসের ঘর সদৃশ এসব ঘরের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেবার জন্য সক্রিয় ছিল ভূ-বাসন বিভাগের এক সিন্ডিকেটও। এর জন্য বেশ মোটা অংকের অর্থ লেনদেনও হয়েছে। যে সিন্ডিকেটে রয়েছেন কয়েকজন পাটোয়ারি। এরাই আগেভাগে কার কার জমির উপর দিয়ে রাস্তা তৈরি হবে তা গোপনে জানিয়ে দেন। এরপরই জমির ওপর তৈরি হয় একের পর এক ঘর। যদিও শেষ পর্যন্ত তাদের লক্ষ্য পূরণ হয়নি।

জালুকবাড়িতে অগ্নিকাণ্ড, মর্মান্তিক

সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রবল বর্ষণের মধ্যেও স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধারকাজে অংশ নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীকে খবর দেন।

খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর একাধিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নেভানোর পর বাড়ির ভেতর থেকে পরিবারের চার সদস্যের দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

মৃতদের পরিচয় কুদ্দুস আলি, কাজলি বেগম এবং তাঁদের দুই সন্তান হিসেবে জানা গেছে। পরিবারটির বাড়ি অসমের গোয়ালপাড়া জেলার লক্ষীপুর এলাকায় বলে জানা গেছে। অগ্নিকাণ্ডে শুধু চারজনের প্রাণহানিই নয়, সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাঁদের বসতবাড়ি এবং ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ও মূল্যবান সামগ্রী। স্থানীয় সূত্রের দাবি, পরিবারটির একটি হোটেল ব্যবসা ছিল। হোটেলে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডারের বিস্ফোরণ থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ঘটনার পর রাতেই জালুকবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

মক্কা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য দোয়া

পরিবর্তনের পরেও সাধারণ মানুষ বিশেষ কোনও উপকার পাননি। নাম পরিবর্তনের পরিবর্তে অঞ্চলগুলোর সার্বিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, সরকারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। নাম পরিবর্তনের রাজনীতির বদলে উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও জনস্বার্থমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই রাজ্যের মানুষ প্রকৃত উপকৃত হবেন। উল্লেখ্য, বদরপুরের নাম পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলার মধ্যেই আজমলের এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

বরাকে গৌহাটি হাইকোর্টের স্থায়ী

যাতায়াত করতে হওয়ায় আর্থিক ও শারীরিক ভোগান্তির পাশাপাশি বিচারপ্রাপ্তির পথও অনেকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে। বিশেষত দরিদ্র, প্রবীণ, নারী, প্রতিবন্ধী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দারা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন।

সংগঠনের দাবি, বরাক উপত্যকা থেকে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক রিট পিটিশন, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা, ভূমি-বিবাদ এবং জনস্বার্থ সংক্রান্ত আবেদন গৌহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ে জমা পড়ে। ফলে এই অঞ্চলে একটি স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা হলে বিচারব্যবস্থা আরও সহজ, দ্রুত ও জনমুখী হবে। মাস্ক-এর সভাপতি শামসুল হক বড়ভুইয়া ও সম্পাদক প্রেমলাল দেবনাথ স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন। স্মারকলিপির সফট কপি ই-মেইলে এবং হার্ড কপি ডাকযোগে প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২ জুন হাইলাকান্দির শ্রীকিষান সারদা কলেজে অনুষ্ঠিত এক নাগরিক সভায় এ দাবিকে সমর্থন জানিয়ে একটি কনভেনার কমিটি গঠন করা হয়। দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর গণআন্দোলনেরও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদ

বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি এবং যুদ্ধের অজুহাতে ব্যবসায়ীরা প্রতিটি গৃহনির্মাণের সামগ্রীর অস্বাভাবিক হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। পুনরায় নতুন করে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি ও গৃহনির্মাণ সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি কোনও প্রতারণামূলক সাম্প্রদায়িক প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথে এগিয়ে আসতে জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

কৃষ্ণেন্দু পাল ফের মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ায় উৎসবের আবহ শ্রীভূমিতে

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি শহরে একে অপরকে মিষ্টিমুখ করানোর একটি দৃশ্য।

শ্রীভূমি, ৫ জুন : পাথারকান্দি কেন্দ্র থেকে টানা তৃতীয়বারের মতো বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর রাজ্য মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন কৃষ্ণেন্দু পাল। বৃহস্পতিবার তার মন্ত্রিত্বের খবর প্রকাশ্যে আসতেই শ্রীভূমিজুড়ে আনন্দের আবহ তৈরি হয়। শহরের বিভিন্ন এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকরা আতসবাজি ফাটিয়ে, একে অপরকে মিষ্টিমুখ করিয়ে এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে এই সাফল্য উদযাপন করেন। শহরের নক্ষত্র হোটেলের সামনে এদিন এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী মহল এবং পথচারীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করে আনন্দ ভাগ করে নেন শ্রীভূমি পুরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপতি পার্থসারথি দাস। তিনি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার জন্য কৃষ্ণেন্দু পালকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পার্থসারথি দাস বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যোগ্য ব্যক্তিকেই মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছেন। কৃষ্ণেন্দু পাল একজন দক্ষ সংগঠক ও জননেতা। পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভায় মীন, পশুপালন ও পশুচিকিৎসা বিভাগের দায়িত্বে থেকে তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যেই যে কাজ করেছেন সেটা রাজ্যের মানুষের কাছে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। তার অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা আগামীদিনেও রাজ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।' তিনি আরও বলেন, শুক্রবার কৃষ্ণেন্দু পাল মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। এরপর রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি পাথারকান্দি ও শ্রীভূমি জেলার দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি আরও সক্রিয় ভূমিকা নেবেন বলে এলাকার মানুষের প্রত্যাশা।

অন্যদিকে নক্ষত্র গ্রুপের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সব্যসাচী কর বলেন, 'কৃষ্ণেন্দু পালের মন্ত্রিত্ব লাভ শ্রীভূমির মানুষের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। তিনি অতীতে যেভাবে জনস্বার্থে কাজ করেছেন তাতে মানুষের আস্থা আরও দৃঢ় হয়েছে। মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে তিনি জেলার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে আমরা আশাবাদী। তিনি আরও বলেন, শ্রীভূমির সার্বিক অগ্রগতি ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু পালের নেতৃত্ব ও উদ্যোগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আগামীদিনে তার হাত ধরেই জেলার উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। মন্ত্রিত্বের খবরে দিনভর শহরের বিভিন্ন এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের একাংশও এই আনন্দ-উচ্ছ্বাসে সামিল হন। অনেকেই আশাপ্রকাশ করেন, কৃষ্ণেন্দু পালের মন্ত্রিত্ব লাভে শ্রীভূমি জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন আরও গতি পাবে এবং জেলার দীর্ঘদিনের নানা সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

পিএনবি-র লালা শাখার নতুন ভবনের উদ্বোধন

বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে গ্রাহকবান্ধব ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় গুরুত্ব

ফিতা কেটে পিএনবি-র নতুন ভবনের উদ্বোধন করছেন শিলচর গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিরঞ্জয় রায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ৫ জুন : এক উৎসবমুখর পরিবেশে বৃহস্পতিবার পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি)-র লালা শাখার নবরূপে সজ্জিত ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এদিন লাল ফিতা কেটে, স্মারক ফলক উন্মোচন এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে নবসজ্জিত ভবনের উদ্বোধন করেন শিলচর গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিরঞ্জয় রায়, সার্কল হেড সৌরভকুমার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের সংবর্ধনা জানান পিএনবি লালা শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার রক্তিম বর্মণ। স্বাগত ভাষণ ও অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন পিএনবি সার্কল কার্যালয়ের আধিকারিক বিপ্রজিৎ দত্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের গৌরবময় ইতিহাস, দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং গ্রাহকসেবায় তাদের অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরেন। সার্কল হেড সৌরভকুমার তার বক্তব্যে ব্যাঙ্কের ১৩২ বছরের ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, বর্তমানে পিএনবি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সরকারি ব্যাঙ্ক হিসেবে কোটি কোটি গ্রাহককে সেবা প্রদান করছে। তিনি আমানত, ঋণ, ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং, কৃষি, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা গ্রহণের জন্য সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানান। মুখ্য অতিথি উপাচার্য নিরঞ্জন রায় তাঁর বক্তব্যে 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে শক্তিশালী ও গ্রাহকবান্ধব ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ভিত্তি স্থানীয় এলাকার উন্নয়নের মধ্যেই নিহিত। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে কৃষি, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও গ্রামীণ শিল্পে ব্যাঙ্কগুলোর আরও সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা মানুষের জীবনকে সহজ করেছে এবং ইউপিআই-ভিত্তিক ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা আজ বিশ্বের কাছে ভারতের একটি সফল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শক্তিশালী ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, আধুনিক প্রযুক্তি এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নত ভারতের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার রক্তিম বর্মণ বলেন, ভবিষ্যতেও পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের আরও উন্নত ও আধুনিক ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। অনুষ্ঠানে পিএনবি সার্কল কার্যালয়ের আধিকারিক মৌপি দেব পুরকায়স্থ, রূপম দেব, ইকবাল বাহার মজুমদার, ডা. নাদিম আহমদ, রিংকু আচার্য সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বিধায়কের উদ্যোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান

কালীনগর প্রথম খণ্ডে বসল নয়া ট্রান্সফর্মার

নতুন ট্রান্সফর্মারের সামনে উৎফুল্ল স্থানীয় লোকজন।

সুশীলকুমার সিনহা

কাটাখাল, ৫ জুন : হাইলাকান্দি জেলার কালীনগর প্রথম খণ্ড এলাকায় বিকল হয়ে পড়া বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারের জায়গায় মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বসল নতুন ট্রান্সফর্মার। ফলে বিদ্যুৎ সঙ্কট কাটিয়ে স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ট্রান্সফর্মার বিকল হয়ে পড়ায় এলাকাজুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়। এতে চরম ভোগান্তির শিকার হন সাধারণ মানুষ। বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দারা হাইলাকান্দির বিধায়ক মিলন দাসের নজরে আনলে তিনি দ্রুত বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। বিধায়কের তৎপরতা এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতায় মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পুরনো বিকল ট্রান্সফর্মারের পরিবর্তে নতুন ট্রান্সফর্মার স্থাপন করা হয়। নতুন ট্রান্সফর্মার চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এলাকায় স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরায় শুরু হয়।

এলাকাবাসী বিধায়ক মিলন দাস ও বিদ্যুৎ বিভাগের এই দ্রুত পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাদের মতে, মানুষের সমস্যা সমাধানে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার ফলেই অল্প সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। গ্রামের জনগণ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, বিধায়ক কথা দিয়ে কথা রেখেছেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বুথ সভাপতি বিপ্লব দাস সহ রঞ্জন দাস, বিমল দাস, দীপু দাস, বাপন দাস, বীরেশ দাস, বাবুল দাস, বিক্রম দাস, তপন দাস। সঙ্গে ছিলেন কালীনগর মণ্ডলের সহ-সভাপতি সঞ্জিত রায়, অসম রাজ্য কিষান মোর্চার সদস্য অনুপম দে, কালীনগর পল্লী উন্নয়ন ক্লাবের সভাপতি পাপ্পি দে প্রমুখ।

হাইলাকান্দিতে দিব্যাঙ্গ ও প্রবীণদের সহায়ক সামগ্রী প্রদানে মূল্যায়ন শিবির ৮ জুন থেকে

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৫ জুন : হাইলাকান্দি জেলায় বিশেষভাবে সক্ষম (দিব্যাঙ্গ) এবং প্রবীণ নাগরিকদের সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করতে হাইলাকান্দির জেলা সমাজকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে আগামী ৮ জুন থেকে জেলার বিভিন্ন স্থানে মূল্যায়ন শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এডিপ (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়তা) এবং আরভিওয়াই (রাষ্ট্রীয় বয়োশ্রী যোজনা) প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই মূল্যায়ন অভিযানের শিবিরগুলি জেলার পাঁচটি প্রধান স্থানে পরিচালিত হবে। আগামী ৮ ও ৯ জুন আলগাপুরের এএলসি কলেজে দু'দিনের শিবিরের মাধ্যমে এই অভিযান শুরু হবে। ১০ জুন শিবিরটি দক্ষিণ হাইলাকান্দি উন্নয়ন ব্লক ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত দক্ষিণ হাইলাকান্দি আইসিডিএস প্রকল্পের সিডিপিও কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। কাটলিছড়ার বাসিন্দারা ১১ জুন কাটলিছড়ার এসকে রায় কলেজে নির্ধারিত পরবর্তী শিবিরে অংশ নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দু'দিনের শিবিরটি ১২ এবং ১৩ জুন লালাবাজারের রুরাল কলেজে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। জেলাভিত্তিক এই অভিযানের শেষ পর্বটি ১৫ জুন হাইলাকান্দির লক্ষীশহরের হরিকিশোর উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এই কার্যক্রমগুলি সংশ্লিষ্ট সার্কল অফিসারদের তত্ত্বাবধানে এবং শিশু বিকাশ প্রকল্প কর্মকর্তার সহায়তায় পরিচালিত হবে। প্রকল্পের অধীনে যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য সুবিধাভোগীদের অবশ্যই নির্দিষ্ট নথিপত্র সঙ্গে আনতে হবে বলে প্রশাসন কঠোর নির্দেশ জারি করেছে। এডিপ প্রকল্পের অধীনে সুবিধা পেতে ইচ্ছুক দিব্যাঙ্গদের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রগুলির মধ্যে রয়েছে- একটি ইউনিক ডিস্যাবিলিটি আইডি (ইউডিআইডি) কার্ড অথবা ৪০ বা তার বেশি প্রতিবন্ধকতা দর্শিয়ে একটি স্বীকৃতি নম্বর সহ মেডিক্যাল ডিস্যাবিলিটি সার্টিফিকেট, (আধার কার্ড ওমিটেড), মাসিক আয় ২২,৫০০ টাকা বা তার কম যাচাইকরণ সংক্রান্ত একটি আয়ের শংসাপত্র অথবা একটি বৈধ রেশন কার্ড এবং একটি সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজের ছবি। আরভিওয়াই প্রকল্পের অধীনে আবেদনকারী প্রবীণ নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রগুলি হল- আধার কার্ড ওমিটেড, মাসিক আয় ১৫,০০০ টাকা বা তার কম যাচাইকরণ সংক্রান্ত একটি আয় শংসাপত্র অথবা একটি বৈধ রেশন কার্ড এবং একটি সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

বদরপুরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির ৭ জুন

সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুরঘাট, ৫ জুন : বদরপুরে আগামী ৭ জুন অনুষ্ঠিত হবে বিনামূল্যের এক স্বাস্থ্য শিবির। বদরপুরের 'অর্থ কেয়ার' (বিকন জুনিয়র কলেজ সংলগ্ন) প্রাঙ্গণে সকাল ১০টায় শুরু হবে এই স্বাস্থ্য শিবির। রোগীরা সকাল ১০টায় নাম নথিভুক্ত করে বিনামূল্যে বিভিন্ন পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। বদরপুর পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং অর্থ কেয়ার-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে অস্থিরোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা প্রদান করা হবে। শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা হাড়, জয়েন্ট ও মেরুদণ্ডের সমস্যার চিকিৎসা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনীয় টেস্ট, এক্স-রে, ফিজিওথেরাপি এবং ওষুধ সংক্রান্ত পরামর্শ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। শিবির পরিচালনা করবেন অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ তাসদিক। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সবাইকে নাম নথিভুক্ত করে শিবিরে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রয়োজনে ৮৮১২৯৬৫৪০১, ৯৯৫৪৯৩৬৩২৯ ও ৮৬৩৮২৬৯৮৬ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

বিজেপির কাছাড় জেলা তফসিলি মোর্চার বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে জেলা তফসিলি মোর্চার কর্মকর্তা সহ বিশিষ্টজন। শুক্রবার তোলা ছবি।

সাময়িক প্রসঙ্গ, আমড়াঘাট, ৫ জুন : বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মধ্যদিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করেছে বিজেপির কাছাড় জেলা তফসিলি মোর্চা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কাছাড় জেলা তফসিলি মোর্চার পক্ষ থেকে শুক্রবার শিলচর মালিনীবিলের ভারত সেবাশ্রম সংঘের মন্দির প্রাঙ্গণে সেবাশ্রম সংঘের স্বামীজি যথাক্রমে সাধনানন্দজি মহারাজ এবং গহনানন্দজি মহারাজ সহ প্রণবানন্দ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শিলচর শহর মণ্ডলের অধীন তারাপুরে শীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুরূপভাবে রাঙ্গিরখাড়ির রাধারমণ জিউর আখড়া সহ শিলচর শহরের বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এই কর্মসূচিতে জেলা তফসিলি মোর্চার সভাপতি অধ্যাপক স্বপন শুক্লবৈদ্য, অমলেন্দু রায়, অমলেন্দু লস্কর, ভাস্করজ্যোতি দাস, কিষান বাসফর, হীরক সূত্রধর, অমিত দাস, অরবিন্দ দাস, জীবন অধিকারী ও বিভিন্ন মণ্ডলের সভাপতি সহ স্থানীয় মোর্চার কর্মকর্তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া কাছাড় জেলার ২৩টি মণ্ডলে ব্যাপকভাবে এই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে বলে মণ্ডলের সভাপতিরা জানিয়েছেন।

ভাঙ্গারপারে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাফাই অভিযান

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ৫ জুন : বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়েছে ভাঙ্গারপারে। শুক্রবার ভাঙ্গারপার ভিবজিওর ফাউন্ডেশন পরিচালিত স্প্রিং ডেলস অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি স্থানীয় বিক্রমপুর রামকমল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিভিন্ন মূল্যবান গাছের চারা রোপণ করা হয়। শুধু গাছের চারা রোপণ নয় চারাগুলো রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা রোপণকৃত চারা গাছগুলোর নিয়মিত পরিচর্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এদিন বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বচ্ছ ভারতের অঙ্গ হিসেবে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে সাফাই অভিযান চালানো হয়। এ উপলক্ষে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তারা বলেন, আশপাশের এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের কোনও বিকল্প নেই। সবাইকে পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। বেশি বেশি করে গাছের চারা রোপণ ও তার পরিচর্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিক্রমপুর রামকমল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইনচার্জ তথা এসডিএমও ডাঃ ডিবি দেউরির হাতে ডাস্টবিন তুলে দেন ভাঙ্গারপার ভিবজিওর ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কমলেশ সেন, ভাইস চেয়ারম্যান প্রিয়া হাজরিকা, সম্পাদক শঙ্কর নাথ, সহ সম্পাদক কার্তিক রায়, সুদীপ দে, তারিক ভট্টাচার্য, আদ্রিজা ভাওয়াল, গীতা রিম্বাই, লুৎফর রহমান লস্কর ও ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্মকর্তা অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন বড়ভুইয়া। এদিন বিক্রমপুর রামকমল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাফাই অভিযানে অংশ নেন ফাউন্ডেশন পরিচালিত স্প্রিং ডেলস অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অশিক্ষক কর্মচারীরা। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপণ সহ সাফাই অভিযানের জন্য বিক্রমপুর রামকমল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে বেছে নেওয়ার জন্য ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন হাসপাতালের ইনচার্জ ডাঃ ডিবি দেউরি।

বিক্রমপুর রামকমল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বৃক্ষরোপণ ও সাফাই অভিযানে সামিল পড়ুয়া সহ অন্যান্যরা।

শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ আধার নিবন্ধন ও সংশোধন শিবিরে সাড়া পাথারকান্দিতে

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগকে সাধুবাদ অভিভাবকদের

এসএম জাহির আব্বাস

শিবিরে এক স্কুলপড়ুয়ার আধার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ব্যস্ত সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মীরা। বৃহস্পতিবার তোলা ছবি।

কটামণি, ৫ জুন : ইউডাইস ও আপার আইডি তৈরিতে আধার বাধ্যতামূলক হওয়ায় শিক্ষার্থীদের আধার নিবন্ধন ও সংশোধন নিয়ে যখন অভিভাবকদের মধ্যে ব্যস্ততা তুঙ্গে ঠিক তখনই তাদের সুবিধার্থে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করে শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন। পাথারকান্দির দু'টি বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই শিবিরে দিনভর ছিল অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের উপচেপড়া ভিড়। শিক্ষার্থীদের আধার নিবন্ধন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংশোধনের লক্ষ্যে শ্রীভূমি জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগে বৃহস্পতিবার পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক শিক্ষাখণ্ডের অধীন পাথারকান্দি শহরের গার্লস এমই স্কুল এবং প্রেমময়ী সিনিয়র বেসিক স্কুলে পৃথকভাবে দু'টি বিশেষ আধার নিবন্ধন ও সংশোধন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকেই বৃহত্তর পাথারকান্দি এলাকার সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শতাধিক অভিভাবক তাদের সন্তানদের নিয়ে নির্ধারিত শিবিরে উপস্থিত হয়ে আধার নিবন্ধন, তথ্য সংশোধন এবং বায়োমেট্রিক আপডেটের কাজ সম্পন্ন করেন।

জেলা কমিশনারের স্বাক্ষরিত সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে আয়োজিত এই বিশেষ শিবিরে শিশুদের আধার সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা এক ছাদের নিচে প্রদান করা হয়। ফলে দূরদূরান্তে গিয়ে আধার সংক্রান্ত কাজ করার ঝামেলা থেকে অনেকটাই স্বস্তি পান অভিভাবকরা।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বর্তমানে সমগ্র দেশে শিক্ষার্থীদের ইউ-ডাইস ডাটাবেসে পেন এবং আপার আইডি তৈরির ক্ষেত্রে আধার নম্বর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি ৫ বছর ও ১৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া শিশুদের ক্ষেত্রে আধারের বায়োমেট্রিক তথ্য-আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণির স্ক্যান-আবশ্যিকভাবে হালনাগাদ করার নির্দেশ রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে জেলা প্রশাসনের এমন উদ্যোগ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। শিবিরে উপস্থিত অভিভাবকদের একাংশ জানান, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই আধার নিবন্ধন ও সংশোধনের সুযোগ পাওয়ায় সময় এবং অর্থ উভয়ের সাশ্রয় হয়েছে। একইসঙ্গে শিশুদের শিক্ষাগত নথিপত্রের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়াও সহজ হয়েছে। শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন এবং জেলা সর্বশিক্ষা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়ে অভিভাবকরা আশাপ্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এধরনের জনমুখী শিবিরের আয়োজন অব্যাহত থাকবে। শিক্ষার্থীদের আধার নিবন্ধন, তথ্য সংশোধন এবং বায়োমেট্রিক আপডেট নিশ্চিত করতে শ্রীভূমি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পাথারকান্দিতে আয়োজিত বিশেষ শিবিরে ব্যাপক সাড়া মিলেছে।

ধলাই সমজেলার পালংঘাটে খাল থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

সাময়িক প্রসঙ্গ, আমড়াঘাট, ৫ জুন : ধলাই সমজেলার পালংঘাট এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকেলে সাড়ে ৩টার দিকে আনুয়ারপার-শিববাড়ি সড়কের পাশের একটি খাল থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত যুবক রুকনি ৩য় খণ্ডের বাসিন্দা প্রয়াত শ্রীকুমার দাসের একমাত্র পুত্র কুশল দাস (৩৫) বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেল প্রায় ৩টার দিকে কুশল দাস বাড়ি থেকে পালংঘাট বাজারের উদ্দেশে বের হন। এবং কিছু সময় পর খালের জলে তার নিথর দেহ দেখতে পেয়ে এক পথচারী বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আনেন। স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে তাকে পরীক্ষা করে দেখেন, তবে ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পালংঘাট ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পালংঘাট জিপির প্রাক্তন জিপি সভাপতি শশাঙ্ক শীল জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কুশল দাস হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করেন। সম্ভবত তিনি খালের ওপর থাকা ড্রেনের রেলিংয়ে বসেছিলেন। পরে সেখান থেকে নীচে জলে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু ঘটে থাকতে পারে। তিনি আরও জানান, কুশল দাসের মৃত্যুতে তার বৃদ্ধা মা সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়ে তিনি গভীর সংকটে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় বিধায়ক অমিয়কান্তি দাস এবং জেলা প্রশাসনের কাছে অসহায় পরিবারটির জন্য সরকারি আর্থিক সহায়তা ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন শশাঙ্ক শীল।

অন্যদিকে, এলাকার একাংশের বাসিন্দাদের দাবি, কুশল দাস অতিরিক্ত মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন এবং সে কারণেও এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে এসব দাবির সত্যতা এখনও নিশ্চিত হয়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীর আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বেহাল স্লুইস গেট, সতর্কবার্তা

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ৫ জুন : বর্ষা পুরোপুরি শুরু হওয়ার আগেই নতুন উদ্বেগের মুখে শ্রীভূমি শহর। কুশিয়ারা নদীর তীব্র ভাঙনে শহরের চরবাজার ও চরাকুড়ি এলাকার নদী তীরবর্তী দু'টি গুরুত্বপূর্ণ স্লুইস গেট বর্তমানে চরম ঝুঁকির মুখে। গেট দু'টির আশপাশের বিস্তীর্ণ অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় যে কোনও সময় সেগুলো ভাঙনের কবলে পড়ে ধসে যেতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে স্লুইস গেট ভেঙে গেলে কুশিয়ারার জল সরাসরি শহরে ঢুকে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে বলে সতর্ক করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। শনিবার শ্রীভূমির জেলা কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিস্তারিত তুলে ধরেন স্থানীয় বাসিন্দা-সহ নাগরিক আহ্বায়ক কমিটির কর্মকর্তারা। বৃহস্পতিবার শ্রীভূমির নাগরিক আহ্বায়ক কমিটির তরফে জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য নির্মল দে, সিপিআই-র জেলা সম্পাদক চন্দন চক্রবর্তী, এসইউসিআই জেলা সম্পাদক অরুণাংশু ভট্টাচার্য, মহিলা নেত্রী পূর্ণিমা চৌধুরী, প্রাক্তন পুরকমিশনার সুলেখা দত্তচৌধুরী, আইনজীবী জ্যোতিষ পুরকায়স্থ, শুভম দাস, অহিরঞ্জন দে, সন্দীপ নন্দী, আশিসজ্যোতি ধর, গৌরা রায়, অজয় দত্ত-সহ অন্যরা চরবাজার ও চরাকুড়ি এলাকার নদীভাঙন এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্লুইস গেট দু'টি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। সেদিন স্থানীয় সন্ধানী সংঘ ক্লাবের কর্মকর্তারা, বৃহত্তর চরবাজার অঞ্চলের বহু বাসিন্দা এবং নিকটবর্তী বিএসএফ ক্যাম্পের জওয়ানরাও উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, দীর্ঘদিন ধরে কুশিয়ারা নদীর লাগাতার ভাঙনের ফলে স্লুইস গেট দু'টির চারপাশের মাটি ব্যাপকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। নদীর ধার ঘেঁষে থাকা একাধিক অংশ ইতোমধ্যে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। ফলে স্লুইস গেটের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। বর্ষার সময় নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং প্রবল স্রোতের ধাক্কা সামলাতে গেটগুলো কতটা সক্ষম হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিষয়টি বহুদিন ধরে সংশ্লিষ্ট দফতরের নজরে আনা হলেও কার্যকর কোনও স্থায়ী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অস্থায়ী কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা নদীর আগ্রাসন রোধে যথেষ্ট নয় বলেই মত তাঁদের। ফলে প্রতি বর্ষাতেই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষকে। নাগরিক আহ্বায়ক কমিটির সদস্যদের বক্তব্য, কুশিয়ারা নদীর গতিপথ ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে এবং নদীর মূল স্রোত বর্তমানে স্লুইস গেটগুলোর দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নদীতে জলস্ফীতি হলে অথবা আকস্মিক বন্যা দেখা দিলে গেটগুলো ভেঙে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে নদীর জল সরাসরি শহরের অভ্যন্তরে ঢুকে চরবাজার, চরাকুড়ি-সহ শ্রীভূমির বিস্তীর্ণ অংশ প্লাবিত করতে পারে। এতে হাজার হাজার মানুষের জীবন ও সম্পত্তি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পরিদর্শন শেষে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে নদীভাঙন প্রতিরোধে জিওব্যাগ ফেলা, পাথর বাঁধ নির্মাণ, স্লুইস গেটের সুরক্ষা জোরদার করা এবং দীর্ঘমেয়াদি নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণের দাবি জানান। পাশাপাশি তাঁরা প্রশাসন, জলসম্পদ বিভাগ এবং রাজ্য সরকারের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেন। নাগরিক আহ্বায়ক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে জেলা কমিশনার প্রদীপকুমার দ্বিবেদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুরো বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে। নদীভাঙন রোধ এবং স্লুইস গেট রক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপের দাবিতে স্মারকলিপিও প্রদান করা হবে।

হজরত মহম্মদকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যে রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া, ডবকা থানায় আমসু-র এজাহার দায়ের

সাময়িক প্রসঙ্গ, হোজাই, ৫ জুন: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নবি হজরত মহম্মদ (সাঃ)-কে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সমগ্র অসমে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। 'হিরেন হিন্দু অসম' নামের এক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীর করা বিতর্কিত মন্তব্যের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নিন্দা ও প্রতিবাদের ধারা অব্যাহত থাকার মধ্যেই আজ আমসু-র হোজাই জেলা সমিতি ডবকা থানায় একটি এজাহার দাখিল করে। এজাহারে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবিলম্বে মামলা রুজু করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। আমসু-র হোজাই জেলা সমিতির সভাপতি কবির আহমদ লস্কর বলেন, কোনও

ধর্ম, ধর্মগুরু বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমান করে মন্তব্য করা কখনওই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এধরনের উসকানিমূলক ও আপত্তিকর মন্তব্য সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে পারে। তিনি আরও প্রশাসনের কাছে বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত করে দ্রুত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। জেলা আমসু-র মতে, ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

এদিকে, ঘটনাটি নিয়ে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সচেতন মহল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দায়িত্বশীল আচরণ বজায় রাখা এবং কোনও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে এমন মন্তব্য থেকে বিরত থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এজাহার পাওয়ার পর পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানা গেছে।

জিরিবামে ৪৭ কোটির ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, গ্রেফতার ১

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন : মণিপুরের জিরিবাম জেলায় মাদক পাচারবিরোধী যৌথ অভিযানে প্রায় ৪৭ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। আসাম রাইফেল্স, মণিপুর পুলিশ, সিআরপিএফ এবং আইআরবি-র যৌথ অভিযানে এই সাফল্য আসে। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জেলার মধ্যে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। বৃহস্পতিবার লেইঙ্গাংপোকপি এলাকা থেকে বিহারের বাসিন্দা এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে ৪ লক্ষ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৪৭ কোটি। অভিযুক্তের ব্যবহৃত একটি টাটা গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ঘটনার তদন্ত চলছে এবং মাদক চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের সন্ধানে তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। আসাম রাইফেল্স, জিরিবাম পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় মাদক পাচার রোধে সক্রিয়ভাবে অভিযান চালিয়ে আসছে। নিরাপত্তা বাহিনীর মতে, এই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নগাঁওয়ে পুরনো ইউকেলিপটাস বৃক্ষ কর্তন

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ৫ জুন: নগাঁও শহরে বিশ্ব পরিবেশের দিনে এক অঘটন ঘটে। শহরের ডিমরুগুড়ির নারায়ণা স্কুল এবং বিপিএন টাটা মোটর্সের সামনে থাকা একটি অতি পুরনো ইউকেলিপটাস গাছ দুষ্কৃতকারী কেটে ফেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব পড়ার সময়ে ডিমরুগুড়িতে অতি পুরনো গাছ কাটায় হতচকিত হয়ে পড়েছেন জনগণ। গাছের চারা রোপণ করার বিপরীতে বৃহৎ আকারের গাছ কেটে ফেলায় দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে সরব দল-সংগঠন। পরে ঘটনাস্থলে বন বিভাগের লোক উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করেন। সেসঙ্গে বনবিভাগে এই সম্পর্কে একটি মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত আরম্ভ করেছে। অন্যদিকে, এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান অসম জাতীয়তাবাদী যুব-ছাত্র পরিষদের নগাঁও জেলা সমিতির সভাপতি প্রবাল শর্মা এবং সাধারণ সম্পাদক হেমন্ত দাস। সংবাদমাধ্যমকে বলেন, গাছ কাটা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের সদস্য বাধা প্রদান করায় গাছ কাটায় রত লোকজন পালিয়ে যায়। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনে এধরনের দু'টি প্রতিষ্ঠানের সামনে কে গাছ কাটল, সেটি বিচার্য বিষয়। এ সম্পর্কে এক উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করে দোষীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পরিষদে নগাঁও নগর সমিতি বন বিভাগকে স্মারকপত্র দিয়ে দাবি জানিয়েছে।

প্রবল উৎসাহে পালিত বিশ্ব পরিবেশ দিবস

লালা পুর বোর্ড

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ৫ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে লালা পুর বোর্ডের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার লালা পার্কে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন লালা পুর বোর্ডের চেয়ারপার্সন তুরসি রায়, ভাইস চেয়ারম্যান সানা তম্বা সিংহ, লালা পুর বোর্ডের সদস্য এবং কর্মীরা। অনুষ্ঠানে পার্কের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপণ করা হয়। বক্তারা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ পৃথিবী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে লালা পার্কের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে। এর পাশাপাশি বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পার্কটিকে আরও সবুজ, পরিচ্ছন্ন ও মনোরম করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আয়োজিত এই কর্মসূচি স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। আয়োজকদের আশা, এমন উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া এদিন লালার একাধিক স্কুল-কলেজেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের খবর পাওয়া গেছে।

লক্ষা প্রেস ক্লাব

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষা, ৫ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবসে লক্ষা শহরের ঐতিহ্যবাহী লক্ষা প্রেস ক্লাবে উৎসাহ-উদ্দীপনায় প্রেস ক্লাবের নিজস্ব প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে আজ প্রেস ক্লাবের প্রেক্ষাগৃহে ক্লাবের সকল সদস্য সমবেত হয়ে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। তারপর প্রেস ক্লাবের সভাপতি হেমন্ত গোস্বামী ও সম্পাদক মনোজ মজুমদার প্রেসক্লাবের সম্মুখে বৃক্ষরোপণ করেন। সঙ্গে অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই জমিটি লক্ষা প্রেসক্লাবকে সরকারিভাবে হস্তান্তর করা হয়েছিল।

ডিমা হাসাও জেলা

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ৫ জুন : সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শুক্রবার ডিমা হাসাও জেলাজুড়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে সচেতনতামূলক সভা, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, পরিচ্ছন্নতা অভিযান-সহ নানা পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানগুলোতে পরিবেশ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বক্তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলতে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

এদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, সমাজকর্মী এবং সাধারণ মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরিবেশ সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়নের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এসব কর্মসূচি ব্যাপক সাড়া ফেলে। শুক্রবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা প্রকৃতির অমূল্য আশীর্বাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, নির্মল বাতাস, স্বচ্ছ জলধারা এবং আমাদের চারপাশের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা প্রশংসার দাবিদার। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ এবং টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করা হচ্ছে। এই উদ্যোগগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহায়ক হবে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে ভরপুর ডিমা হাসাও আমাদের গর্ব। এই অমূল্য সম্পদকে অবহেলা না করে আমাদের সকলের উচিত একযোগে এর সুরক্ষা, পরিচর্যা ও উন্নয়নে কাজ করে যেতে হবে বলে মন্তব্য করে দেবোলাল গার্লোসা সবাইকে পরিবেশ রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওকে একটি বিশ্বমানের পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

শ্রীভূমি বন বিভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৫ জুন : 'আমাদের ভূমি, আমাদের ভবিষ্যৎ' এই সংকল্পকে সামনে রেখে শ্রীভূমি বন বিভাগের উদ্যোগে শুক্রবার জেলাজুড়ে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষা, বনায়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, সীমান্ত চৌকি এবং বনাঞ্চল সংলগ্ন গ্রামগুলোতে দিনব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে লোয়াইরপোয়া রেঞ্জ ও বালিপিপলা বিটের বালিপিপলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে দিবসের সূচনা করা হয়। বনাঞ্চলে বসবাসকারীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বনকর্মীদের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এতে শ্রীভূমি বনবিভাগের ডিএফও, লোয়াইরপোয়া রেঞ্জের আরএফও, বালিপিপলা বিটের বিট অফিসার-সহ বন বিভাগের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। এতে লোয়াইরপোয়া রেঞ্জের অধীনস্থ ১৭টি ফরেস্ট ভিলেজ এবং ৪টি গ্রামে সর্বমোট ২২,৫৩০টি চারাগাছ বিতরণ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ চেতনা জাগ্রত করতে জেলার একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যুইজ, অঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং বৃক্ষরোপণ অভিযান চালানো হয়। এতে দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরীর উপস্থিতিতে কনকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সচেতনতা সভা, অঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি নিলামবাজার কলেজে একটি বৃহৎ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চালানো হয়। এদিকে, গৌরগোবিন্দ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদের উপস্থিতিতে সচেতনতা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। এছাড়া আছিমগঞ্জের ইউনিক পাবলিক স্কুল, পাথারকান্দির মডার্ন ইংলিশ স্কুল, রাকেশনগরের রাকেশ চন্দ এমই স্কুল, রাইজিং সান ইনস্টিটিউটে অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং কালীগঞ্জ পায়োনিয়ার কলেজে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় ও চারাগাছ রোপণ করা হয়। এদিন দোহালিয়া রেঞ্জ, সলগই ও বৈঠাখাল বিটের রাস্তাঘাট ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপণ করা হয়। সলগই বিট ও বৈঠাখাল সাব-বিটের উদ্যোগে ৭৭৫ নং পূর্ব আসাইরঘাট এলপি স্কুলে চারাগাছ রোপণ ও সচেতনতা সভা করা হয়। এছাড়া রাধাপ্যারী বাজার জিপির পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সহায়তায় আসাইরঘাট এলাকায় সড়ক সংলগ্ন বৃক্ষরোপণ করা হয়। হরিনগর জিপির পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে আনিপুর হরিনগর পিডব্লুডি সড়কে দোহালিয়া রেঞ্জের কর্মীরা বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ করেন। এদিকে, জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে ভৈরবনগর আঞ্চলিক পঞ্চায়তের বিএমসি সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতায় আনন্দপুর এলাকায় রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রূপায়িত হয়। এদিন জনজাতি সম্প্রদায় ও ফরেস্ট ভিলেজের অংশগ্রহণে পরিবেশ রক্ষায় স্থানীয় খাসিয়া ও ট্রাইবাল জনজাতির মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন। পাথারিয়া ব্লক-বি ফরেস্ট ভিলেজ, সোনাতলার খাসিয়াপুঞ্জি এবং সারজুল খাসিয়া পুঞ্জিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারা ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করা হয়। চন্দ্রপুর পান তাউঙ্গিয়া গ্রাম এবং মাগুরছড়া কালাছড়া তাউঙ্গিয়া গ্রামে ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে চারা রোপণ ও বিতরণ করা হয়। এতে ১৫০০টি চারা রোপণ এবং ৬০০টি চারা বিতরণ করা হয়। এতে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সুরক্ষাকর্মীরাও এই সবুজ অভিযানে সামিল হন। এতে ভাঙ্গা, স্টিমারঘাট এবং আওরঙ্গাবাদ বিওপি-তে চারাগাছ বিতরণ করা হয়। এছাড়া মালেগড় আঞ্চলিক পঞ্চায়েত জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটির যৌথ উদ্যোগে এবং স্থানীয় পুলিশকর্মী ও সাধারণ জনগণকে চারাগাছ প্রদান করা হয়। এই বিশেষ অভিযানে মোট ২৩৫০টি চারাগাছ রোপণ ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের শ্রীভূমি শাখার ব্যবস্থাপনায়ও জেলাজুড়ে শুক্রবার বিভিন্ন স্থানে গাছের চারা রোপণ করা হয়।

বদরপুর শিক্ষা খণ্ড

সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুরঘাট, ৫ জুন : বদরপুর শিক্ষা খণ্ডের অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলোতে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৫ জুন (শুক্রবার) বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়েছে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ৮০৭ খালোপার এলপি স্কুলে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়।

এদিন প্রাতঃসভার পর প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দিবসটি উদ্‌যাপন করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র জাহিদ আহমদ 'বায়ু' সম্পর্কে ছোট্ট বক্তব্য রাখে। পঞ্চম শ্রেণির রহমান উদ্দিন 'গাছ' নিয়ে এবং মছরুর আলম 'জল' নিয়ে বক্তব্য রাখে। এরপর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ সচেতনতামূলক বিভিন্ন স্লোগান দেয়। শিক্ষকমণ্ডলী পড়ুয়াদের সামনে বিশ্ব পরিবেশের তাৎপর্য সম্বন্ধে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সবুজ পরিবেশ গঠনের লক্ষ্যে বেশি করে গাছপালা রোপণ এবং গাছের প্রতি যত্নশীল হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ দেন।

এদিন দুপুরে আবহাওয়া পরিষ্কার হলে পর বিগত দিনে বিদ্যালয়ের তরফে লাগানো গাছগুলোর নীচে গিয়ে পড়ুয়ারা ফটো তোলে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আয়াছুর রহমান চৌধুরী জানান, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক মিলে কমপক্ষে ৫০টি চারা রোপণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

সারা আসাম গ্রাম্য ঔষধ ব্যবসায়ী সংস্থা

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষা, ৫ জুন : লক্ষা শহরের পার্শ্ববর্তী ভালুকমারি হাইস্কুলে সারা অসম গ্রাম্য ঔষধ ব্যবসায়ী সংস্থার উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কয়েকটি মূল্যবান বৃক্ষ রোপণ করা হয়। ওই কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও এই অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

মৃদুল দেব, নবম শ্রেণি, শিলচর কলেজিয়েট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল।

তানবীর হাসান লস্কর, নবম শ্রেণি, ডেফোডিল্‌স স্কুল, শিলচর।

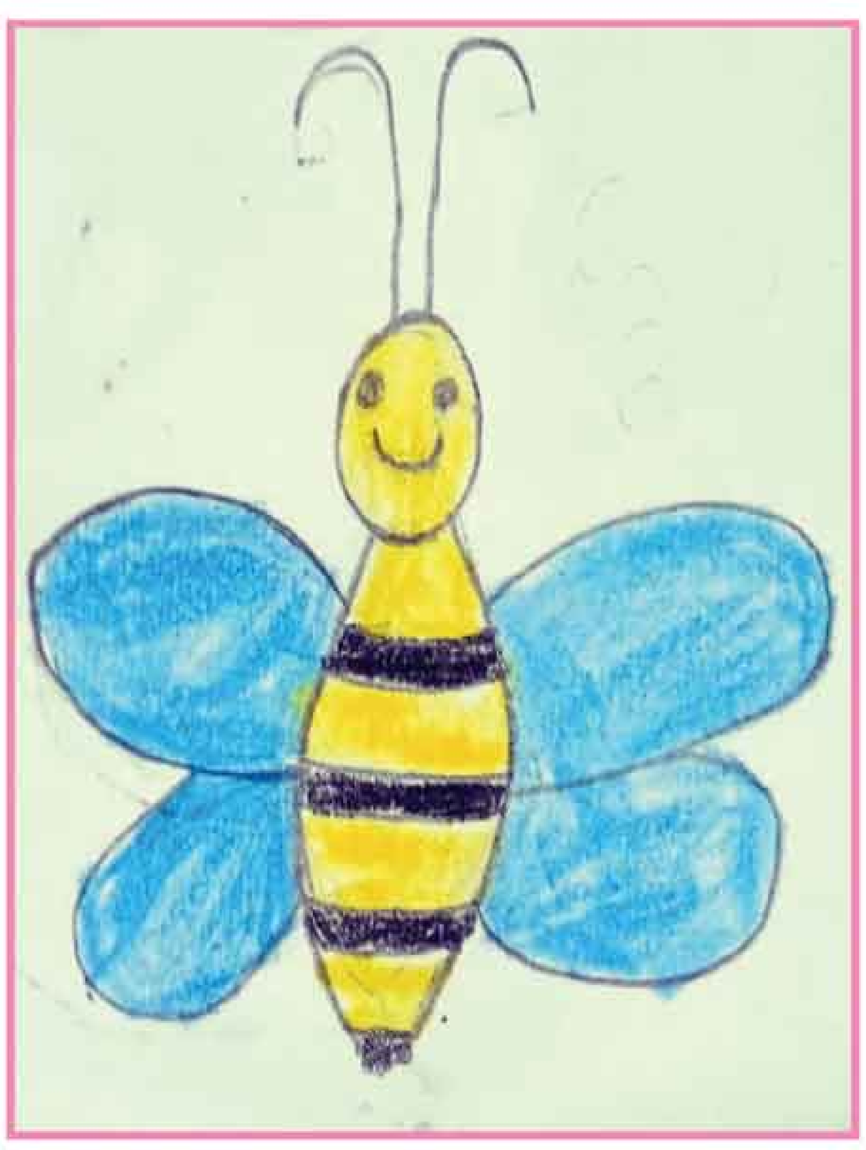

তামান্না লস্কর, ক্লাস ওয়ান, ভ্যালি মাউন্ট স্কুল, শিলচর।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ দূষণ

শিল্পী ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)

গতকাল ছিল ৫ জুন, অর্থাৎ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। তাই এই পরিবেশ দিবসকে ঘিরেই আমার আজকের লেখনীর অবতারণা।

'পরিবেশ দূষণ' শব্দটি আজ আমাদের জীবনে ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দিয়েছে। এক সময় পরিবেশের আনুকূল্যে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিল মানুষ। তখন পৃথিবীর বেশিরভাগ অংশ ছিল গাছপালায় ঢাকা। জনসংখ্যা ছিল খুবই কম। এরপর ধীরে ধীরে মানুষ গড়ে তুলেছে উন্নত সমাজব্যবস্থা। মানুষ তার এই উন্নত জীবনকে আরও উন্নত করার বাসনায় সৃষ্টি করেছে নানা বৈজ্ঞানিক উপকরণ। মানুষের এই লোভের পরিণামস্বরূপ শিল্প ও কারখানা থেকে নির্গত গ্যাস ও জঞ্জাল পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে। পরিবেশকে দূষিত করে মানুষ আজ নিজের অস্তিত্ব নিজেই বিপন্ন করে তুলছে। সূচিত হলো অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে তার আপসহীন সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে সে নির্বিচারে প্রকৃতি সংহারকে করল হাতিয়ার। দ্রুত বংশবিস্তার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞানের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মধ্যস্থতায় পৃথিবীতে ডেকে আনা হলো অতিযান্ত্রিকতা ও নাগরিক সভ্যতার সর্বব্যাপী পচন ও বিকৃতি।

পরিবেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার কাজ আমাদের। সেই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্বও আমাদের। তা না হলে আমরা সুস্থ-সবল থাকতে পারব না। কিন্তু আজ একথা জেনে-বুঝেও মানুষ এমন সব কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে, যা পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলেছে। এভাবে স্বার্থান্বেষী মানুষ আজ নিজেই নিজের কবর খুঁড়ে চলেছে।

পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্টকারী ক্রিয়াকলাপের ফলই হলো দূষণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখে গিয়েছেন—

'আর্ত ধরার প্রার্থনা এই শোনো
বনবীথি পাখিদের গীতি,
সার্থক হোক পূর্ণ।'

পরিবেশ হলো জীবজগতের চারপাশের আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, আলো, তাপ এবং অন্যান্য জড় বা নির্জীব ও সজীব বা চেতন বস্তু। পরিবেশ প্রাকৃতিক নিয়মে ভারসাম্য বজায় রেখে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের আশ্রয় দেয়, তাদের ভার বহন করে, বৃদ্ধি ও জীবনধারণের জন্য খাদ্য সরবরাহ করে এবং চলাফেরায় ও বিংশবিস্তারে সাহায্য করে। ভৌগোলিক কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার পরিবেশ ভিন্ন। আর সেই বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীবনলীলা অব্যাহত রয়েছে দীর্ঘকাল। কিন্তু গত কয়েক দশকে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা মানবজাতিকে সচেতন ও সতর্ক করে দিয়েছেন যে, বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে পরিবেশ সাংঘাতিকভাবে দূষিত হচ্ছে, তা মানবজীবনে নিদারুণ সংকট সৃষ্টি করছে। বিজ্ঞান-আশ্রিত যন্ত্রসভ্যতা, মানুষের দ্রুততর হারে বংশবৃদ্ধি, শিল্পোৎপাদনে কল-কারখানা সৃষ্টি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী আনবিক, পারমাণবিক শক্তি প্রতিযোগিতা সব মিলেই পৃথিবীর পরিবেশকে দূষিত করে তার স্বাভাবিকতা দিনের পর দিন নষ্ট করে চলেছে।

ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের বাসস্থানের ব্যাপক অভাব ঘটে। ফলে মানুষ বন কেটে বসতভূমি তৈরি করল। অরণ্য উচ্ছেদ হওয়ায় বায়ুমণ্ডলে মানুষের জীবনদায়ী অক্সিজেন গ্যাসের অভাব ঘটল। মানুষের শ্বাসযন্ত্রের কর্মক্ষমতা হ্রাস পেল, আবহাওয়ায় এল পরিবর্তন। মাটির গুণাগুণ নষ্ট হলো, শীতল পরিবেশের আর প্রশ্নই নেই। বিভিন্ন কল-কারখানায়, বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি, নানাবিধ সারের প্রয়োগে পরিবেশের তিন-চতুর্থাংশ নষ্ট হচ্ছে। বাকি অংশ নষ্ট হচ্ছে পরিকল্পনাহীন নগর পত্তন, শহর ও গ্রামে নালা-নর্দমা, রাস্তায় পুঞ্জীভূত দুর্গন্ধময় আবর্জনা, নদীর জলে ফেলা কারখানার বর্জ্যপদার্থ, বাতাসের গ্যাসীয় পদার্থ, মোটর-ট্যাক্সি-মাইকের কর্ণবিদারী শব্দ ও সর্বোপরি জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে। সামগ্রিকভাবে পরিবেশ দূষণ বলতে বোঝায় পরিবেশের উপাদান প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীবজগতের স্বাভাবিকতা হ্রাস। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা কারণে এগুলোর রকমভেদ ঘটছে। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদে টান পড়েছে এবং আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে।

পরিবেশ দূষণ প্রধানত চার প্রকার। যথা— জলদূষণ, বায়ুদূষণ, মাটিদূষণ ও শব্দদূষণ। প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম হলো বায়ু। প্রতিদিন চৌদ্দ থেকে আঠারো কেজি বায়ু গ্রহণ করে মানুষ। বায়ুদূষণ আজ পৃথিবীজুড়ে। বায়ুদূষণ স্বাস্থ্যের পক্ষে এক গুরুতর সমস্যা। প্রতিদিন বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়ছে। তাই তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে বাতাসে। এর ফলে অকাল বর্ষণ, ঝড়-জল-কুয়াশা নিয়ত দেখা দিচ্ছে। বাতাসে ভেসে বেড়ায় নানা প্রকার জীবাণু। শ্বসন কার্যের ফলে দূষণ পদার্থগুলো দেহে ঢুকে পড়ে। সরাসরি শ্বাসনালী ও শ্বাসযন্ত্রের ওপর ক্ষয়ক্রিয়া করে দেয়। বায়ুদূষণের ফলে ক্ষুধামান্দ্য, মানসিক অবসাদ, মাথা ধরা, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস ও ফুসফুস-ক্যান্সারে ভোগে মানুষ। পৃথিবীব্যাপী ব্যাপকভাবে পরিবেশ দূষণের ফলে মানুষ আজ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে দুরারোগ্য ব্যাধিতে বিপন্ন। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। অরণ্যে নেই বিপুল পরিমাণ গাছপালা, বন্যপ্রাণীও নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। বাতাস, জল ও ভূমি দূষিত। বর্তমানে নিজেদের জন্য তো বটেই, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার একান্ত প্রয়োজন। নিজেদের বাঁচার তাগিদেই পরিবেশ থেকে দূষক অপসারণ করতে হবে।

তবে একটা সুখের বিষয়, এ বিষয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজ, বুদ্ধিজীবী মানুষ ও রাষ্ট্রনেতারা এগিয়ে এসেছেন। রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশানুযায়ী প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে পৃথিবীর সব দেশে। পরিবেশ দূষণ রোধে আইন-কানুন ও পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি গৃহীত হচ্ছে।

পরিবেশ দূষণের ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে আধুনিক সভ্যতার আর এক অভিশাপ জলদূষণ। নদী তীরবর্তী সমৃদ্ধ জনপদ ও শহরের কলকারখানা থেকে দূষিত বর্জ্য পদার্থ সব নদ-নদীতে এসে জলকে দূষিত করছে। পল্লী-অঞ্চলের জলাশয়গুলোও কীটনাটক এবং আবর্জনায় দূষিত হচ্ছে। ফলে কেবল দূষিত জল পান করে মানুষ রোগাক্রান্ত হচ্ছে, তার স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে। জলদূষণের জন্য সংক্রামক রোগে মাছের মড়ক দেখা দিচ্ছে।

তারপর দেখা দিচ্ছে জনবহুল শহরে শব্দদূষণ এক বিরাট সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি করছে মানুষের জীবনে। প্রতিদিন ভোর থেকে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত মোটরগাড়ির হর্ন, কারখানার বিকট আওয়াজ, বাজি-পটকার শব্দ, রেডিও ও টেলিভিশনের শব্দ, উৎসবের মত্ততা, লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচি, মিছিলের স্লোগান, লাউড স্পিকারের উৎকট আওয়াজ— হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি, স্নায়বিক অস্থিরতা, রক্তচাপ বৃদ্ধি ও অনিদ্রার কবলে পতিত হয় মানুষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মানুষ একই জমি থেকে অধিক ও একাধিকবার খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশক খুব বেশি ব্যবহার করছে। এর ফলে মাটির নিজস্ব উৎপাদন শক্তির হ্রাস ঘটে যাচ্ছে— মাটি দূষিত হচ্ছে। ফলে উৎপন্ন শস্যাদির দেহে পুষ্টি সাধন ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকছে না। ফলে আবহাওয়া দূষিত হচ্ছে।

পরিবেশ দূষণ রোধে অল্পমূল্যের যান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ, জনগণকে পরিবেশ সচেতন করে তোলা, আইন করে দূষণ রোধ, আবর্জনাকে কাজে লাগানো, পাকা বা স্যানিটারি পায়খানার ব্যবস্থা করা, বনভূমি সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা গ্রহণ, যানবাহন চলার ও হর্নের শব্দ নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান যেমন এর পথ দেখাতে পারে, তেমনই মানুষের অজ্ঞতামুক্ত শিক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি ও সচেতনতাও সমাজকে এই ব্যাধি থেকে রক্ষা করতে পারে। বলাবাহুল্য, এই যৌথ দায়িত্ব পরিবেশ দূষণমুক্তির প্রধান অবলম্বন।

মানুষ সংকট তৈরি করেছে— মানুষকে সংকট মুক্তির কাজে এগিয়ে আসতে হবে। একজন, দু'জন মানুষ নয়— কোটি কোটি মানুষকে এ কাজে হাত মেলাতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই পৃথিবীকে সবুজ, শ্যামল ও পরিশুদ্ধ করে তুলতে। সৌরমণ্ডলের এই একটি মাত্র গ্রহ পৃথিবীতে বিচিত্র প্রাণের লীলা রয়েছে। সেই প্রাণ-লীলায় যেন বিপর্যয় না ঘটে। পৃথিবীকে সুন্দরভাবে বাসযোগ্য করে তোলার নৈতিক দায়িত্বে সবাইকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা :

বিভাগীয় সম্পাদক

কি শ ল য়

সাময়িক প্রসঙ্গ

মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর-২

কিশলয়-র প্রবেশপত্র

কিশলয়-র সভ্য হতে চাই

নাম : ....
পিতার নাম : ....
মাতার নাম : ....
ঠিকানা : ....
শ্রেণি : ....
বিদ্যালয় : ....
শখ : ....
জন্মতারিখ : ....

এই কুপনটি অবশ্যই লেখার সঙ্গে পাঠাতে হবে

বর্ষা নাথ, দ্বিতীয় শ্রেণি,
গোলকনাথ পাঠশালা নরসিংহপুর।

রাই নাথ, প্রথম শ্রেণি,
১৩২নং শালগঙ্গারপার এলপি স্কুল।

প্রস্তুতি ম্যাচে হার এমবাপের ফ্রান্সের, আটকে গেল স্পেন

প্যারিস / মাদ্রিদ, ৫ জুন : বিশ্বকাপ শুরু হতে আর এক সপ্তাহও বাকি নেই। হট ফেভারিটদের তালিকায় আছে স্পেন, ফ্রান্স। কিন্তু বিপদ সংকেতও থাকছে ইউরোপের দুই দেশের জন্য। প্রস্তুতি ম্যাচে ইরাকের বিরুদ্ধে ড্র করল স্পেন। তবে চোটের জন্য এই ম্যাচে ছিলেন না লামিনে ইয়ামাল। অন্যদিকে, কিলিয়ান এমবাপেকে শুরু থেকে খেলিয়েও ফ্রান্স হেরে গেল আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে।

বিশ্বকাপের আগে শক্তি পরীক্ষা করে নিচ্ছে সব দলই। মূলত রিজার্ভ বেঞ্চের প্লেয়ারদের নিয়েই দল সাজিয়েছিলেন স্পেনের কোচ দে লা ফুয়েন্তে। ১৭ মিনিটে দুর্দান্ত কাউন্টার অ্যাটাকে 'লা রোজা'দের এগিয়ে দেন ফেরান তোরেস। বার্সেলোনার মতো জাতীয় দলেও গোল পাচ্ছেন তিনি। তবে বিপদ বাঁধল ২৭ মিনিটে। ইরাকের মারচান ডোস্কির বাঁপায়ের দুরন্ত শট জালে জড়িয়ে যায়। স্পেন গোলকিপার জোয়ান গার্সিয়া ক্রস আসবে ভেবে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। নিজের জায়গায় আসার আগেই গোল হয়ে যায়। এরপর গাভি-ওলমোরা নিয়মিত আক্রমণ চালালেও গোলের দেখা পাননি। চোটের জন্য বিশ্বকাপের শুরুতে নেই ইয়ামাল। গোলের মুখ না খুলতে ফেলার সমস্যা কি বিশ্বকাপেও ভোগাবে স্পেনকে?

অন্যদিকে, ফ্রান্স প্রায় পুরো শক্তির দলই নামিয়ে ছিল। প্রথম একাদশে ছিলেন এমবাপে, মিচেল ওলিস, রায়ান চেরকিরা। হাফটাইমের ঠিক আগে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন চেরকি। প্রথমার্ধ জুড়ে প্রায় একতরফা খেলাই হয়। কিন্তু আইভরি কোস্টের গোলকিপার ইয়াহিয়া ফোফানা প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সমতা ফেরান গুয়েলা দুয়ে। যিনি আবার ফরাসি তারকা দেসিরে দুয়ের ভাই। ফরাসি ডিফেন্ডার ইব্রাহিম কোনাতের ভুল কাজে লাগাতে তিনি ভুল করেননি। আর ৮৪ মিনিটে আফ্রিকার দেশকে এগিয়ে দেন আমিদ দিয়াল্লো। ডান প্রান্তের নিখুঁত লো ক্রস থেকে দুর্দান্ত ফিনিশ করেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের তরুণ উইঙ্গার। অন্যদিকে, এমবাপে'কে খুব একটা সক্রিয় দেখায়নি। যা নিঃসন্দেহে চিন্তায় রাখবে কোচ দিদিয়ের দেশঁকে।

৬,১৭৫ গ্রাম সোনা রয়েছে ফুটবল বিশ্বকাপ ট্রফিতে

জুরিখ, ৫ জুন : আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা। শুরু হতে চলেছে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রীড়া আসর ফিফা বিশ্বকাপ। ৪৮টি দেশের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই মহাযজ্ঞকে ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের উত্তেজনা তুঙ্গে। এমন আবহে ভক্তদের মনে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, কোটি কোটি টাকার এই বিশ্বকাপ ট্রফিতে কতটা সোনা রয়েছে, আর তার মূল্যই বা কত?

ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফির উচ্চতা ৩৭ সেন্টিমিটার। ব্যাস ১৩ সেন্টিমিটার। ওজন প্রায় ৬.১ কেজি। এটি ১৮ ক্যারেট সোনা দিয়ে তৈরি এবং এতে মোট ৬,১৭৫ গ্রাম সোনা ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ৬১৭ ভরি ৫ গ্রাম সোনার সমান। ট্রফিটির নকশাও তাৎপর্যপূর্ণ। এতে দেখা যায়, দু'জন মাথার উপরে পৃথিবীকে তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে ফুটবলের বিশ্বজনীন 'কনসেপ্ট'কে প্রতীকীভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে ট্রফিটি পুরোপুরি কঠিন সোনা দিয়ে তৈরি নয়। এর ভেতরের অংশ ফাঁপা রাখা হয়েছে। কারণ সম্পূর্ণ কঠিন সোনা দিয়ে তৈরি হলে ট্রফির ওজন অনেক বেশি হয়ে যেত। যা ফুটবলারদের পক্ষে বহন করা কঠিন হত। ট্রফির নিচের অংশে রয়েছে সবুজ রঙের মূল্যবান খনিজ ম্যালাকাইটের দু'টি স্তর। এটি ট্রফিটির সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

আবেগের দিক থেকে বিশ্বকাপ ট্রফির মূল্য নির্ধারণ করা অসম্ভব। তবে শুধুমাত্র ব্যবহৃত সোনা ও অন্যান্য উপকরণের বাজারদর ধরলে এর মূল্য প্রায় আড়াই লাখ মার্কিন ডলার। যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার সমান। যদিও সোনার বর্তমান দাম এবং ট্রফির সূক্ষ্ম কারুকাজ ধরলে বাস্তবে এটি তৈরি করতে আরও বেশি খরচ হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি কখনও এই ট্রফি নিলামে তোলা হয়, তবে এর দাম কয়েকশো গুণ বেড়ে যেতে পারে। এমনকী নিলামে এর মূল্য ২ কোটি মার্কিন ডলারও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

বর্তমান বিশ্বকাপ ট্রফির নকশা তৈরি করেছিলেন ইটালির শিল্পী সিলভিও গাজানিগা। ১৯৭০ সালে ফিফা নতুন ট্রফির নকশা বেছে নিতে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সেখানেই গাজানিগার নকশা নির্বাচিত হয়। এর আগে বিশ্বকাপজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হত জুলে রিমে ট্রফি। ১৯৭০ সালে তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জেতার পর সেই ট্রফি স্থায়ীভাবে পেয়ে যায় ব্রাজিল। এরপর থেকেই বর্তমান সোনালি ট্রফিটি হাতে তোলা যে কোনও ফুটবলারের স্বপ্ন।

ব্রাজিল-মরক্কো ম্যাচে জিতবে কে, জানালো হাঙর

রিও, ৫ জুন : বিশ্বকাপ শুরুর আগে ব্রাজিলে ফুটবল উন্মাদনার নতুন মাত্রা যোগ করেছে এক হাঙর। রিও ডি জেনেইরোর অ্যাকুয়ারিও অ্যাকুয়ারিয়ামের হাঙর 'রিতিনহা' ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, ২০২৬ বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মরক্কোকে হারিয়ে জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে ব্রাজিল। দর্শকদের সামনে ব্রাজিল ও মরক্কোর নাম লেখা দু'টি বিকল্পের মধ্যে ব্রাজিলকে বেছে নিয়ে আলোচনায় এসেছে এই সামুদ্রিক প্রাণীটি। অবশ্য ফুটবল বিশ্বে প্রাণীর ভবিষ্যদ্বাণী নতুন কিছু নয়। ২০১০ বিশ্বকাপে অক্টোপাস 'পল'-এর ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বজুড়ে সাড়া ফেলেছিল। এবার সেই তালিকায় যোগ হয়েছে রিতিনহার নাম।

২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিল রয়েছে গ্রুপ 'সি'-তে। তাদের সঙ্গে একই গ্রুপে আছে আফ্রিকার শক্তিশালী দল মরক্কো, হাইতি এবং স্কটল্যান্ড। গ্রুপ পর্বে সেলেসাওদের প্রথম ম্যাচ ১৩ জুন মরক্কোর বিপক্ষে। এরপর ২০ জুন হাইতির মুখোমুখি হবে তারা এবং ২৪ জুন গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে খেলবে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্রাজিলের জন্য গ্রুপের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হতে পারে মরক্কো। ২০২২ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে উঠে ইতিহাস গড়া আফ্রিকান দলটি এবারও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বিশ্বকাপে নিষিদ্ধ ভুভুজেলা, আচরণবিধিতে কড়া অবস্থানে ফিফা

ওয়াশিংটন, ৫ জুন : প্লাস্টিকের তৈরি লম্বা বাঁশি। যার নাম ভুভুজেলা। ২০১০ বিশ্বকাপে বেশ আলোচনায় আসে এই বাঁশিটি। সেই আসরে স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচে কান ঝালাপালা করে দিয়েছিল ভুভুজেলা। তবে এবারের বিশ্বকাপে গ্যালারিতে ভুভুজেলা বাজিয়ে মাতামাতি করার সুযোগ পাচ্ছেন না ভক্তরা। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপের ভেন্যুগুলোয় ভুভুজেলা বাঁশি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। সম্প্রতি প্রকাশিত স্টেডিয়ামের আচরণবিধিতে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আচরণবিধিতে বেশ কড়া অবস্থান নিয়েছে ফিফা। স্টেডিয়াম আচরণবিধি অনুযায়ী, কেবল ভুভুজেলা নয়, এয়ার হর্নসহ মাত্রাতিরিক্ত শব্দ তৈরি করে; এমন যেকোনও ধরনের যন্ত্র ১৬টি ভেন্যুর কোনোটিতেই নেওয়া যাবে না। এ ছাড়া লেজার রশ্মি ছড়ায়; এমন যন্ত্র বা লেজার পয়েন্টার নেওয়াও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া পোশাকের বিষয়েও কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, শরীরে রং করা বা ট্যাটু আঁকাকে কোনোভাবেই পোশাক হিসেবে গণ্য করা হবে না। মাঠে নগ্ন হয়ে দৌড়ানো, শরীর প্রদর্শন বা পোশাক খুলে শরীরের সংবেদনশীল অংশ দেখানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সাময়িক প্রসঙ্গ শব্দসন্ধান

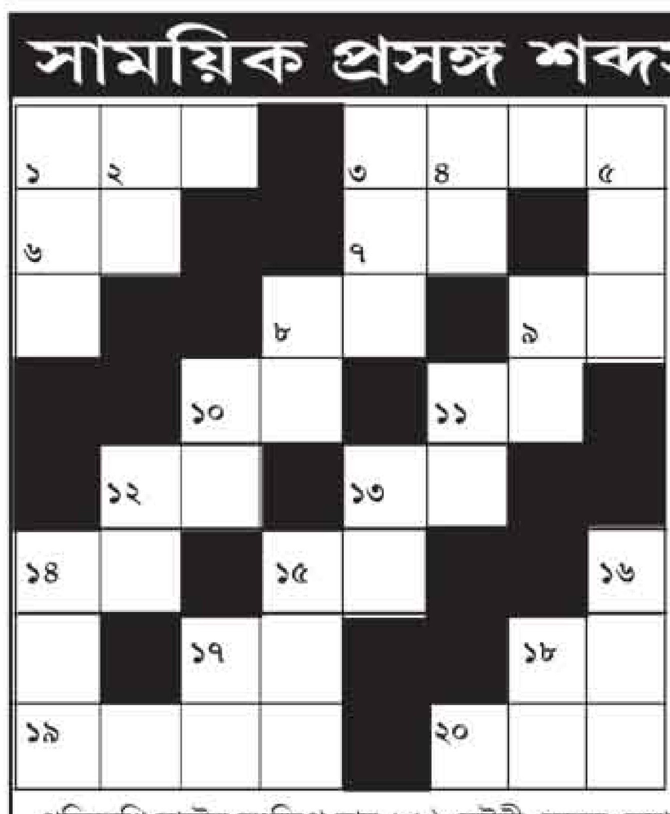

সূত্র :

পাশাপাশি

১) বসন্ত ঋতু সম্বন্ধীয়, বসন্তকালীন ৩) যা সম্ভব নয় ৬) যে নারীর সন্তান হয় না ৭) মূল্য ৮) সহন, পৌরাণিক আটটি পর্বতের একটি ৯) শ্রবণ করা ১০) পৃথিবী, পাকড়াও ১১) পবিত্র, প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত নাম ১২) বেষ্টনী, ঘরের দেয়াল ১৩) পড়ুয়া, বিদ্যার্থী ১৪) ব্যথা, তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র ১৫) বান্ধবী ১৭) ছোট কৌটা, রেলগাড়ির কামরাকে হিন্দিবাসীরা বলেন ১৮) ভেকধারী, মেকিধার্মিক ১৯) রক্তবর্ণ কাপড় ২০) ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষালয়। **উপরনীচ :** ১) অযোধ্যার যে মসজিদ নিয়ে বিতর্ক ২) সাঁঝ, সায়াহ্ন ৩) যা জ্বলে না বা পুড়ে না ৪) সমান-এর সংক্ষেপ ৫) বিবরণ, বয়ান ৮) ঢাকনি, কড়াই ঢেকে রাখার ঢাকনি ৯) দুঃখ ১০) বস্ত্রখণ্ড, নেকড়া ১১) বর, আধার ১২) '—পাকলে কাকের আশা নেই', প্রবাদের শূন্যস্থান পূরণ করুন ঘণ্টা দিয়ে ১৩) কোনও কিছু পুড়ে যাওয়ার পর যা থাকে ১৪) বরাহ ১৫) সকলের ১৬) পাণ্ডুর পুত্র ১৭) ডিম ১৮) ভক্তি আছে যার—নাম তার।

গত সংখ্যার সমাধান

পাশাপাশি : ১) দুহিতা ২) দুলহন ৪) আদালত ৬) নয়ন ৭) সুবল ১০) নরান্তক ১২) মহাকাল ১৩) প্রকাণ্ড। **উপরনীচ :** ১) দুশমন ২) দুলাল ৩) নমাজ ৪) আনচান ৫) তমসুক ৮) লঙ্কাকাণ্ড ৯) আদম ১১) রাতুল।

মাহতাবুর রহমান

এমবাপেকে 'ধমক' পরিচালকের, একজোট হয়ে বদলা নিলেন রোনাল্ডো-ভিনিরা!

নিউইয়র্ক, ৫ জুন : আর ক'দিন পরই ফুটবল বিশ্ব মাতাবেন তাঁরা। গোটা দুনিয়া তাঁদের মুগ্ধ হয়ে দেখবে। আর সেই কিলিয়ান এমবাপেকে কি না 'ধমক' শুনতে হল বলে হেড করেননি বলে। অবশ্য ফরাসি তারকার পাশে দাঁড়ালেন অনেক ফুটবল তারকা। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, আর্লিং হালান্ড, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, ভার্জিল ভ্যান ডাইক- সবাই তাঁর হয়ে লড়াই করলেন। আর এই লড়াই দেখতে হাজির কিম কার্দাশিয়ান। বিশ্বকাপের আগে ঠিক কী ঘটল?

একটি ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থার হয়ে বিজ্ঞাপনী শুটিং করছিলেন ফুটবলাররা। সেখানে একটি বাইসাইকেল কিক মারেন এমবাপে। আর তাতেই বেজায় চটে যান পরিচালক। কেন হেড করলেন না এমবাপে? স্ক্রিপ্টের বাইরে কেন গেলেন ফরাসি ফুটবলার? সবার সামনেই এমবাপেকে অপমান করা শুরু করেন। শুধু এমবাপে নয়, ভিনি, জামাল মুসিয়ালা ও ব্রুনো ফার্নান্দেজদের উদ্দেশ্যেও কটূক্তি করা শুরু করেন ওই পরিচালক। রীতিমতো চিৎকার করতে শুরু করেন তিনি।

প্লেয়াররাও আর চুপ করে বসে থাকেননি। মুখে নয়, প্রতিবাদ শুরু করেন পা দিয়ে। 'স্ক্রিপ্টের বাইরে' গিয়েই নিজেদের স্কিল দেখানো শুরু করেন। শুটিংয়ের জায়গা ছেড়ে বল নিয়ে বেরিয়ে যান স্পেনের নিকো উইলিয়ামস, উরুগুয়ের ফেদে ভালভের্দেরা। এবার যোগ দেন ভিনি। নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাঁদের পায়ের তলা দিয়ে বল কাটিয়ে বেরিয়ে যান। পাশের সেটের একাধিক শুটিং বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে প্রবেশ রোনাল্ডোর। লোকে তাঁর 'বিদায়' নিয়ে চর্চা করলেও ঝড় তুলে দিলেন তিনি। এর মধ্যে একটা সেটে আগুন লেগে গেলেও বহাল তবিয়তে বেরিয়ে আসেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। শেষমেশ সাইড ভলিতে গোল করেন হালান্ড।

আসলে পুরোটাই বিজ্ঞাপন। যার নাম- 'আরআইপি দ্য স্ক্রিপ্ট'। অর্থাৎ চিত্রনাট্যের মৃত্যু। সোজা কথায় ফুটবলাররা নিজেদের ছন্দে থাকবেন, কোনও ভাবে তাঁদের বাঁধা যাবে না। এই বিজ্ঞাপনে ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার জলাটান ইব্রাহিমোভিচ, দিদিয়ের দ্রোগবা, এরিক কঁতোনারা। এছাড়া বাস্কেটবল কিংবদন্তি লেব্রন জেমস, বিনোদনের দুনিয়ায় কিম কার্দাশিয়ান, গায়ক ট্র্যাভিস স্কট, গায়িকা লা লিসা। একেবারে চাঁদের হাট। কিন্তু প্রশ্ন হল, এত তারকা সত্যিই একত্রিত হয়েছিলেন? নাকি পুরোটাই এআই দিয়ে তৈরি?

বিশ্বকাপে ডাক পেয়েও খেলতে নারাজ ফরাসি তারকা

প্যারিস, ৫ জুন : বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন থাকে সব ফুটবলারের। কিন্তু যদি কেউ সুযোগ পেয়েও খেলতে রাজি না হন? চোট-আঘাত নেই, দারুণ ফর্মেও আছেন। তবু বিশ্বকাপে খেলতে রাজি হননি ওডসন এডুওয়ার্ড। নামটা ফুটবলপ্রেমীদের কাছে খুব চেনা নয়। তাঁর গল্পটাও অজানা। যখন প্রথম জানা গেল, তিনি জাতীয় দলে ডাক পেয়েও বিশ্বকাপ খেলতে রাজি হননি, তখন অনেকে অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু এডুওয়ার্ডের গল্প শুনলে স্যালুট করতে বাধ্য হবেন।

এডুওয়ার্ডের জন্ম ফরাসি গুয়ানায়। পরে প্যারিসে চলে আসেন। মা সাফাইকর্মী, বাবা ডাক বিভাগে কাজ করতেন। দু'জনেই জন্মসূত্রে হাইতির বাসিন্দা। প্যারিস সাঁ জাঁ থেকে এডুওয়ার্ডের কেরিয়ার শুরু। পরে সেলটিক, ক্রিস্টাল প্যালেস, লেস্টার সিটির মতো দলে খেলেছেন। এখন ফ্রান্সের ক্লাব লেন্সে খেলেন। এমনকী ফ্রান্সের জাতীয় দলের বয়সভিত্তিক পর্যায়েও খেলেছেন। কিন্তু মূল দলে কখনও খেলেননি।

এডওয়ার্ডের পরিবার যেহেতু হাইতির, তাই দুই দেশের হয়ে খেলার অধিকার রয়েছে তাঁর। এই বিশ্বকাপে হাইতি থেকে ডাক আসে। ২৬ জনের দলে তাঁকে ভাবা হয়। এবার দারুণ ফর্মেও আছেন এডুওয়ার্ড। লেন্স ফরাসি লিগে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছে। ক্যুপে দে ফ্রান্স চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আর ২১ ম্যাচে ১২ গোল করেছেন তিনি। কিন্তু যখন হাইতির ডাক এল, তখন ফিরিয়ে দিলেন। কেন? কারণ তাঁর মনে হয়েছে, বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে তিনি ছিলেন না। তাই এখন বিশ্বকাপের দলে ঢুকলে, যাঁদের জন্য হাইতি ছাড়পত্র পেয়েছে, তাঁদের সঙ্গে অন্যায় করা হবে।

২৮ বছর বয়সি ফুটবলার বলেন, 'বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের জন্য ওরা লড়াই করেছে। আমি হাইতির হয়ে বিশ্বকাপ খেলার যোগ্য নই। আমি হঠাৎ করে বিশ্বকাপে গিয়ে সুবিধা নিতে পারব না।' তাহলে কি কোনও দিনই হাইতির হয়ে খেলবেন না? সেটা নয়। এডুওয়ার্ড বলেন, 'আমি সেদিনই খেলব, যেদিন আমি যোগ্য হিসেবে সুযোগ আদায় করে নেব।' ৫২ বছর পর হাইতি এবার বিশ্বকাপে খেলবে। ব্রাজিল, মরক্কো, স্কটল্যান্ডের কঠিন গ্রুপে আছে তারা।

ব্রাজিলের দলে থেকেও নেই নেইমার

মিয়ামি, ৫ জুন : তিন বছর পর আবার ফিরেছেন জাতীয় দলের জার্সিতে। জায়গা করে নিয়েছেন বিশ্বকাপের স্কোয়াডে। কিন্তু মেগা টুর্নামেন্টে আদৌ খেলতে পারবেন নেইমার? মাঠে নামা হবে তাঁর? আগামী শনিবার মিশরের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ রয়েছে ব্রাজিলের। সেই ম্যাচেও ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার খেলবেন না। উল্লেখ্য, পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করার আগে এটাই শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ।

ব্রাজিল টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, মিশরের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের ফুটবলাররা ক্লিভল্যান্ডে উড়ে গেলেও নেইমার নিউ জার্সিতেই থাকবেন। সেখানে তাঁর চোটের পরিচর্যা করবেন ফিজিওথেরাপিস্টরা। ডান পায়ের কাফ মাসলে গ্রেড 'টু' চোট রয়েছে ব্রাজিলিয়ান তারকার। বিশ্বকাপে ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচ ১৩ জুন, মরোক্কোর বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে খেলার জন্য কার্যত সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন নেইমার। জানা গিয়েছে, আপাতত লাগাতার ফিজিওথেরাপি চলবে তাঁর। বিশেষ ধরনের ফিজিওথেরাপি প্রোগ্রামও তৈরি করা হয়েছে নেইমারের জন্য।

আসলে প্রস্তুতি ম্যাচে নেইমারকে খেলিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছেন না ব্রাজিলের কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। চোট সমস্যার মধ্যেই বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নেন নেইমার। তারপর তাঁর চোটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ব্রাজিলের টিম ম্যানেজমেন্ট। সেখানেই ধরা পড়ে যে, নেইমারের ক্লাব স্যান্টোস যে পরিমাণ চোটের কথা বলেছিল, সেই রিপোর্টের থেকে চোটের পরিমাণ বেশিই। তারকা ফুটবলারের সেরে উঠতে এখনও বেশ খানিকটা সময় লাগবে।

বিনামূল্যে টিকিট কেটেও দাম দিতে হচ্ছে দর্শকদের!

ওয়াশিংটন, ৫ জুন : মার্কিন মুলুকে ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর ৬ দিন। ইতিমধ্যেই মেগা টুর্নামেন্টের টিকিটের দাম নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। এবার বিরাট ত্রুটি দেখা গেল টিকিট কাটার ওয়েবসাইটে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে দর্শকরা বিনামূল্যে পেয়ে গেলেন বিশ্বকাপের টিকিট। জানা গিয়েছে, অন্তত ৬০ জন ফুটবলপ্রেমী টিকিট কেটেছেন। বিনিময়ে একটি পয়সাও খরচ করতে হয়নি তাঁদের। প্রশ্ন উঠছে, বিশ্বকাপের মতো বিরাট মাপের টুর্নামেন্টের টিকিট কাটা নিয়ে এহেন চূড়ান্ত অব্যবস্থা কেন?

মাসখানেক আগে বরেণ্য কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা তোপ দেগেছিলেন ফিফাকে। তাঁর অভিযোগ, বহু বছর আগে বিশ্বকাপ ছিল ফুটবলকে উপভোগ করার মঞ্চ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমর্থকরা আসতেন, নিজের প্রিয় দলকে সমর্থন করতে। কিন্তু আধুনিক যুগে ফুটবল বিত্তশালীদের খেলায় পরিণত হয়েছে। কারণ আসন্ন বিশ্বকাপে টিকিটের দাম আমজনতার ধরাছোঁয়া থেকে বহুদূরে। পরিসংখ্যান বলছে, চার বছর আগের চেয়ে প্রায় আটত্রিশগুণ বেশি দামে বিকোচ্ছে বিশ্বকাপের টিকিট।

এহেন পরিস্থিতিতে হাতে প্রায় চাঁদ পেয়ে গিয়েছেন ৬০ জন ফুটবলপ্রেমী। ওয়েবসাইট থেকে তাঁরা বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছেন। কিন্তু চেকআউটের সময়ে তাঁদের থেকে ০ ডলার চাওয়া হয়। অর্থাৎ বিনামূল্যে টিকিট পেয়ে যান তাঁরা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় তুমুল হইচই। গাঁটের কড়ি খরচ করে যাঁরা টিকিট কেটেছেন, সকলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। জানা গিয়েছে, কানাডার টরন্টোয় আয়োজিত ম্যাচগুলির ক্ষেত্রেই টিকিটের এমন কাণ্ড ঘটেছে।

তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে অবশেষে মুখ খুলেছে ফিফা। জানানো হয়, ওয়েবসাইটে কিছু প্রযুক্তিগত ত্রুটির জেরেই টিকিট বিনামূল্যে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আপাতত সাতদিন সময় দেওয়া হয়েছে ওই ৬০ জন ফুটবলপ্রেমীকে। এর মধ্যে তাঁদের টিকিটের নির্ধারিত দাম মেটাতে হবে। তা না হলে টিকিট কেড়ে নেওয়া হবে তাঁদের থেকে। ইতিমধ্যেই টিকিট বিক্রি নিয়ে বড় আইনি জটিলতায় পড়েছে ফিফা। টিকিটের অতিরিক্ত দাম নিয়ে আমেরিকার আদালত তদন্ত শুরু করেছে ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার বিরুদ্ধে। ম্যাচগুলির টিকিট বিক্রির পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

নজরে গোলকিপার : অবসর ভেঙে ফেরা ন্যুয়ের থেকে বিশ্বকাপ জেতানো মার্তিনেজ

জুরিখ, ৫ জুন : তাঁরা রক্ষণের শেষ স্তম্ভ। ট্রফি জিততে তাঁদের উপরেই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয়। কিন্তু আলোচনা সবচেয়ে কম হয় তাঁদের নিয়েই। বিশ্বকাপে গোলকিপারেরা চর্চার ব্যাপারে থাকেন সকলের শেষে। কোন দলের কাছে কত বড় স্ট্রাইকার রয়েছে, তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়। কিন্তু কোন দলের গোলকিপার কতটা শক্তিশালী, তা নিয়ে চর্চা হতে বিশেষ দেখা যায় না। আনন্দবাজার ডট কম আলোচনা করল পাঁচ গোলকিপারকে নিয়ে, বিশ্বকাপে যাঁদের দিকে নজর রাখতেই হবে।

১) এমিলিয়ানো মার্তিনেজ (আর্জেন্টিনা)

গত বিশ্বকাপ ফাইনালে তাঁর গোলকিপিংয়ের কথা কে ভুলবে। অতিরিক্ত সময়ের শেষ মুহূর্তে রান্ডাল কোলো মুয়ানির শট বাঁচানো থেকে পেনাল্টি শুটআউটে কিংসলে কোমানের শট বাঁচানো। আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ের নেপথ্যে ভাল ভাবেই ছিল মার্তিনেজের অবদান। এ বারের বিশ্বকাপে তিনি অন্যতম সেরা গোলকিপার হিসাবে খেলতে আসছেন। চাপের মুহূর্তে তিনি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা এবং মানসিক শক্তি যে কোনও দলের কাছে বাড়তি সুবিধা। একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে গোল বাঁচাতে তাঁর জুড়ি নেই। ম্যাচ বুঝতেও পারেন ভাল। অনবরত নির্দেশ দেন ডিফেন্ডারদের। একার হাতে ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রাখেন 'দিবু'। লিয়োনেল মেসির সঙ্গে তাঁর রসায়নও ভাল।

২) ম্যানুয়েল ন্যুয়ের (জার্মানি)

ইউরো কাপের পর অবসর নিয়ে ফেলেছিলেন জাতীয় দল থেকে। ক্লাব পর্যায়েও ফর্ম ভাল যাচ্ছিল না। জার্মানির তরুণ কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যানের অনুরোধে অবসর ভেঙে বিশ্বকাপে ফিরছেন ন্যুয়ের। ফুটবলে 'সুইপার কিপার' শব্দবন্ধ আমদানি হয়েছে তাঁর জন্যই। অর্থাৎ প্রয়োজনে এগিয়ে গিয়ে বিপক্ষের স্ট্রাইকারকে ট্যাকল করে বল বিপন্মুক্ত করতে পারেন। ৪০ বছর বয়সে বিশ্বের অভিজ্ঞতম ফুটবলার তিনি। ২০১৪-য় জার্মানির বিশ্বকাপ জয়ের নেপথ্যনায়ক ছিলেন। আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে গোলকিপার নয়, যেন ডিফেন্ডার হিসাবেই খেলেছিলেন। সাজঘরে তাঁর ব্যক্তিত্ব বাকিদের উদ্বুদ্ধ করে। একটা প্রজন্ম তাঁকে দেখেই গোলকিপিং করতে এসেছে। সাম্প্রতিককালে একাধিক চোট সত্ত্বেও এই মুহূর্তে ন্যুয়েরের বিকল্প নেই জার্মান দলে।

৩) থিবো কুর্তোয়া (বেলজিয়াম)

শট বাঁচানোর ক্ষেত্রে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা নাম কুর্তোয়া। কাছ থেকে শট হোক বা দূর থেকে, কুর্তোয়ার শারীরিক নমনীয়তা সেই শট বাঁচিয়ে দেবে। চকিতে শরীর ছুড়ে এক পোস্ট থেকে অন্য পোস্টে গিয়ে বল আটকাতে পারেন তিনি। উঁচু বলে দক্ষ। প্রতিক্রিয়া এবং নমনীয়তাতেও অনেক এগিয়ে। বেলজিয়াম এই একটি পজিশন নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। চতুর্থ বার বিশ্বকাপ খেলতে নামছেন কুর্তোয়া। রিয়াল মাদ্রিদে এখনও তাঁর বিকল্প খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বেলজিয়াম দলেও তিনি সকলের আগে আসবেন।

৪) অ্যালিসন বেকার (ব্রাজিল)

ব্রাজিল বিশ্বকাপ জিতবে কি না জানা নেই। তবে নিঃসন্দেহে বেকারের দিকে নজর থাকবে। গত মরসুম চোট ভুগিয়েছে তাঁকে। মাত্র ২৬টি ম্যাচে শুরু করতে পেরেছেন। এপ্রিলে পুরোদস্তুর অনুশীলন শুরু করেন। বিশ্বকাপে তাঁকে কেমন ছন্দে পাওয়া যায় সে দিকে নজর থাকবে। গোলকিপার হিসাবে বেকার তীক্ষ্ণ, নমনীয় এবং একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে দুর্দান্ত। ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলোত্তি গোলকিপার হিসাবেও একজন প্লে-মেকারকে পছন্দ করেন। সেই জায়গায় দারুণ ভাবে মানিয়ে নিতে পারবেন বেকার। চাপের মুখে বল বিতরণের ক্ষমতাও দুর্দান্ত। অতি আগ্রাসী দলের বিরুদ্ধে বেকারের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। এখনও পর্যন্ত ব্রাজিলের হয়ে কোনও ম্যাচে দু'গোলের বেশি হজম করেননি বেকার। বিশ্বকাপেও সেটি বজায় থাকে কিনা, তা দেখার।

৫) ডেভিড রায়া (স্পেন)

ফুটবলজীবনের সেরা ফর্মে রয়েছেন তিনি। আর্সেনালের হয়ে প্রিমিয়ার লিগ জিতেছেন। দলকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে তুলেছেন এবং পেনাল্টি শুটআউটে একটি সেভও করেছেন। উনাই সিমনকে সরিয়ে স্পেনের এক নম্বর গোলকিপারের জায়গাও দখল করেছেন। সম্প্রতি প্রিমিয়ার লিগে তৃতীয় বার সোনার গ্লাভস জিতেছেন। গত মরসুমের লিগে ১৯টি ম্যাচে গোল খাননি। ধারাবাহিকতাতেও বাকিদের থেকে এগিয়ে থাকবেন। প্রিমিয়ার লিগ তো বটেই, ইউরোপীয় প্রতিযোগিতাতেও রায়াকে টপকে গোল করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। ন্যুয়েরের মতো তিনিও 'সুইপার কিপার' হয়ে উঠেছেন। পাশাপাশি, চাপের মুখে বল বিতরণের ক্ষমতাও ভাল। এই পাঁচজন ছাড়াও সেনেগালের এডুয়ার্ড মেন্ডি, মরক্কোর ইয়াসিন বুনু, মেক্সিকোর গিলেরমো ওচোয়ার দিকে নজর থাকবে।

আজ থেকে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট দল নিয়ে ইঙ্গিত গম্ভীরের

তিরা (পঞ্জাব), ৫ জুন : ভারতের টেস্ট দলের সহ-অধিনায়ক পদ থেকে ঋষভ পন্থকে সরিয়ে কেএল রাহুলকে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে দীর্ঘদিনের জল্পনার অবসান ঘটালেন কোচ গৌতম গম্ভীর। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের স্বাভাবিক খেলাটা খেলার পাশাপাশি ম্যাচের পরিস্থিতি বোঝাটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও তিন নম্বরে দেবদত্ত পাড়িক্কল নাকি সাই সুদর্শন ব্যাট করতে নামবেন, সেই ইঙ্গিতও মিলেছে গম্ভীরের কথায়।

আফগানিস্তান সিরিজের জন্য দল ঘোষণার পরই দেখা যায়, শুভমন গিলের ডেপুটি হিসাবে আর নেই পন্থ। তাঁর পরিবর্তে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পান অভিজ্ঞ ব্যাটার কেএল রাহুল। এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত হন অনেক সমর্থক ও ক্রিকেট বিশ্লেষক। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ০-২ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হয় ভারত। সেই সিরিজে পন্থের ব্যাটিং, বিশেষ করে গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টে অযথা ঝুঁকি নিয়ে উইকেট ছুড়ে দেওয়া, সমালোচনার জন্ম দেয়। এরপরই তাঁর সহ-অধিনায়কত্ব হারানোর ঘটনা নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়।

তবে গম্ভীর জানিয়েছেন, দলের হয়ে ভালো পারফরম্যান্স করাই একজন ক্রিকেটারের মূল দায়িত্ব। তিনি বলেন, 'ভারতের হয়ে খেলাই একজন ক্রিকেটারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। সহ-অধিনায়ক হওয়া বা না হওয়া তার তুলনায় গৌণ বিষয়। একজন ক্রিকেটার যখন দেশের হয়ে খেলতে নামে, তখন তার লক্ষ্য থাকে দলের জন্য ভালো খেলা। শেষ পর্যন্ত কোচ, সাপোর্ট স্টাফ বা খেলোয়াড়, সবার মূল্যায়নই হয় পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর ঋষভ পন্থের ক্ষেত্রে আমরা চাই, ও নিজের স্বাভাবিক খেলাটাই খেলুক।'

পন্থের আগ্রাসী মানসিকতা বদলাতে চান না বলেও জানিয়েছেন ভারতীয় কোচ। গম্ভীরের কথায়, 'ঋষভকে আমরা যেমন, তেমনই দেখতে চাই। আমরা ওকে কখনও বলব না যে নিজের স্বাভাবিক খেলা বদলে ফেলতে হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পরিস্থিতি বুঝে খেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দলের প্রয়োজন কী, ম্যাচের পরিস্থিতি কী, সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোন সময়ে কোন শট খেলতে হবে, সেটাও বুঝতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'টেস্ট, ওয়ানডে বা টি-টোয়েন্টি, যে ফরম্যাটই হোক, লক্ষ্য একটাই, রান করা এবং উইকেট নেওয়া। কীভাবে সেটা করবে, সেটা ক্রিকেটারের ব্যাপার। তবে ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝতে পারাটা খুবই জরুরি।'

এদিকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট শুরুর আগে ভারতের সম্ভাব্য প্রথম একাদশ নিয়ে জল্পনার মধ্যেই সাই সুদর্শনের প্রতি আস্থা দেখালেন গম্ভীর। তাঁর মন্তব্যেই ইঙ্গিত মিলেছে, দেবদত্ত পড়িক্কলের বদলে সুযোগ পেতে পারেন সাই সুদর্শন। গত বছর ইংল্যান্ড সফরে তিন নম্বরে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছিলেন সুদর্শন। তবে ৬ টেস্টে করেছিলেন ৩০২ রান। এরপর করুণ নায়ার ও ওয়াশিংটন সুন্দরকেও তিন নম্বরে নামানো হয়েছে। তবুও সুদূরপ্রসারী ফল মেলেনি। তবে এবার তিন নম্বরের 'খটকা' দূর করতে চায় টিম ইন্ডিয়া। গম্ভীর বলেন, 'সাই সুদর্শন এখনও সেভাবে সুযোগ পায়নি। ও কেবল ইংল্যান্ডেই খেলেছে। আমার বিশ্বাস, ওর আরও সুযোগ পাওয়া উচিত।'

আইপিএলে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা সুদর্শনকে কয়েকটি ম্যাচের ভিত্তিতে বিচার না করার কথাও বলেছেন ভারতীয় কোচ। গম্ভীর বলেন, 'আমরা তো মাত্র ১১ জনকেই খেলাতে পারি। সাই খারাপ ফর্মে নেই। আইপিএলে ৭০০ রান করেছে। মাত্র চার-পাঁচটি ম্যাচ দেখে যদি আমরা কাউকে বিচার করি, তাহলে ভবিষ্যতের জন্য কোনও দলই গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।' অন্যদিকে, ঘরোয়া ক্রিকেটে দুরন্ত ছন্দে দেবদত্ত পাড়িক্কল। ছয় ম্যাচে ৫৪৩ রান করে তাঁর গড় ৬০.৩৩। তবু গম্ভীরের বক্তব্যে পরিষ্কার, সাই সুদর্শনের দিকেই ঝুঁকছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

এদিকে তৃতীয় স্পিনার হিসাবে মানব সুথার ও হর্ষ দুবের মধ্যে লড়াই নিয়েও মুখ খুলেছেন গম্ভীর। তাঁর মতে, এই টেস্ট ম্যাচ থেকেই শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য চতুর্থ স্পিনার বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। গম্ভীর বলেন, আনব ও হর্ষ কিছুটা একই ধরনের হলেও তাঁদের বল ছাড়ার ধরনে পার্থক্য রয়েছে। এই ম্যাচ আমাদের চতুর্থ স্পিনারকে মূল্যায়নের সুযোগ দেবে, কারণ শ্রীলঙ্কা সফরে আমরা চারজন স্পিনার নিয়ে যেতে চাই।দ আগামী সফরগুলোর পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেন ভারতীয় কোচ। তিনি জানান, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশে খেলতে গেলে আলাদা প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে। গম্ভীরের কথায়, 'নিউজিল্যান্ডে গেলে আমাদের আলাদাভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। তাই কিছু নিয়মিত একদিনের ক্রিকেটারকে টেস্ট খেলানো হবে। আমরা বুঝতে পারছি, টেস্ট ক্রিকেটের জন্য আরও ভালো প্রস্তুতি প্রয়োজন।'

দ্বিতীয়বার মন্ত্রিত্ব পাওয়ায় কৃষ্ণেন্দু পালকে শুভেচ্ছা শ্রীভূমি ডিএসএ-র

মন্ত্রী তথা সভাপতির হাতে মিষ্টি তুলে দিচ্ছেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার পদাধিকারীরা।

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ৫ জুন : শ্রীভূমি জেলা ক্রীড়া সংস্থার বর্তমান সভাপতি তথা পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল দ্বিতীয়বারের মতো অসম সরকারের কেবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা। মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় পুনরায় দায়িত্ব লাভ করায় শুক্রবার ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে টানা তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল শুক্রবার দ্বিতীয়বারের মতো কেবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের পর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এক প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুষ্পস্তবক ও মিষ্টি প্রদান করে শুভেচ্ছা জানায়।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব আশিস দাস পুরকায়স্থ, অমরেশ রায়, রাজশেখর দত্ত, দীপঙ্কর আদিত্য, সোমনাথ দাস, আব্দুস সালাম, রাজেশ দাস সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, কৃষ্ণেন্দু পালের নেতৃত্বে শ্রীভূমি জেলার ক্রীড়াঙ্গনের সার্বিক উন্নয়ন আরও গতিশীল হবে এবং জেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা নতুন সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব আশিস দাস পুরকায়স্থ বলেন, 'মীন, পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিভাগের মন্ত্রী থাকাকালীন সময়েই কৃষ্ণেন্দু পাল জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তিনি ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মাঠের সংস্কার, দর্শকদের জন্য অতিরিক্ত বসার ব্যবস্থা এবং খেলোয়াড়দের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।'

অন্যদিকে ক্রীড়া সংগঠক রাজশেখর দত্ত বলেন, 'কৃষ্ণেন্দু পালের পুনরায় মন্ত্রিত্ব লাভ শুধু জেলার জন্যই নয়, শ্রীভূমির ক্রীড়াঙ্গনের জন্যও অত্যন্ত ইতিবাচক বার্তা। তাঁর হাত ধরেই জেলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে বলে আমরা আশাবাদী।'

মন্ত্রিত্ব লাভে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি কৃষ্ণেন্দু পালকে অভিনন্দন জানিয়ে সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁর সফল কর্মজীবন ও জেলার উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

ভিনেশ বিতর্কে কড়া অবস্থানে ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ৫ জুন : ভিনেশ ফোগাট ও ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের সংঘাত থামার কোনও নামগন্ধ নেই। জাতীয় নির্বাচনী ট্রায়ালে ঘটে যাওয়া বিতর্কিত ঘটনার পর ভিনেশকে পাঠানো শোকজ নোটিসের জবাব পেয়েছে ফেডারেশন। সেই জবাব খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে ডব্লিউএফআই।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় ট্রায়ালে ভিনেশ ফোগাটকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। কোয়ার্টার ফাইনালে নিশুর বিরুদ্ধে তিনি ০-৫ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন। সেই সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে নিশু পিনফলের সুযোগ পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। তবে রেফারি খেলা থামিয়ে ভিনেশকে ৪ পয়েন্ট দেন। এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিবাদ ও বিতর্ক শুরু হয়। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যখন ভিনেশের স্বামী সোমবীর রাঠি ম্যাটের দিকে জলের বোতল ছুড়ে দেন। পরে ভিনেশ একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে চ্যালেঞ্জ করেন। তাতে সফলও হন। তবে কিছুক্ষণ পর আরেকটি বিতর্ক দেখা দেয়। ভিনেশের পক্ষ থেকে ৪ পয়েন্ট দাবি করা হলেও বিচারকরা মাত্র ২ পয়েন্ট দেন। এরপর সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবার চ্যালেঞ্জ করা হলেও তা গ্রহণ করা হয়নি।এরপর ভিডিও রিভিউ দেখানোর দাবি তোলেন ভিনেশ ও তাঁর কোচরা। অভিযোগ, রিভিউ স্ক্রিনে প্রযুক্তিগত সমস্যা থাকায় সেই ফুটেজ দেখানো সম্ভব হয়নি। তা নিয়ে ডব্লিউএফআই সভাপতি সঞ্জয় সিং ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে ভিনেশের সমর্থকদের তর্ক শুরু হয়। এক পর্যায়ে ট্রায়াল সাময়িকভাবে বন্ধও রাখতে হয়। এই পরিস্থিতিতে ডব্লিউএফআই সভাপতি সঞ্জয় কুমার সিং এক বিবৃতিতে বলেন, 'ভিনেশ ফোগাটের পাঠানো জবাব আমরা পেয়েছি। ফেডারেশনের নিয়ম ও নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনেই সেই জবাব খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

একই সঙ্গে জাতীয় ট্রায়ালে কয়েকজন কুস্তিগিরের আচরণও ফেডারেশনের নজরে রয়েছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। যদিও সরাসরি ভিনেশের নাম উল্লেখ করা হয়নি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'নির্বাচনী ট্রায়ালে কয়েকজন কুস্তিগিরের

আচরণ নিয়ে ফেডারেশন পর্যালোচনা করছে। এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।' ভবিষ্যতে জাতীয় দলে নির্বাচন নিয়ে আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে ডব্লিউএফআই। ফেডারেশন জানিয়েছে, অতীতের সাফল্য বা তারকাখ্যাতি নয়, শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতেই নির্বাচন করা হবে। ডব্লিউএফআই-এর বক্তব্য, 'ভবিষ্যতে সমস্ত নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে ট্যালেন্ট ও পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে হবে। কোনও কুস্তিগিরের মর্যাদা বা অতীতের সাফল্যের জন্য কোনও ব্যতিক্রম করা হবে না।' ফেডারেশন আরও জানিয়েছে, 'জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও শর্টকাটের সুযোগ থাকবে না।'

উল্লেখ্য, সম্প্রতি এই ইস্যুতে এক আইনি লড়াইয়ে জয় পান ভিনেশ। জাতীয় ট্রায়ালে তাঁর অংশগ্রহণ স্থগিত করার জন্য ডব্লিউএফআই যে আবেদন করেছিল, তা খারিজ করে দেয় ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। ফলে আপাতত ট্রায়ালে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বস্তি পেলেও ফেডারেশনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব যে এখনও শেষ হয়নি, তা স্পষ্ট।

আজ ইটখলা এসি-র বর্ধিত সভা কক্ষের উদ্বোধন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন : শিলচরের ক্রীড়া ইতিহাসে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে শনিবার (৬ জুন) আরও একধাপ এগিয়ে যাবে ইটখলা অ্যাথলেটিক ক্লাব। এদিন বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ক্লাবের পাবলিক এবং কমিউনিটি বিল্ডিংয়ে বর্ধিত সভাকক্ষের উদ্বোধন করবেন প্রাক্তন সাংসদ (রাজ্যসভা) ভুবনেশ্বর কলিতা। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক (উধারবন্দ) রাজদীপ গোয়ালা।

উল্লেখ্য, ভুবনেশ্বর কলিতার সাংসদ তহবিল থেকে ইটখলা এসির পাবলিক এবং কমিউনিটি বিল্ডিংয়ের বর্ধিতকরণের জন্য ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে ক্রীড়াপ্রেমী এবং নাগরিকদের উপস্থিত থাকতে ইটখলা ক্লাবের পক্ষে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বি ডিভিশনে সহজ জয় মর্নিং ক্লাবের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন : শিশুতোষ বসাক স্মৃতি জেলা বি ডিভিশন ফুটবলে শুক্রবার মর্নিং ক্লাব ৩-১ গোলে হারিয়েছে স্পোর্টিং স্পিরিট ইয়ুথ ক্লাবকে। ম্যাচ শুরু হয়ে চার মিনিট গড়াতেই বিপ্লব তেলির গোলে প্রথম এগিয়ে যায় মর্নিং ক্লাব। এরপর বাবুলাল রিকিয়াসন ও অসীম গনজু আরও দুগোল দেন। স্পোর্টিং স্পিরিটের হয়ে একমাত্র গোল করেছেন পারুল ইসলাম লস্কর। খেলা পরিচালনা করেছেন ইজাজ আহমদ লস্কর। সহকারী রেফারি আবু আব্বাস লস্কর, রাকিব হুসেইন ও নিরুপম দে। ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী শনিবার উধারবন্দ লায়ন্সের মুখোমুখি হবে প্রথম পল্লী ক্লাব।

টানা ব্যর্থতার পর সাফল্য পাকিস্তানের

করাচি, ৫ জুন : একের পর এক ব্যর্থতার পর উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল পাকিস্তান। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজে ২-১ ব্যবধানে হারালেন শাহিন শাহ আফ্রিদিরা। তৃতীয় ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ১৫৭ রান করে জশ ইংলিসের দল। জবাবে ৪১.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬১ রান তুলে ম্যাচ এবং সিরিজ জিতে নিয়েছে পাকিস্তান। দু'ম্যাচের পর সিরিজ ছিল ১-১। টস জিতে লাহোরের ২২ গজে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। কিন্তু পাকিস্তানের বোলিং আক্রমণের সামনে ইংলিস ছাড়া কেউ দাঁড়াতেই পারেননি। ইনিংসের শুরু থেকেই একের পর এক উইকেট হারায় সফরকারীরা। ওপেনার ম্যাথু শর্ট (০) ম্যাচের দ্বিতীয় বলেই আউট হয়ে যান। এর পর মার্নাস লাবুশেন (১৯) এবং অ্যালেক্স ক্যারে (১৯) কিছুটা চেষ্টা করলেও বাকিরা ব্যর্থ। চাপের মুখে ৭১ বলে ৬৫ রানের ইনিংস খেলেন ইংলিস। ওপেন করতে নেমে ক্রিজের এক প্রান্ত আগলে রেখেছিলেন। ৮টি চার এবং ১টি ছয় মারেন তিনি। দলকে ভরসা দিতে পারেননি ক্যামেরন গ্রিন (৭), ম্যাট রেনশ (৪), কুপার কনোলি (৩), অলিভার পিক (৭), অ্যাডাম জাম্পা (১০), নাথান এলিসেরা (১)। শুধু ম্যাথু কুনেম্যান ৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৪২ ওভারেই শেষ হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস।

পাকিস্তানের বোলারদের মধ্যে সফলতম আফ্রিদি ৩০ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। এছাড়া ১৯ রানে ২ উইকেট আবরার আহমদের। ২৮ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন শাদাব খান। ৩৩ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন হ্যারিস রউফ। জয়ের জন্য ১৫৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে সমস্যায় পড়ে পাকিস্তানও। ৬ রানে আউট হয়ে যান ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান। অন্য ওপেনার মাজ সাদাকত করেন ২৭। তিন নম্বরে নেমে দলের ইনিংসকে ভরসা দেন বাবর আজম। যদিও বেশ মন্থর ব্যাটিং করেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক। ৪০ রান করতে খরচ করেন ৮৪ বল। ৩টি চার মেরেছেন। ব্যর্থ গাজি ঘোরি (৮), সলমন আঘা (১৫), আরাফত মিনহাস (৯)। শেষ দিকে আব্দুল সামাদের অপরাজিত ১৮ এবং শাদাব ২৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে পাকিস্তানকে গুরুত্বপূর্ণ জয় এনে দেন। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে সফলতম কুনেম্যান ৩৮ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ৬ রানে ১ উইকেট রেনশয়ের। এছাড়া ২৩ রানে ১ উইকেট শর্টের এবং ৪০ রানে ১ উইকেট এলিস।

র‍্যাঙ্কিং বলছে বিশ্বকাপ জিতবে না আর্জেন্টিনা

বুয়েনস আয়ারস, ৫ জুন : বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ফিরে পেয়েছে আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপের প্রস্তুতিমূলক প্রীতি ম্যাচে আইভরিকোস্টের কাছে ২,১ গোলে হেরেছে ফ্রান্স। অন্য প্রীতি ম্যাচে ইরাকের বিপক্ষে ১,১ গোলে ড্র করে স্পেন। এতে আর্জেন্টিনা দুই ধাপ লাফিয়ে আবার শীর্ষে উঠেছে। ফ্রান্স শীর্ষে থেকে নেমে গেছে তৃতীয় স্থানে। আর স্পেন আছে আগের মতো দ্বিতীয় স্থানেই। চতুর্থ ও পঞ্চম দল যথাক্রমে ইংল্যান্ড ও পর্তুগাল। ব্রাজিল আছে ছয়ে। চলতি বছর মার্চ মাস থেকে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে রিয়েল-টাইম (তাৎক্ষণিক) আপডেট পদ্ধতি চালু করেছে, যেখানে ম্যাচের গোলের ওপর ভিত্তি করে র‍্যাঙ্কিং নির্ধারণ করা হয়। বিশ্বকাপ শুরুর আগের দিন, আগামী ১০ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে এই র‍্যাংকিং হালনাগাদ করা হবে। ২০২৩ সালে এপ্রিল থেকে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ছিল আর্জেন্টিনা। গত বছরের সেপ্টেম্বরে সিংহাসন হারায় আলবিসেলেস্তেরা। তবে বিশ্বকাপে শুরুর আগে আবারও শীর্ষস্থান ফিরে পেয়েছেন লিওনেল স্কালোনির শিষ্যরা। আর এই শীর্ষস্থান ফিরে পাওয়ায় মাথা ব্যাথার কারণ হতে পারে আর্জেন্টিনার জন্য। কেননা র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থানে থেকে বিশ্বকাপ শুরু করা দলগুলো এখন পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি।

১৯৯২ সালে ফিফা র‍্যাংকিং চালুর পর থেকে কোনো বিশ্বকাপেই এক নম্বর দল শিরোপা জিততে পারেনি। ১৯৯৪ বিশ্বকাপের আগে শীর্ষে ছিল জার্মানি। কিন্তু তারা বিদায় নেয় কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে, আর শিরোপা জেতে ব্রাজিল। ১৯৯৮ সালে এক নম্বরে থাকা ব্রাজিল ফাইনালে উঠলেও স্বাগতিক ফ্রান্সের কাছে ৩-০ গোলে হেরে যায়।

২০০২ বিশ্বকাপে ফ্রান্স ছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ও র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দল। কিন্তু তারা গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয়। ২০০৬ সালে শীর্ষে থাকা ব্রাজিল কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেয়। ২০১০ ও ২০১৪ বিশ্বকাপেও একই ভাগ্য বরণ করে ব্রাজিল ও স্পেন। ২০১৮ সালে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি এক নম্বরে থেকে বিশ্বকাপে গিয়েছিল, কিন্তু গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে যায়। আর ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে শীর্ষে থাকা ব্রাজিল বিদায় নেয় কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার কাছে হেরে। শেষ পর্যন্ত শিরোপা জেতে আর্জেন্টিনা।

৩২ বছর বয়সেই অবসর ভরতের

নয়াদিল্লি, ৫ জুন : আন্তর্জাতিক এবং ভারতীয় ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন কোনা শ্রীকর ভরত। ভারতীয় দলের প্রাক্তন উইকেটরক্ষক ঋদ্ধিমান সাহার পর টেস্ট দলে নিয়মিত ছিলেন। তবে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় খুব বেশি টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি ৩২ বছরের ক্রিকেটার। কলকাতা নাইট রাইডার্সেও ছিলেন ভরত। অবসর ঘোষণা করলেও বিদেশে টি-টোয়েন্টি লিগ খেলার সম্ভাবনা খোলা রেখেছেন ভরত। অন্ধ্রপ্রদেশের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ছ'হাজারের বেশি রান রয়েছে তাঁর। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে রয়েছে ত্রিশতরানের ইনিংসও। অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ভরত বলেছেন, 'গর্ব এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করছি। দেশের হয়ে খেলা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান। আমার এই যাত্রাপথে প্রচুর সহনশীলতা এবং শক্তির প্রয়োজন হয়েছে। তবে দেশের হয়ে টেস্ট খেলার সম্মান প্রতিটি মুহূর্তের চেয়ে মূল্যবান।'

তিনি আরও বলেছেন, 'আইপিএলে আমার প্রথম অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে অনেক ধন্যবাদ। তিনি আমায় দক্ষতা প্রমাণের এবং স্বীকৃতি প্রাপ্তির সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ভারতীয় দলে আমার অধিনায়ক রোহিত শর্মাকেও অনেক ধন্যবাদ। তাঁর নেতৃত্বে আমার টেস্ট অভিষেক হয়েছিল। যা অমূল্য। ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভারত 'এ' থেকে ভারতীয় দল পর্যন্ত কোচ হিসাবে পেয়েছি রাহুল দ্রাবিড় স্যারকে। তাঁর সাহায্য, পরামর্শ, প্রেরণা অবিস্মরণীয়। তাঁরা পাশে ছিলেন বলেই আমি ভারতের হয়ে টেস্ট খেলতে পেরেছি।" ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ছাড়াও সব দলের সতীর্থ, কোচ, কর্তাদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভরত।

পঞ্চায়েত কাপ ফুটবলে সেমিতে আঞ্জুমা এন্টারপ্রাইজ

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধলাই, ৫ জুন : ভাগাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আয়োজিত পঞ্চায়েত কাপ ২০২৬ নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতায় চান্নিঘাট এফসিকে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে আঞ্জুমা এন্টারপ্রাইজ। শুক্রবার রাজঘাট রাজীব গান্ধী স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয় আঞ্জুমা এন্টারপ্রাইজ বনাম চান্নিঘাট এফসি। কয়েক হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় আঞ্জুমা এন্টারপ্রাইজ। ম্যাচের প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থাকে আঞ্জুমা এন্টারপ্রাইজ। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় আরও দর্শনীয় ৩টি গোল করে আঞ্জুমা এন্টারপ্রাইজ। রেফারির লম্বা হুইসেলের আগে ১টি পরিশোধ করে চান্নিঘাট এফসি। খেলার ফলাফল দাঁড়ায় ৫-১। দলের হয়ে একাই তিনটি গোল করে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন আঞ্জুমা এন্টারপ্রাইজ দলের জাওয়া। তাঁর হাতে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার সহ ভাগাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের অঙ্গ হিসাবে একটি গাছের চারা তুলে দেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাবু বড়ভুইয়া, সপ্তগ্রাম জিপির সহ সভানেত্রীর প্রতিনিধি কামাল উদ্দিন লস্কর, ধলাই প্রেসক্লাবের সম্পাদক বিবেকানন্দ দাস। এছাড়া এদিনের ম্যাচের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হন চেন্টিয়া জুয়ালা। তার হাতে পুরস্কার সহ গাছের চারা তুলে দেন সানরাইজ স্কুলের শিক্ষক কমরুল ইসলাম বড়ভুইয়া, সহিদুল আলম চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন লস্কর মনোহি। এদিনের খেলা শেষে আমন্ত্রিত অতিথি সহ ভাগাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা মাঠের বিভিন্ন স্থানে গাছের চারা রোপণ করেন। শনিবার খেলা নেই। রবিবার কর্কটি এফসির বিপক্ষে মাঠে নামবে রাজগোবিন্দপুর এফসি।

আন্দ্রেয়েভা ও খভালিনস্কার রূপকথার লড়াই ফরাসি ওপেনে

প্যারিস, ৫ জুন : মিররা আন্দ্রেয়েভা-র প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপার স্বপ্ন আরও জোরালো হলো বৃহস্পতিবার, যখন তিনি ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে জয় তুলে নিয়ে ফাইনালে পৌঁছান। অন্যদিকে, কোয়ালিফায়ার মাজা খভালিনস্কা-ও নিজের রূপকথার যাত্রা অব্যাহত রেখে প্যারিসে এক অপ্রত্যাশিত ফাইনালের মঞ্চ তৈরি করেছেন। টুর্নামেন্টের শুরুতেই বিদায় নেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন গফ, চারবারের ফরাসি সিয়াটেক এবং বিশ্ব এক নম্বর সাবালেঙ্কা। ফলে নতুন মুখদের সামনে বড় সুযোগ তৈরি হয়, আর সেই সুযোগ দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন আন্দ্রেয়েভা ও খভালিনস্কা।

মাত্র ১৯ বছর বয়সী আন্দ্রেয়েভা রাজনৈতিকভাবে আলোচিত সেমিফাইনালে ইউক্রেনের মারতা কয়সুক-কে ৬-১, ৬-৩ গেমে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন। পোল্যান্ডের মাজা খোয়ালিনস্কার বিরুদ্ধে, যিনি অপর সেমিফাইনালে ৭-৬, ৬-৪ হারিয়েছেন ডায়ানা স্নাইডারকে। এবারের French Open-এ নতুন নারী চ্যাম্পিয়ন পাওয়া নিশ্চিত। ফাইনালে ওঠার পর আবেগঘন প্রতিক্রিয়ায় আন্দ্রেয়েভা বলেন, 'আমি কখনও ভাবিনি যে বড় টুর্নামেন্ট জিততে পারব বা গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে খেলব। এটি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন। আমার কাছে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।'

যদি আন্দ্রেয়েভা শিরোপা জিততে পারেন, তবে তিনি ২০২৩ সালের ইউএস ওপেনে গফের জয়ের পর প্রথম কিশোরী হিসেবে কোনো গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় করার কৃতিত্ব অর্জন করবেন। অন্যদিকে, কোয়ালিফায়ার থেকে ফাইনালে ওঠা খভালিনস্কা ইতিহাস গড়ার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। শনিবারের ফাইনাল তাই শুধু একটি শিরোপা নির্ধারণ করবে না, বরং টেনিসে নতুন এক তারকার উত্থানের গল্পও লিখবে।

শিলচরে রেফারি কর্মশালায় ব্যাপক সাড়া

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৫ জুন : শিলচর ফুটবল রেফারি ওয়েল ফেয়ার কমিটির ব্যবস্থাপনায় তিন দিনের কর্মশালা শুরু হয়েছে শুক্রবার। সকাল সাড়ে দশটায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্য অতিথি অসম ফুটবল সংস্থার কোষাধ্যক্ষ তথা অসম ফুটবল রেফারি ওয়েল ফেয়ার কমিটির সচিব হিরেণ গগৈ ও আয়োজক কমিটির পৃষ্ঠপোষক চন্দন শর্মা সহ উপস্থিত অতিথিরা। এর আগে সদ্য প্রয়াত শিলচরের ফুটবলার থানজিক রংমাইয়ের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি সহ জেলার তিনজন কৃতী ফুটবল রেফারি প্রবীর দাস, বিকাশ দাস ও সমর রায় সহ সংগঠক দেবাশিস সোমকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হিরেণ গগৈ বলেন, এতসংখ্যক স্থানীয় রেফারি নিয়ে জেলা পর্যায়ের রেফারি সেমিনার রাজ্যে খুবই বিরল। কমিটির পৃষ্ঠপোষক চন্দন শর্মা একজন খেলা পাগল লোক। তাই এধরনের আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে। শিলচর ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার কমিটির ভূয়সী প্রশংসা করে হিরেণ গগৈ বলেন, এভাবে কর্মশালার মাধ্যমে নতুন রেফারি উঠে আসবে। তাছাড়া শুধু রেফারি তকমা লাগিয়ে দিলেই তো শেষ নয়, প্রতিনিয়ত ফুটবলের আইন কানুনে পরিবর্তন আসে। সেগুলো রপ্ত করা একজন ফুটবল রেফারির জন্য খুবই আবশ্যক। সেমিনারের মাধ্যমেই একজন রেফারি আইন কানুনে সমৃদ্ধ হতে পারে। কমিটির পৃষ্ঠপোষক চন্দন শর্মা জানান, কর্মশালায় শিলচর, রামকৃষ্ণনগর, হাইলাকান্দি, সোনাই, ধলাই, লক্ষীপুর ও উধারবন্দের মোট ৪০ জন রেফারি যোগ দিয়েছেন। এরমধ্যে ৩ জন মহিলা। কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যেককে টি-শার্ট উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। সেমিনারে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জাতীয় রেফারি নির্মল ভট্টাচার্য ও আব্দুল মজিদ চৌধুরী। সকালে হয়েছে ফিটনেস ক্যাম্প। বিকেলে ক্লাস নেন নির্মল ভট্টাচার্য।

প্রদীপ প্রজ্বলন করে রেফারি কর্মশালার উদ্বোধন করছেন অসম রেফারি ওয়েলফেয়ার কমিটির সচিব নিরেন গগৈ, চন্দন শর্মা, প্রবীর দাস, বিকাশ দাস, সমর রায় ও অন্যান্যরা।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্‌স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : তৈমুর রাজা চৌধুরী, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80